ইসলাম প্রচারে শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহ্মাদ উল্লাহ্ আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) -এর অবদান

[The Contribution of Shah Sufi Sayed Moulana Ahmad Ullah Al-Maizvandari (RA.) to the Propagation of Islam]

তত্ত্বাবধায়কঃ

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষকঃ

এস.এম. মঈনুদ্দীন হেলাল

শিক্ষাবর্ষ - ২০১৫-২০১৬

রেজিস্ট্রেশন নং - ১৮৯/২০১৫-১৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

২০২২

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রত্যয়ন পত্র		০৩
ঘোষণা পত্র		০৪
সংকেত সূচী		০৫
ভূমিকা		০৬-১০
প্রথম অধ্যায়	: আত্মশুদ্ধিকরণের (তাযকিয়া) সংজ্ঞা, অর্থ ব্যাপকতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১১-৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়	: শাহ্সূফী মাওলানা আহ্মাদ উল্লাহ (রহ:) এর জীবন ও কর্ম: শিক্ষা, শিক্ষকগণ ও তাঁর কারামত	৪৩-৭৭
তৃতীয় অধ্যায়	: উচ্চ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, খিলাফত প্রাপ্তি এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ	৭৮-৮৭
চতুর্থ অধ্যায়	: আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে অনুসৃত নীতিমালা এবং মানবজীবনে এর প্রভাব	৮৮-১০৩
পঞ্চম অধ্যায়	: উপদেশ বাণী, চরিত্র ও কারামত (অলৌকিক কার্যাবলী)	১০৪-১২৪
উপসংহার		১২৫-১২৬
গ্রন্থপুঞ্জী		১২৭-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, এস.এম. মঈনুদ্দীন হেলাল, শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬, রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৯/২০১৫-১৬, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'ইসলাম প্রচারে শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহ্মাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহ:) -এর অবদান' [The Contribution of Shah Sufi Sayed Moulana Ahmad Ullah Al-Maizvandari (RA.) to the Propagation of Islam] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণা কর্ম নয়; বরং গবেষকের নিজের মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে আমি গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'ইসলাম প্রচারে শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহ্মাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) -এর অবদান' [The Contribution of Shah Sufi Sayed Moulana Ahmad Ullah Al-Maizvandari (RA.) to the Propagation of Islam] শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোন যৌথ প্রয়াস নয়। এটি আমার একক গবেষণাকর্ম। এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ থিসিস-এর অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোনপ্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি। আমি এ থিসিসের কোথাও চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেইনি।

এস.এম. মঈনুদ্দীন হেলাল
শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-২০১৬
রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৯/২০১৫-১৬
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী:

আ.	: আলাইহিস সালাম
দ.	: দরুদ শরীফ
রা.	: রাদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু
রহ:	: রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ক.	: কুদ্দিসা সিররুহু
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
হি.	: হিজরী
খ্রি.	: খ্রিষ্টাব্দ
পৃ.	: পৃষ্ঠা
মুঃজিঃআঃ	: মুদ্দা জিল্লুহুল 'আলী

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার জন্যই সকল প্রশংসা যিনি অদ্বিতীয় প্রভূ, অসীম করুণার আধার। সকল কৃতজ্ঞতাও তাঁর জন্য কারণ, তিনি মানব জাতিকে ইসলামের পথে অবিচল রাখার জন্য শয়তান, খোদা-নবী দ্রোহীর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার তরে যুগে যুগে নবী-রাসূল (আ.) এবং অলী-আউলিয়ার মাধ্যমে পথ ও দিশেহারা মানব সমাজকে সুপথ দেখান। দুরুদ ও সালামের অবারিত হাদিয়া পেশ করছি নবী-রাসূলগণের সর্দার ও সর্বশেষ নবী হযরত আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (ﷺ)-এর পাক রওজায়; যার উম্মাত হিসেবে কবুল করে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের ধন্য ও কৃতজ্ঞ করেছেন। অগণিত সালাম বর্ষিত হউক সকল আওলিয়া কিরামের উপর; বিশেষ করে হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উপর, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা বাতিনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সময়োচিত হিদায়াত ও উপযুক্ত শক্তিশালী তরীকতের প্রভাবে অসংগতি দূর করার মানসে বিলায়াতে মুকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীকে বিলায়াতে মুতলাক্বায়ে আহমাদী রূপে বিকশিত করেন। জাগতিক-ঐশী জ্ঞানের ধারক হয়ে তিনি জনকল্যাণার্থে ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ জাতীয় 'আলিমগণকে নবী কারীম (ﷺ) তাঁর উত্তরাধিকারী বলেছেন।

সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন হতে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক নবীর উত্তরাধিকারী 'আলিম ইসলামের সঠিক আকীদা-আমলের ধারাকে নবী কারীম (ﷺ) প্রদর্শিত 'সিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর উপর অক্ষুন্ন রাখতে এবং বিধর্মীদের ছোবল থেকে রক্ষা করতে নানাভাবে সংস্কারক, প্রচারক, লেখক হিসেবে নানাবিধভাবে অবদান রেখে জগতে অমর হয়ে আছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গদেশে বহু মনীষা ইসলাম প্রচারে তাঁদের সুউজ্জ্বল কর্ম দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মহাস্থানগড়ের (বগুড়া) শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার (৫ম হি.শতক) রাজশাহীর শাহ মাখদুম রূপোশ (১২১৬-১৩১৩খ্রি.), ঢাকায় শাহ শারফুদ্দীন চিশতী (৬৩৩হি./১২৩০খ্রি.-৭৩৮হি./১৩৪০খ্রি.), শাহ আলী বোগদাদী (মৃ.-১৫৭৭খ্রি.), সিলেটের শাহ জালাল ইয়ামেনী (১২৭১-১৩৪৬খ্রি.), খুলনার খান জাহান আলী (১৩৬৯-১৪৫৯খ্রি.), চট্টগ্রামে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (৮০৪খ্রি.-৮৭৪/৮৭৭খ্রি./২৬১হি.), শেখ শারফুদ্দীন বু-আলী কালন্দর পানিপতি (১২০৯-১৩২৪ খ্রি.) শাহ মুহছিন আউলিয়া (৮৮৬-৯৮৫হি.), শাহ বদর আউলিয়া (১৬-১৭শতক) শাহ চান্দ আউলিয়া (জন্ম-১১৯৮খ্রি.), মুল্লা মিসকিন শাহ (১৭'শ শতক), হযরত গরীবুল্লাহ শাহ, শাহ আমানত খান (১৬৮০-১৮০৬খ্রি.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হতভাগা মুসলমানদের ভাগ্যের ক্রান্তিলগ্নে; বিশেষত খ্রিষ্টীয় মিশনারীদের খপ্পরে নিপতিত অসহায় মানুষদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বাংলা অঞ্চলে যে মনীষী তাঁর খোদাপ্রদত্ত ইলম ও বুযুর্গী দিয়ে মানষপটে খোদায়ী নূর প্রবেশের মহান কাজ আঞ্জাম দিয়ে অমর হয়ে আছেন তিনি হলেন হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী চাঁটগামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮২৬-১৯০৬খ্রি.)।

আত্মশুদ্ধিকরণ ইসলামী শারী'আতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য অপরিসীম। আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্র সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে মনুষ্যত্ববোধ ও নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বুকে যে সকল কালজয়ী, ক্ষণজন্মা মহামনীষী আবির্ভূত হয়ে তাঁদের মেধা-মনন-মনীষা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা-শ্রম-সাধনা দিয়ে মানুষকে আত্মশুদ্ধি করণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন; তাঁদের মধ্যে শাহ সূফী মাওলানা সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) অন্যতম। তিনি ছিলেন আলিম, মুহাদ্দিছ (হাদীছ বিশারদ), সূফী (তরীকতের একনিষ্ঠ সাধক), শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, সমাজ সেবক, ইসলাম প্রচারক, পরোপকারী, মানব দরদী, শিক্ষানুরাগী সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার একজন মহান অলী।

চট্টগ্রামকে বলা হয় ১২ আউলিয়ার পুণ্যভূমি বা অলীর শহর। ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য সুদূর আরব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে অন্যান্য দেশ হয়ে অনেক সুফি-সাধক, পীর-আউলিয়া, ফকির-দরবেশ আসেন চট্টগ্রামে। তাঁদের মধ্যে অনেক আলে রাসূলও ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ কিছুকাল অবস্থান করে ফিরে যান নিজের জন্মভূমিতে। অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যান এতদ অঞ্চলে। তাই এখানে ইসলাম প্রচার করতে আসা অনেক বিখ্যাত সূফী ও আউলিয়ার মাজার রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সৈয়্যদ আহমাদ উল্লাহর পুর্ব পুরুষ সৈয়দ হামীদ উদ্দীন গৌড় (বর্তমান রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জের কিছু অংশ এবং ভারতের মালদহের কিছু অংশ মিলে গৌড় অঞ্চল গঠিত ছিলো) নগরে ইমাম এবং কাজীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি গৌড় নগরে মহামারীর কারণে ১৫৭৫ সনে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন; সেখানে তার নামানুসারে হামিদ গাঁও (বর্তমানে হাঁইদগাঁও) নামে একটি গ্রামও আছে। তার এক পুত্র সৈয়দ আব্দুল কাদির ফটিকছড়ি থানার আজিমনগর গ্রামে ইমামতি উপলক্ষে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ

তৎ পুত্র সৈয়দ তৈয়্যবুল্লাহ'র মেজপুত্র সৈয়দ মতিউল্লাহ মাইজভান্ডার গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। আর এই সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহঃ)-এর ঔরষে এবং মাতা সৈয়দা খায়রুন নিসারই গর্ভে সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি কঠোর ও নিরলস পরিশ্রম করে পথভ্রষ্ট মানুষকে ইসলামের সত্য-সুন্দর পথের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মানুষকে আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি আত্মার কলুষতা বিদূরীত করে তা পবিত্র রাখার জন্য ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতি (ফানায়ে ছালাছা) এবং চতুর্বিধ মৃত্যু পদ্ধতির (মউতে আরবা'আ) সমন্বয়ে "সপ্ত পদ্ধতি" প্রবর্তন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত আত্মসংশোধনমূলক এ নীতিমালা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। "সপ্ত পদ্ধতির" বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলন দ্বারা মানব অন্তরের পাশবিক চরিত্র গুলো (হিংসা, অহংকার, লোভ, রাগ, লৌকিকতা, মনোমালিন্য ইত্যাদি ষড়রিপু) বিদূরীত হয় এবং মানবিক চরিত্রগুলো (দয়া-মমতা, পরোপকারিতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, মানুষকে ভালবাসা, সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি) দ্বারা অন্তর সুশোভিত হয়। ফলে একজন মানুষ ইনসানে কামিল বা প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। তাঁর মোহনীয় চরিত্র মাধুর্য ও অনুপম আদর্শ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সঠিক পথে চলার দিশা ও অনুপ্রেরণা দান করে। তাঁর কর্মমুখর দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক অলৌকিক ও অনন্য সাধারণ কার্যাবলী (কারামত সমূহ) আজও বিশ্ববিশ্রুত হয়ে আছে।

তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা কালজয়ী তাপস মহাপুরুষ। পথ হারা আত্মভোলা, আত্মকলহে লিপ্ত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)-এর পথ থেকে বিচ্যুত মানব জাতিকে জ্ঞানপ্রসূত প্রজ্ঞাময় ওয়াজ ও হিকমতপূর্ণ নসীহতের মাধ্যমে ও উসূলে সাব'আ (সপ্তকর্ম পদ্ধতি তথা ফানায়ে ছালাছা, মাউতে আরবা'আ) এবং তাওহীদে আদইয়ান-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)-এর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার প্রয়াসে আত্মশুদ্ধির তিনি পথ নির্দেশ করেন; যা আল্লাহ তা'আলার বাণী ''তারাই সফল কাম হয়েছে যারা আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করেছে"-এর অনুকরণ।

তাঁর এই দীক্ষায় পথ হারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। সর্বোপরি তাঁর অনেক অনুসারী এবং প্রতিনিধি মানব কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেমে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা বাংলাদেশ, বার্মা এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী এমন

একজন ইসলাম প্রচারক যিনি শুধুমাত্র নিজে ইসলাম প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি বরং ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে কুরআন-সুন্নাহ প্রসূত এর সুপরিকল্পিত রূপরেখা প্রণয়ন (ফানায়ে ছালাছা-মাউতে আরবা'আ) এবং বিশাল এক সুদক্ষ-প্রশিক্ষিত প্রচারক দল (সিদ্ধ মুরীদ ও খলীফা)'র-ও সৃষ্টি করে যান। সুতরাং এমন একজন গুণীজনের পরিচয় বিশ্বসমাজে তুলে ধরা সময়ের দাবী।

বাংলাদেশী এই মহান ইসলাম প্রচারকের বহুবিধ খিদমাতের আজো যোগ্য মূল্যায়ন হয়নি। এ অভাব পূরণের মানসেই আমি **'ইসলাম প্রচারে শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহ:)-এর অবদান'** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা করার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছি । বর্তমানে এতদ্ অঞ্চলের চাহিদানুযায়ী অত্র গবেষণা কর্মটি মাতৃভাষা বাংলায় একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় যথাক্রমে- প্রথম অধ্যায়: আত্মশুদ্ধিকরণের (তাযকিয়া) সংজ্ঞা, অর্থ ব্যাপকতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয় অধ্যায়: শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:)-এর জীবন ও কর্ম, শিক্ষা: শিক্ষকগণ ও তার কারামত। তৃতীয় অধ্যায়: উচ্চ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা-খিলাফত প্রাপ্তি ও তার শিক্ষক ও ছাত্রগণ। চতূর্থ অধ্যায়: আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে তাঁর অনূসৃত নীতিমালা ও মানব জীবনে তার প্রভাব। পঞ্চম অধ্যায় : তাঁর উপদেশ বাণী, চরিত্র ও তাঁর কারামত (অলৌকিক কার্যাবলী)। অধ্যায় সমূহের আলোচনার শেষে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখ করে গবেষণাপত্রের ইতি টেনেছি।

মহান আল্লাহর ওলীগণ মানুষকে আত্মশুদ্ধি করে মানব সেবার মতো মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শাহসূফী মাওলানা সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (রহঃ) মানুষকে তাদের অন্তরের কলুষতা ও কালিমা দূর করে আত্মশুদ্ধি করতঃ মহান আল্লাহর সাথে পরিচয়ের পথ প্রদর্শন করেন। এ মহান সাধকের জীবন চরিত এবং আত্মশুদ্ধিকরণ সংক্রান্ত তাঁর কর্ম-পন্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য উদঘাটন করাই আমার এ অভিসন্দর্ভ (Thesis) রচনার উদ্দেশ্য।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান প্রভূর অসীম দয়ার দরবারে যিনি আমাকে তাঁর মাহবুব মহান অলী হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) এর উপর এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার তওফিক দিয়েছেন। এবং সাথে সাথে অসংখ্য অগণিত দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করছি আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় হাবীব হুযুর পুর নুর সায়্যিদুনা আহমাদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যার অশেষ কৃপায় আমার এ গবেষণাপত্রটি এ পর্যন্ত সমাপনের সুযোগ হয়েছে। সাথে পীর মুর্শিদ, বড় বাবা হযরত (রহঃ), গাউসুল আজম বড় পীর (রহঃ), খাজা গরীবে নাওয়াজ (রহঃ), গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী

(রহঃ), গাউসুল আজম বাবা ভান্ডারী (রহঃ), হযরত কেবলা (রহঃ) ও দাদাজান কেবলায়ে আলম (রহঃ) সহ সকল আউলিয়াদের চরণে আমার কৃতজ্ঞতা যাদের নেগাহে করমে আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ করে যার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় আমার গবেষণার কাজ সহজ হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় ড. শফিক আহমেদ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। গবেষণা কর্মে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমার পারিবারিক অভিভাবক শ্রদ্ধেয় পিতা, পীর ও মুর্শিদ, শাহ-ই দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন শাহ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ নূরুল হুদা শাহ ছাহেব (মু. জি. আ.), একমাত্র বড় ভাইয়া সৈয়দ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন বেলাল ও তাঁর সহধর্মিণী। আমার সহধর্মিণীর নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি । আরো যাঁরা সাহস যুগিয়েছেন- অত্র বিভাগের প্রবীন শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী স্যার। অভিভাবকসুলভ স্নেহ-মমতা ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আওলাদে মাইজভান্ডারী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারী (মুঃ জিঃ আঃ), নারিন্দা মশুরীখোলা দরবার শরীফের পীর সাহেব শাহসূফী আল্লামা আহসানুজ্জামান (মু. জি. আ.), অধ্যক্ষ হাফিজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী সহ আমার শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং উপাধ্যক্ষ মুফতী আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক ও মুফতী মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আল-আযহারী।

গবেষণাকাজে ও সামগ্রিক পথচলায় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং সহযোগিতা করে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ড. আলমগীর, ড. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন নঈমী, মাওলানা মোস্তফা কামাল, মাওলানা ওসমান গণীসহ অনেকে। বিশেষ সহযোগিতা করেছে স্নেহের হাসান মুহাম্মদ শারফুদ্দীন, শাহ গোলাম দস্তগীর, সৈয়দ মুহাম্মদ ওসমান, সৈয়দ মুহাম্মদ হোসাইন, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ফুয়াদ হাসান, মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, সাঈদ মাহমুদ সোহরাব, দেলোয়ার হোসাইন, রেজায়ে রাব্বী, বুশরা জাহান ফাহমিদা। এছাড়া যে সকল শুভাকাঙ্খী, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন গবেষণার কাজে উদ্দীপনা-সাহস-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

প্রথম অধ্যায়

আত্মশুদ্ধিকরণের (তাযকিয়া) সংজ্ঞা, অর্থ ব্যাপকতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মশুদ্ধির (تزكية النفس) পরিচয়

আমাদের নবী মানুষের নবী ; ইসলাম মানুষের ধর্ম। নবী বিশেষায়িতভাবে (Specially) কারো জন্য তথা নির্দিষ্ট কোন জাতি, গোষ্ঠী বা গোত্রের জন্য নন এবং ইসলামও তদ্রুপ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ (Real man) করার কলা-কৌশল ও পথ-পদ্ধতিকে আত্মশুদ্ধি বলে। আরবীতে তাযকিয়াতুন্ নাফস (**تزكية النفس**) । মানব সত্ত্বার মূলে যে আচরণ বিধি অন্তর্নিহিত আছে- মহত্ত্ব, নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, মানবতাবোধ; এ চরিত্রগুলোকে যে পদ্ধতিতে উন্মীলিত করে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় তাকে তাযকিয়ায়ে নাফস বলে। মানব অন্তরের কুরিপু ও দোষাবলি দূরীভূত করে তথায় সদগুণরাজি আনয়ন করার প্রক্রিয়াকে আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس) বলে। মানুষের অনুভূতির মন্দ কামনাকে অনানুভূতির কল্যানকর বাসনার অনুগত করার প্রয়োজন। মানুষের যে নাফস বা প্রবৃত্তি অনুভূতিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অকল্যানের প্রতি ধাবিত করে তাকে পরিশুদ্ধ করাই তাযকিয়া (تزكية)। কেননা নাফসই মানুষের অকল্যাণকর সকল অশুভ শক্তির মূল উৎপত্তিস্থল।

মানুষের ধ্যান-ধারনা, চিন্তা-চেতনা, তার নফসের অবস্থার উপর নির্ভর করে। নাফস যদি আত্মশুদ্ধি অর্জন করে তাহলে তার প্রতিফলনও ভালো হবে। আর তা আত্মশুদ্ধি অজর্নে ব্যর্থ হওয়ার ফলে তার প্রভাব অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর হয়, ফলে মানুষ নীতি নৈতিকতা হারিয়ে মনুষ্যত্বহীন আচরণ করে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। রাসুলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এরশাদ করেন করেন, "জেনে রাখো! মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরো গোশত রয়েছে। যদি তা সুস্থ থাকে তবে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে, আর যদি সেটি কলুষিত হয়ে যায় তবে সমস্ত শরীর কলুষিত বা দূষিত হয়। সাবধান! এটি হচ্ছে ক্বলব"।[১] নি:সন্দেহে বলা যায় যে, নফসের সংশোধনের জন্য অবচেতনার বাসনাকে চেতনার বাসনা বা ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দেওয়া অত্যাবশ্যক। নাফস বা প্রবৃত্তি অকল্যানের প্রতি উৎসাহ, চেতনা ও স্পৃহা জোগায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী : - إن النفس لأمارة بالسوء অর্থ: নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ।[২]

---

[১] . ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ), *আল-জামে আসসহীহ;* [দারু ইবনে জাওযী, কাহেরা, মিশর, ২০১১খ্রি:] হাদীস নং-৫২, পৃঃ-১৬

[২]. কুরআন (১২:৫৩)

নাফস মানুষকে অন্যায় অবিচারের প্রতি ধাবিত ও পরিচালিত করে। তবে মানব সমাজে এটির করুণ বাস্তবতা হলো অধিকাংশ মানুষ এই নফসের প্রতারনা,ফাঁদ ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত নয়। এ অবস্থায় নফসের সাথে রিয়াজত ও সাধনা দ্বারা জিহাদ তথা তার বিরোধীতার মাধ্যমে তাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র (تزكية النفس) করা আবশ্যক।[৩] তাসাউফ হলো- আত্মপরিচয়মূলক এক আধ্যাত্ম বিদ্যা। মনুষত্ব, মানবতা-নৈতিকতাবোধ অন্তরে উদ্ভাসিত করার বিদ্যা হলো- ইলমুত-তাসাউফ। যা একজন মানুষকে তাঁর স্রষ্টার প্রতি আগ্রহী করে, আল্লাহ তা'আলাকে উপলব্ধি করতে শেখায়, স্রষ্টার প্রেমে সৃষ্টিকে ব্যাকুল করে তোলে এবং রাসূলপ্রেমে তাকে উদ্ভাসিত করে। প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। আলামে আসফাল (علم اسفل -নিম্ন জগত) থেকে আলামে মালাকুত (علم ملكوت) তথা ফেরেস্তা জগত অতিক্রম করে আলামে জাবারুতে(علم جبروت) একক, লা-শারীক খোদার মিলনে ধন্য হয়। সর্বোপরি ইলমুত তাসাউফ একজন মানুষকে প্রভূর কল্যাণ কামনায় সিক্ত করে। প্রখ্যাত সূফী, খোদাভীরু, জগৎবিখ্যাত আলিমে দ্বীন হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) বলেন আল্লাহর জাত বা সত্তাকে উপলব্ধিই হচ্ছে তাসাউফ।[৪] তাসাউফের আলোচ্য বিষয় হলো আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس)।

تزكيةالنفس এর আভিধানিক অর্থ :

আত্মশুদ্ধিকরণের (تزكية النفس) দু'ধরণের সংজ্ঞা রয়েছে।

১. আভিধানিক অর্থ: বর্ধিতকরা, বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, উন্নতি করা, পবিত্র করা, শোধন করা, বিশুদ্ধ করা, সমর্থন করা, সঠিক বলে ঘোষনা করা, প্রত্যয়ন করা, প্রশংসা করা, প্রশংসা পত্র দেওয়া, সুপারিশ করা ও যাকাত আদায় করা ইত্যাদি।[৫]

২. **পারিভাষিক অর্থ :**

تزكية النفس : এটি যৌগিক শব্দ। ২টি শব্দ নিয়ে এটি গঠিত ১ تزكية (পবিত্রতা ২. النفس (আত্মা) উভয়ের পৃথক পৃথক অর্থ ও সমন্বিত অর্থ উপস্থাপন করছি- শাব্দিক দৃষ্টিকোণে তায্কিয়াহ: التطهيرالطهارة পবিত্রতা অর্জন করা । يقال زكى المال والزيادة অতিরিক্ত হওয়া يقال زكيت هذا الثوب বৃদ্ধি পাওয়া; يزكواالذانمى

---

[৩]. ড. তাহের আল কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*; [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০১২] পৃ. ১৭০-১৭১

[৪]. ড: মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *সূফীবাদ, মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং বিশ্ব শান্তি*; [স্টুডেন্ট ওয়েস, ৯ বাংলা বাজার, ঢাকা-২০১৬] পৃঃ ৩৮

[৫]. ড: রাওয়াস কাল আজী ও ড: হামিদ সাদিক, *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আলাম*, [দারুল মাশরিক, বৈরুত, ১৯৯৬ খ্রি:] পৃ. ৪১৩;

والمراد بها ههنا إصلاح النفوس وتطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح وفعل المامورات وترك المحذورات

আর তাযকিয়া দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম অর্জন, নেক আমল এবং নির্দেশিত বিষয়াবলী সম্পাদন ও বর্জণীয় কাজসমুহ না করার মাধ্যমে নাফসকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।[৬] তাযকিয়ার আভিধানিক অর্থ হলো- পবিত্র, বৃদ্ধি পাওয়া।

التزكية تطهير الإنسان ظاهرا وباطنا من دنس الذنوب والمعاصى

অর্থাৎ পাপ, অবাধ্যতা ও পাপের কালিমা থেকে মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করাই হলো তাযকিয়া।[৭]

الزكاة البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشئ

تزكية এর মূল زكوة -যার অর্থ বরকত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র হওয়া, উপযুক্ত হওয়া ও বস্তুর স্বচ্ছতা।[৮]

من تطهر من الشرك بالإيمان قاله إبن عباس رضى الله تعالى عنهما

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضى الله تعالى عنه বলেন تزكية এর অর্থ ইমান আনার মাধ্যমে শিরক থেকে যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করল।[৯]

أى تطهر من الكفر والمعاصى بتذكره وإتعاظه بالذكر أو تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النما

অর্থাৎ কুফর ও গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া তাঁর স্বরণ এবং উপদেশ গ্রহণ এবং আল্লাহ ভীরুতার আধিক্যের মাধ্যমে। الزكاة থেকে নির্গত যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া।[১০]

تنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة অর্থাৎ, প্রভুত প্রশংসনীয় গুনাবলীর দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা।[১১]

মোট কথা হলো ইমান আনার পর শিরক থেকে বাঁচার সাথে সাথে সকল প্রকারের পাপ, অবাধ্যতার কালিমা থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ এবং আল্লাহ ভীতি অর্জনের মাধ্যমে প্রভূত প্রশংসনীয় গুনাগুণ অর্জন করতঃ আত্মার উন্নতি সাধনই হলো তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধি।

---

[৬]. ড: আব্দুল আযীয, *মা'আলিম ফিস সুলুক*, (আল মাকতবাতুশ-শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ, খন্ড-১) পৃ. ৪৬

[৭]. *মাজাল্লাতুল বায়ান*, [আল-মুনতাদাহ আল-ইসলামী, আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ, খন্ড-১৩০], পৃ. ১৬

[৮]. *মুজামুল ওয়াসীত*, [হোসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ, ইউপি, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬] পৃ. ৩৯৬

[৯]. আবুল ফরজ জামাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আলী (রহ:), *জাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসীর*, [দারু গাদিল জাদীদ. মিসর, ১৯৮৭ খ্রি:, ৮ম খন্ড], পৃ. ২৩০

[১০]. আল ইমাম, আশ শেখ ইসমাঈল হক্কি বিন মোস্তফা হানাফী (রহ:), *রুহুল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন*, [দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ২০১৩ খ্রি., ১০ম খন্ড] পৃ. ৪৬১

[১১]. শায়খ মুহাম্মদ হাসান, *তাযকিয়াতুন নাফস*, [www tajkia com.]

نفس এর পরিচয়ঃ

نفس শব্দটি একবচন। বহুবচনে نفوس বা أنفس আসে। অর্থ - আত্মা, রুহ[১২], অন্তর ইত্যাদি।

تزكية النفس হলো — هى تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها وإطلاق خصائصها العليا كما قال الغزالى عليه الرحمة -মানব আত্মার কুপ্রবৃত্তি মিটিয়ে তথায় উন্নত বৈশিষ্টের মাধ্যমে নাফসকে পূণর্তা দেওয়া হচ্ছে تزكية النفس। [১৩] কতিপয়ের মতে-

أما تزكية النفس إصطلاحا فهى تطهيرها وتنميتها من الصفات المذمومة والقبيحة والسعى على تكميلها وتجميلها بالأعمال الصالحة وتعظيم الله تعالى

পরিভাষায়, تزكية النفس হলো মন্দ ও নিকৃষ্ট দোষ থেকে আত্মাকে পবিত্র করা এবং সেটাকে ভালো আমল এবং আল্লাহ তা'আলার তাযীম দিয়ে পরিপূর্ণ করা ও সুন্দর করা।[১৪]

---

[১২]. রুহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কালামে মাজীদে এরশাদ করেন ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
অর্থ: হে মাহবুব! তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। আপনি বলে দিন রুহ হলো আমার প্রভূর আদেশ। (কুরআন ১৭:৮৫)। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন– রুহ এমন এক বস্তু যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান দিয়ে প্রভাবিত করে রেখেছেন। এ বিষয়ে সৃষ্টির কাউকে তিনি অবগত করাননি। (ড. আব্দুল মুনঈম খফনী, *মু'জামু মুসতালাহাত আস-সূফীয়্যাহ*, দারুল মাসিরা, বৈরুত, সালবিহীন, পৃ: ১১৪)।

[১৩]. *تزكية النفس معه احكمها الخ: خواطردعوية* (https *ll* wwwislam web net)

[১৪]. https // mawdoo3.com

২য় পরিচ্ছেদ

আত্মশুদ্ধির (تزكية النفس) অর্থ ব্যাপকতা :

আল্লাহ তা'আলার মহান ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মূখ নি:সৃত বাণী তথা হাদীস শরীফ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয় যে 'আত্মশুদ্ধি বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ। কেননা আত্মশুদ্ধির উপর পৃথিবীর উত্থান-পতন, সভ্যতা, শৃঙ্খলা নির্ভর করে। আর আত্মশুদ্ধি কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে ক্বাদীমের বিভিন্ন জায়গায় تزكية শব্দটির বর্ণনা করেছেন । যেমন: يتلو عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم অর্থ: তিনি তাদেরকে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনাবেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।[১৫] কালামে রাব্বানীর অন্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে:- هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -অর্থ: তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন।[১৬] তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন:- لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ايته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم -অর্থ: আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করে। তিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন।[১৭]

নবী-রাসূল প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী:

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون-

অর্থ: যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যিনি আমার আয়াতসমুহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা

---

[১৫]. কুরআন (২:১৩২)
[১৬]. কুরআন (৬২:০২)
[১৭]. কুরআন (৩:১৩৪)

দেন এবং তোমরা যা জানতেনা তা তিনি শিক্ষা দেন।[১৮] আল্লাহ তা'আলার বাণী: بل الله يزكى من يشاء - অর্থ: বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।[১৯]

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন, ولكن الله يزكى من يشاء - বরং, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।[২০] আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন: من تزكى فإنما يتزكى لنفسه الأية অর্থ: যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে সে একমাত্র নিজের মঙ্গলের জন্য আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে।[২১] তিনি আরো বলেন هل لك إلى : لعله يزكى - হয়ত সে পবিত্রতা অর্জন করবে।[২২] কালামে ইলাহীর অন্য জায়গায় বলা হলো - ان تزكى - অর্থ: তোমার পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন আছে কি?[২৩] অপর এক আয়াতে এরশাদ করেন قد أفلح من تزكى وذكر إسم ربه فصلى - অর্থ: যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে এবং আপন প্রভূর নাম স্বরণ করেছে, অত:পর নামায কায়েম করেছে, নিশ্চয়ই সে নাজাত পেয়েছে।[২৪] তিনি আরো এরশাদ করেন : قد أفلح من زكها - অর্থ: যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করবে সে অবশ্যই সফলকাম হবে।[২৫]

مفردات الفاظ القران এর প্রনেতা আল্লামা রাগেব ইসপাহানী (রহ:) বলেন- সম্পর্ক অনুসারে তাযকীয়া শব্দটিকে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন । নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো–

১- وبزكاة النفس وطهارتها يصير الأنسان بحيث يستحق فى الدنيا الأوصاف المحمودة و فى الأخرة الأجر والمثوبة وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره وذالك يناسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك نحو قدأفلح من زكها (الشمس : ৯) الأية

২- وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلا لذالك فى الحقيقة نحو بل الله يزكى من يشاء (النساء: ৪৯) الأية

৩- وتارة إلى النبى صلى الله عليه وسلم لكونه واسطة فى وصول ذالك إليهم نحو تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة: ১৫১) الأية

৪- وتارة إلى العبادة التى هى ألة فى ذالك نحو وحنانا من لدن وزكواة (مريم: ১৩) الأية

لأهب لك غلاما زكيا(مريم: ১৯) الأية

---

[১৮]. কুরআন (০২:১৫১)
[১৯]. কুরআন (০৪:৪৯)
[২০]. কুরআন (২৪:২১)
[২১]. কুরআন (৩৫:১৮)
[২২]. কুরআন (৮০:৩)
[২৩]. কুরআন (৭৯:১৮)
[২৪]. কুরআন (৮৭:১৪-১৫)
[২৫]. কুরআন (৯১:০৯)

১। অর্থাৎ-আত্মশুদ্ধি ও আত্মার পাক-পবিত্রতার মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষ প্রশংসিত গুণাগুণের অধিকারী হয়। এবং পরকালে পুরস্কার ও পূণ্যের অধিকারী হয়। আর এ কারণে তাকে কখনো বান্দার দিকে অর্জনকারী হিসেবে সম্বোধন করা হয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বানী - قد أفلح من زكىها -অর্থ: যে আত্মশুদ্ধি করল সে সফলতা অর্জন করল।[২৬]

২। আবার কখনো তাকে কর্তা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বোধন করা হয়। তখন এটা হাকীকৃত বা প্রকৃত সম্বোধন। যেমন:- আল্লাহর বানী بل الله يزكى من يشاء অর্থ: আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পাক-পবিত্র করেন।[২৭]

৩। আবার কখনো তাকে নবীর দিকে সম্বোধন করা হয় এই জন্য যে, ঐ অবস্থানে তাদের পৌছানোর মাধ্যম হচ্ছেন নবী। যেমন আল্লাহ তা'আলার বানী-- تطهر هم وتزكيهم بها الأية অর্থ: আপনি তাদেরকে তা দ্বারা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।[২৮] আরো বলেন- يتلو عليكم أيتنا ويزكيكم الأية অর্থ: তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমুহ তিলওয়াত করবেন এবং তোমাদের পরিশুদ্ধ করবেন।[২৯] আবার কখনো তাকে এবাদতের মাধ্যম করে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : و حنانا من لدنا وزكواة - অর্থ: আমার পক্ষ থেকে তাকে করুণা দিয়েছি ও পবিত্র করেছি।[৩০] আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন- لأهب لك غلاما زكيا - আমি আপনাকে পুত পবিত্র সন্তান দেওয়ার জন্য এসেছি।[৩১]

আর تزكيةالنفس হলো ব্যক্তির আত্বিক পরিশুদ্ধতা। এটি ব্যক্তির চিন্তা, কথা ও কর্ম দ্বারা প্রমানিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তির সৎজীবন, সদাচরণ, স্বচ্ছ, নির্মল জীবন-যাপন দ্বারা তার আত্বিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক এ বিমূর্ত ধারণাটি প্রকাশ পেয়ে থাকে।[৩২] আমৃত্যু একজন মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের চরিত্র ও গুণ-এ নিজেকে সজ্জিত করাই মূলত তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য।[৩৩]

نفس অর্থ ব্যাপকতা:-

---

[২৬]. কুরআন (৯১:০৯)
[২৭]. কুরআন (০৪:৪৯)
[২৮]. কুরআন (০৯:১০৩)
[২৯]. কুরআন (০২:১৫১)
[৩০]. কুরআন (১৯:১৩)
[৩১]. কুরআন (১৯:১৯)
[৩২]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই- সেপ্টে: ২০১৭], পৃ. ৬৫
[৩৩]. এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্বশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, নভেম্বর-২০০৩], পৃ. ১৯

অনুরুপ সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশী মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে نفس বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: জীব অর্থে যেমন:- كل نفس ذائقة الموت - অর্থ" প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।[৩৪] প্রাণ অর্থে, যেমন: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس অর্থ: আমি কিতাব তাওরাতে তাদের প্রতি নির্ধারণ করে দিয়েছি যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।[৩৫] আত্মা অর্থে, যেমন: يأيتها نفس المطمئنة অর্থ: প্রশান্ত আত্মা।[৩৬] মানুষ অর্থে, যেমন: واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا অর্থ: তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না।[৩৭] অন্তর অর্থে, যেমন: تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى نفسك (হে আল্লাহ) আমার অন্তরের কথা আপনি জানেন কিন্তু আমি জানিনা আপনার কুদরতের অন্তরে যা আছে।[৩৮] ব্যক্তি অর্থে, যেমন: يعلم ماتكسب كل نفس অর্থ: তিনি (আল্লাহ) জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে।[৩৯] রিপু অর্থে, যেমন: إن النفس لأمارة بالسوء অর্থ: নিশ্চয়ই নাফস খারাপ কাজের প্রতি অধিক আদেশ দান কারী।[৪০]

নফসের পরিচয় দিতে গিয়ে হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم এরশাদ করেন :

عن إبن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك-

হযরত ইবনে আব্বাস رضى الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এরশাদ করেন তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু তোমার দুই পাশের মধ্যখানে অবস্থিত তোমার কুপ্রবৃত্তি বা নাফস।[৪১]

إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى তথা মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মের প্রতি অধিক আদেশ দানকারী হ্যাঁ কিন্ত সে নয় যার প্রতি তার প্রভূ দয়া করেন।[৪২] আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর তাফসীরে আল্লামা তুসতারী তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বলেন-

---

[৩৪]. কুরআন (০৩:১৮৫)
[৩৫]. কুরআন (০৫:৪৫)
[৩৬]. কুরআন (৮৯:২৭)
[৩৭]. কুরআন (০২:৪৮)
[৩৮]. কুরআন (০৫:১১৭)
[৩৯]. কুরআন (১৩:৪২)
[৪০]. কুরআন (১২:৫৩)
[৪১]. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম*, [আদ-দারুল আলমিয়া, মিসর, ২০১৩], খন্ড -১, পৃ:- ১৯৬; *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ বর্ষ, এপ্রিল-জুন, ২০১৭], পৃ. ৩৮
[৪২]. কুরআন (১২:৫৩)

قال إن النفس لأمارة بالسوء هى الشهوة وهى موضع الطبع وأن الله تعالى خلق النفس وجعل طبعها وجعل الهوى أقرب الأشياءإليها وجعل الهوى الباب الذى منه تدخل هلاك الخلق-

নাফস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার শাহওয়াত বা লোভ-লালসা এটা মূলত মানুষের স্বভাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নাফস সৃষ্টি করে তার স্বভাবকে করেছেন মূর্খ। আর কুপ্রভৃত্তিকে তার অধিক নিকটবর্তী সাথী করে দিয়েছেন। এবং কুপ্রবৃত্তিকে করেছেন ফটক। যা দিয়ে সৃষ্টির ধ্বংসাত্মক (বিষয়) প্রবেশ করে।[৪৩]

تزكية النفس এর প্রকার:

تزكية النفس প্রধানত দুই প্রকার। ১. التحلية ২.التخلية

التحلية فهى ملؤها بالأخلاق الفاضلة واحلالها محل الأخلاق الرذيلة بعد أن خليت منها-

তাহলিয়া হলো সুন্দর ও উন্নত আদর্শ দ্বারা ব্যক্তিকে পরিপুর্ণ করা নিকৃষ্ট স্বভাবের স্থানে, ঐ স্থান খালি তথা মুক্ত করার পর। অর্থাৎ অন্তরে শয়তানী চরিত্র বর্জন করে তথায় মানবিক চরিত্র আনয়ন করা, تحلية এর উদাহরণ হলো তাওহীদ, এখলাস, সবর, তাওয়াক্কুল, এনাবাত , তাওবা, শোকর, ভয় ইত্যাদি।

التخلية يقصد بها تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة

আর তাখলীয়া হলো আত্মাকে তার রোগ ব্যাধি ও নিকৃষ্ট চাল-চলন থেকে পবিত্র করা । أخلاق رذيلة হলো- শিরক, কুফর, শত্রুতা, লৌকিকতা, অহংকার, হিংসা, রাগ, কৃপণতা, লোভ ইত্যাদি।[৪৪]

নফসের প্রকার ভেদ (أقسام النفس) :

নফসের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। মানুষ অনুসারে নফসের হরেক রকমের রুপ দেখা যায়। কারো নাফস ভালো কাজে উৎসাহ দেয় আবার কারো নাফস তার বিপরীত অবস্থান নেয়, আবার কারোটা নিরব। নফসের এ সমস্ত অবস্থার বিবেচনায় ইসলামী স্কলারগণ তার প্রকার বর্ণনা করেছেন। تزكية النفس কে সামগ্রিকভাবে যে রকম প্রকারভেদ করা হয়েছে অনুরুপ نفس ও প্রকারভেদ রয়েছে।[৪৫] এর মতো নফসের প্রকারভেদ আছে। যাকে স্তর বিন্যাসও বলা হয়। নাফস একটি বস্তু। তা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়। এ বিষয়ে ইসলামিক স্কলারদের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহ:) বলেন-

---

৪৩. আবু মুহাম্মদ সাহল বিন আব্দিল্লাহ (২০৩-২৮৩ হি:), *তাফসীরে তুসতারী*, [আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ, খন্ড ১], পৃ: ২৩৭

৪৪. تزكية النفس – صيد الفوائد https*ll* www said net:

৪৫. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯

قال الحافظ إبن القيم النفس قدتكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة بل فى اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وأن الحكم للغالب عليها من أحوالها-

ইাফস কখনো আম্মারা, কখনো লাওয়ামা, আবার কখনো মুত্বমাইন্নাহ হয়। বরং একই দিনে একই সময়ে তা হয়। আর এটার হুকুম তার অধিকাংশ অবস্থার উপর হয়ে থাকে।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো نفس নাফস তিন প্রকার / বা نفس র তিন অবস্থা[৪৭]:

১-النفس الأمارة بالسوء وهى المذمومة لأنها تأمر صاحبها بكل سوء الا إن عصمه الله تعالى قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء

২-النفس اللوامة :ومن رحمه الله أن النفس ترتقى إلى حالة تعود فيها إلى فطرتها النقية وهى النفس اللوامة ولذالك أقسم الله بها ولاأقسم بالنفس اللوامة - قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضى الله تعالى عنه ما اللوامة قال هى اللنفس اللؤوم-

৩-النفس المطمئنة وهى أعلى درجات النفس فهى التى إطمأنت بطاعتها لله وسلمت بوعده ورضيت بقضائه وتوكلت عليه وذاقت حلاوة الإيمان قال الله تعالى : ياأيها النفس المطمئنة-

অর্থাৎ নাফস তিন প্রকার

১. নাফসে আম্মারা- এটা মন্দ যা তার মালিককে প্রত্যেক মন্দের আদেশ দেয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে দয়া করেছেন সেই ব্যতিত যেমন আল্লাহ তা'আলার বানী - إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى নিশ্চয়ই নাফস মন্দের সাথে অধিক আদেশ দেয় হ্যাঁ আমার প্রভূ (আল্লাহ তা'আলা) যাকে দয়া করেছেন তিনি ব্যতিত।[৪৮] অর্থাৎ এই নাফস তার অধিকারীকে শুধুমাত্র অন্যায় অবিচার, অশ্লীলতার কাজে ঝুঁকিয়ে দেয়, এবং এ কাজে তাকে উৎসাহ প্রদান করে ফলে বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল খুশি মত চলতে থাকলে বান্দা আল্লাহ ও রাসূল থেকে দূরে সরে যায় এবং মানব জাতির চিরশত্রু শয়তানের প্রিয় ভাজন হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি না পেয়ে আল্লাহ তা'আলার গজবের শিকার হয় যার ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

---

৪৬. ইবনুল ক্বাইয়্যুম জাওজিয়্যাহ, *ইগাসাতুল লাহফান*, [দারু বিন বায, সৌদী আরব, ২০০৫ খ্রি. খন্ড:১], পৃ. ৭৬-৭৭; ড: আব্দুল্লাহ ইবনে আলী, *তাযকিয়াতুর নফস*, [দারু নুরুল মাকতাবাত, সৌদী আরব, ২০০৫], পৃ: ৪৪

৪৭. ড: আব্দুল্লাহ ইবনে আলী, *তাযকিয়াতুর নফস*, পৃ: ৪০

৪৮. কুরআন (১২:৫৩)

২. নাফসে লাওয়ামা- আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তা ঐ অবস্থার দিকে উন্নতি হয় যার দ্বারা বান্দা পবিত্র ফিতরাতের দিকে ফিরে যায়।আর এটাই হলো লাওয়ামা যে কারণে আল্লাহ তা'আলা এ নফসের শপথ করেন- ولاأقسم بالنفس اللوامة- আর আমি আল্লাহ নফসের লাওয়ামার শপথ করছি।[৪৯] বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ, অনুকরণের মাধ্যমে তথা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরনের মাধ্যমে এবং নাফসে আম্মারার বিরোধীতার ফলে তার আত্মার উন্নতি লাভ করে লাওয়ামাতে প্রবেশ করে ফলে বান্দা ফিতরতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বান্দাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার সময় ফিতরতের উপর প্রেরণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক শিশু ফিতরতের উপর জন্ম প্রহণ করে।"[৫০] হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কে জিজ্ঞেস করলাম লাওয়ামা কি? তিনি উত্তর দিলেন সেটি হলো নাফসে লাউম তথা লজ্জাবোধকারী আত্মা।[৫১]

৩.নাফসে মুতমাইন্নাহ : এটি অতি উঁচু স্তরের নাম। যা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে তাঁর অঙ্গীকারের সাথে শান্ত এবং তাঁর ফয়সালায় খুশী ও তাঁরই উপর ভরসা করে। এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করে। আল্লাহ তা'আলার বানী- يأيتها النفس المطمئنة - হে প্রশান্তময় আত্মা।[৫২] শরীয়তের আনুগত্য ও অনুসরণ, মোরাকাবা-মোশাহাদা, রিয়াজতের মাধ্যমে নাফসে লাওয়ামার স্থান অতিক্রম করে পরমাত্মার মিলন অন্বেষণ কারী বান্দা নাফসে মুতমাইন্নাহের অধিকারী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্মান সূচক সম্বোধনের উপযুক্ততা অর্জন করে। তখন বান্দার আত্মা তাকে আল্লাহ ও রাসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং সদা সর্বদা তাকে ভালো, কল্যাণকর পরকালীন আমলে উৎসাহ দেয়।

سر الأسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج إليه الأبرار কিতাবে রয়েছে[৫৩]:

<u>فى بيان مقامات الصوفية السبع وأسماء النفس فى كل مقام</u> :

---

[৪৯]. কুরআন (৭৫:০২)

[৫০]. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব (ইন্তেঃ ৭৪১ হিঃ), *মেশকাতুল মাসাবীহ*, [মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, মিসর,২০১৬, খন্ডঃ ০১] পৃ-৩১

[৫১]. হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর রহ., *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ, খন্ড-৮], পৃ:-৩৬৬৬

[৫২]. কুরআন (৮৯:২৭) / ড: আব্দুল্লাহ ইবনে আলী, *তাযকিয়াতুর নফস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৫৩]. আল ইমাম, আল আরেফ বিল্লাহ শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ:) , *সিররুল আসরার ওয়া মাজহারুল আনওয়ার ফীমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল আবরার*, [মাকতাবাতু উম্মুল কুরা,সৌদী আরব, ২০১৩], পৃ. ৯৩

المقام الأول	المقام الثانى	المقام الثالث	المقام الرابع	المقام الخامس	المقام السادس	المقام السابع
النفس الأمارة	النفس اللوامة	النفس الملهمة	النفس المطمئنة	النفس الراضية	النفس المرضية	النفس الكاملة
سيرها إلى الله	سيرها لله	سيرها على الله	سيرها مع الله	سيرها فى الله	سيرها عن الله	سيرها بالله
عالمها الشهادة	عالمهاالبرزخ	عالمها اللاهلاج	عالمها الحقيقة المحمدية	عالمها اللاهوت	عالمهاالشهادة	عالمها كثرة فى وحدة ووحدة فى كثرة
محلها الصدر	محلها القلب	محلها الروح	محلها السر	محلها السرائر	محلهاالأخفى	محلها الخفاء
حالها الميل	حالها المحبة	حالها العشق	حالها الوصلة	حالها الغناء	حالهاالحبرة	حالها البقاء
واردها الشريعة	واردها الطريقة	واردها المعرفة	واردها الحقيقة	ليس لها وارد	واردها الشريعة	واردها جميع ماذكر
نورها ازرق	نورها اصفر	نورها أحمر	نورها أبيض	نورهاأخضر	نورهاأسود	نورهاليس له لون

৭ (সাত) ভাগে ভাগ করেছেন।[৫৪] سلوک وتصوف کاعملی دستور এর প্রণেতা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী নাফসকে

اللہ تعالی انسانی قالب میں عقل قلب اور روح کی طرح نفس کوبھی ایک مستقل جوہرکے طورپر پیدا فرمایاہے اس کی سات اقسام ہے -

[৫৪]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সূলুক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, [মিনহজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, জুন- ২০০৯ খ্রি.], পৃ. ১১৯

১- نفس امارہ : اس کی نسبت قران مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے إن النفس لأمارة بالسوء(یوسف:৩৫)

<u>نفس امارہ کا جدول</u>

اس کی سیر- الی اللہ ہے

اس کا عالم- شہادت (ناسوت) ہے

اس کا محل- سینہ ہے

اس کا حال- میل (رغبت) ہے

اس کا وارد- ظاہر شریعت ہے

اس کا نور- نیلے رنگ کاہے

আল্লাহ তা'আলা মনুষ্য চাঁসে আকল, ক্বলব, এবং রুহের মত নাফসকে একটি স্বতন্ত্র জাওহার হিসেবে সৃজন করেছেন। আর এ নাফস সাত প্রকার-

১.নাফসে আম্মারা :

এই নাফসে আম্মারার দিকে সম্বোধন করে আল্লাহ এরশাদ করেন- إن النفس لأمارة بالسوء নিশ্চয়ই নাফসে আম্মারা মন্দের প্রতি অধিক আদেশ দানকারী।[৫৫]

<u>নাফসে আম্মারার চর্টি</u>

নাফসে আম্মারার ভ্রমণ আল্লাহ তা'আলার দিকে।

তার জগত- শাহাদাত (নাসূত)

তার স্থান- বক্ষ

তার অবস্থা- ঝুকে পরা

তার অবতরণ- জাহেরী শরীয়ত

[৫৫]. কুরআন (১২:৫৩)

তার নূর- নীল রং এর।[৫৬]

২- **نفس لوامہ** : - دوسرا نفس نوامہ ہے - باری تعالی قران مجید میں اس نفس کی قسم کہائ ولا آقسم بالنفس اللوامہ- (القیامہ)

<u>نفس لوامہ کا جدول</u>

اس کی سیر- لله ہے

اس کا عالم- برزخ ہے

اس کا محل- دل ہے

اس کا حال- محبت ہے

اس کا وارد- باطن شریعت ہے

اور اس کا نور- زرد رنگ کا ہے-

২.নাফসে লাওয়ামা:

দ্বিতীয় নাফস, নাফসে লাওয়ামা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ শপথ করে বলেন- لا أقسم بالنفس اللوامة - "অবশ্যই আমি নাফসে লাওয়ামার শপথ করছি"।

<u>নাফসে লাওয়ামার ম্যাপ</u>

তার ভ্রমণ- লিল্লাহ বা আল্লাহর জন্য

তার জগত- বরজখ

তার স্থান- দিল / অন্তর

তার অবস্থা- মহব্বত (প্রেম)

তার وارد অবতরণ- অভ্যন্তরীণ শরীয়ত

[৫৬]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সূলুক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, পৃ. ১১৯

তার নূর- জর্দা রং

৩- نفس ملہمہ:- یہ تیسرا نفس ہے جب انسان نفس لوامہ کے دائرہ سے نکل آتاہے توملہمہ کے مقام پر فائزہوتاہے-

<u>نفس ملہمہ کا جدول:</u>

اس کی سیر- علی اللہ ہے

اس کا عالم- ارواح ہے

اس کا محل- روح ہے

اس کا حال- عشق ہے

اس کا وارد- سر شریعت ہے

اور اس کا نور- سرخ رنگ کا ہے

৩.নফসে মুলহিমাঃ

এটা তৃতীয় নাফস । যখন মানুষ লাওয়ামার সীমানা পার হয় তখন মুলহিমাতে অবস্থান নেয়।

<u>নফসে মুলহিমার চার্ট</u>

তার ভ্রমণ- আলাল্লাহ (علی اللہ)

তার জগত- রুহ মসূহ

তার স্থান- রুহ

তার অবস্থা- ইশক

তার অবতরণ- শরীয়তের রহস্য

তার নূর- লাল রং[৫৭]

[৫৭]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সূলুক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, পৃ. ১৩২

8- **نفس مطمئنہ** یہ چوتہا نفس ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہے قران مجید میں باری تعالی اس نفس سے یوخطاب فرمایا ہے-

نفس مطمئنہ کا جدوال:

نفس مطمئنہ کی سیر ------ مع اللہ ہے

اس کا عالم ------- ملک ہے

اس کا محل ----- سر ہے

اس کا حال ----- وصل ہے

اکا وارد ----- طریقت ہے

اور اس کا نور ------ سفید رنگ کا ہے

৪.নাফসে মুত্বমাইন্নাহ :

ইহা চতুর্থ স্তরের নাফস । যা খারাপ অভ্যাস থেকে একেবারেই পাক পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা এ প্রকার আত্মাকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- يأيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك অর্থৎ হে প্রশান্ত আত্মা তোমার প্রভূর দিকে প্রত্যাবর্তন কর।[৫৮]

নাফসে মুত্বমাইন্নার চাঁট

তার ভ্রমণ- মা'আল্লাহ

তার জগত- মুলক

তার স্থান- সির

তার অবস্থা- ওয়াসিল বা (মিলা)

তার অবতরণ- তরীক্বত

তার নূর- সাদা রং

৫- **نفس راضیہ** : یہ پانچواں نفس ہے اسی کاذر نفس مطمئنہ کے ساتہ ان الفاظ میں کیا گیاہے

إرجعى إلى ربك راضية (الفجر- ২৮)

[৫৮]. কুরআন (৮৯:২৭-২৮)

فاجعله رب رضيا(مريم- ٦)

نفس راضیہ کا جدوال :-

اسکی سیر- فی اللہ ہے

اسکا علم - ملکوت ہے

اسکا محل - سراسر ہے

اسکا حال - فنا ہے

اسکا وارد- معرفت ہے

اور اسکا نور----- سبز رنگ کا **৫.নাফসে রাদ্বীয়্যাহ:** এটি পঞ্চম স্তরের নাফস তার আলোচনা নাফসে মুত্বমাইন্নাহর সাথে এ ভাবে হয়েছে। إرجعى إلى ربك راضية -"তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার প্রভূর দিকে ফিরে এসো"।[৫৯] فاجعله رب رضيا -"হে আমার প্রতিপালক আপনি তাকে খুশী করেদিন"।[৬০]

নাফসে রাদ্বীয়্যাহর চার্ট

তার ভ্রমন ----- ফিল্লাহ

তার জগত ---- মালাকুত

তার স্থান ---- সরাসর

তার অবস্থা --- ফানা

তার অবতরণ (وارد) --- মারেফত

এবং তার নূর ---- সবুজ রং

٦٦- نفس مرضیہ : یہ چھٹا نفس ہے اور یہی نفس کا سب سے کامل درجہ ہے-٦-

قران مجید میں ہے

[৫৯]. কুরআন (৮৯:২৮)
[৬০]. কুরআন (১৯:০৬)

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة (الفتح: ১৮)

نفس مرضیہ کا جدول :-

اسکی سیر---------- عن اللہ ہے

اسکا عالم ------- جبروت ہے

اسکا محل ------ خفی ہے

اسکا حال ------ حیرت ہے

اسکا وارد ----- حقیقت ہے

اوراسکانور ------ سیاہ رنگ کا ہے

৬.নাফসে মারদ্বীয়্যাহ :

এটি ৬ষ্ঠ স্তরের নাফস। যা নফসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কালামে এসেছে- لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة -অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত মুমিন বান্দাদের প্রতি খুশী হয়েছেন যখন হে মাহবুব তারা আপনার দস্ত মোবারকে বায়াত গ্রহন করেছে।[৬১]

নাফসে মারদ্বীয়্যাহর ম্যাপঃ

তার ভ্রমন ---আনিল্লাহ

তার জগত ---- জাবারুত

তার স্থান --- খফী

[৬১]. কুরআন (৪৮:১৮)

তার অবস্থা --- হায়রত

তার অবতরণ--- হাক্কীকত

তার নূর ----- কালো রং[৬২]

৭- نفس کاملۂ (صافیہ): یہ ساتواں نفس ہے اور یہی کا ملیت کا اخری مقام ہے اللہ تعالی کی اشارہ اس ایۂ کریمۂ میں اسی طرف ہے:

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی (الفجر: ٣٠ - ٢٩)

نفس کاملۂ (صافیہ) کا جدول

اس کی سیر --- باللہ ہے

اس کا عالم ---- لاہوت ہے

اس کا محل ---- اخفی ہے

اس کا حال ---- بقا ہے

اس کا وارد ---- محمد یت ہے

اور اس کا رنور ------ بے رنگ ہے

৭.নাফ্সে কামেলাহ (ছাফীয়্যাহ) :

সপ্তম স্তরের নাফস এটি সর্বোচ্চ কামালিয়্যাতের সর্বশেষ স্থান আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে ঐ দিকে ইঙ্গিত করেণ- فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی -তুমি আমার কামেল বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রবেশ কর।[৬৩]

নাফ্সে কামেলাহর (ছাফীয়্যাহ) চর্টি

তার ভ্রমণ -----বিল্লাহ

---

[৬২]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সুলূক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, পৃ. ১৪৬

[৬৩]. কুরআন (৮৯:২৯-৩০)

তার জগত -----লাহুত

তার স্থান ----- আখফা

তার অবস্থা ---- বক্কা(স্থায়ীত্ব)

তার অবতরণ -----মুহাম্মদীয়্যাত

তার নূর ---- রংহীন।[৬৪]

আত্মশুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি

সকল প্রকার পাপাচার অন্যায়-অবিচার, নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কর্ম কাণ্ড থেকে নিজকে বিরত রেখে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আদেশ মত চলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন হয়। আত্মশুদ্ধি অর্জনের অনেক পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর বিশ্লেষণ এবং আলিমগণের রচনা থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের অনেক পদ্ধতি জানা যায় যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

নবী কারীম صلى الله عليه و سلم এর অনুসরণ:

"আল্লাহর রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা নাও, যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।"[৬৫] "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমি নবীর অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন, আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু।"[৬৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ-অনুকরণ উম্মতের জন্য ফরজ। রাসূলের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। "আর যে আল্লাহর রাসূলকে অনুরণ করল মূলত সে আল্লাহকে অনুসরণ করল।"[৬৭] "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অনুসরণ করল সে পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা-নবী , সিদ্দীক্ব, শোহাদা এবং নেক বান্দাদের সাথী হবে।"[৬৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-"আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে অস্বীকার করল সে ব্যতীত।

---

[৬৪]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সুলূক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, পৃ. ১৫৬

[৬৫]. কুরআন (৫৯ঃ৭)

[৬৬]. কুরআন (৩ঃ৩১)

[৬৭]. কুরআন (৪ঃ৮০)

[৬৮]. কুরআন (৪ঃ৬৯)

প্রশ্ন করা হলো, 'কে অস্বীকার করল?' আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অনুসরণ করলনা সে অস্বীকার করল।"[৬৯]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণই আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম পন্থা, এ প্রসঙ্গে নবী কারীম صلى الله عليه و سلم এরশাদ করেন- عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به- رضى الله تعالى হযরত আনাস- عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه و سلم এরশাদ করেন তোমাদের প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।[৭০] আত্মশুদ্ধি অর্জনের আরো উল্লেখ যোগ্য কিছু পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো-

তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি যেমন :

ঈমান আনার পর একজন মুসলিম হিসেবে দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপদে বসবাস, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, নিরাপত্তার জন্য খোদাভীরুতার, বিকল্প নেই। এর দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন হয়। যে বান্দাহ আল্লাহকে যত বেশী ভয় করে চলে আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে তাঁর নৈকট্য ও সম্মান, মর্যাদা তত বেশী। আল্লাহ তা'আলা বলেন- নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।[৭১] তাকওয়ার স্তর তিনটি- নবী দের তাক্বওয়া, অলীদের তাক্বওয়া এবং সাধারণ ঈমানদারের তাক্বওয়া।[৭২]
আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

يا أيها الذين امنوا إتقوا الله حق تقته لاتموتن الا وانتم مسلمون الاٰية

হে মুমিনগন তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।[৭৩]

তাওবা ও ইস্তিগফার করাঃ

আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম উপায় পাপাচার থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। যে বান্দাহ যত বেশী তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে সে তত বেশী আত্মশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। তাওবার মূল অর্থ হলো যে পাপ একবার হয়েছে তা দ্বিতীয় বার না হওয়া। নবী রা মাসূম হওয়া সত্ত্বেও বেশী বেশী

---

[৬৯]. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব (ইন্তেঃ ৭৪১ হিঃ), *মেশকাতুল মাসাবীহ*; [মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, মিসর-২০১৬, খন্ডঃ ০১] পৃ-৪৫

[৭০]. আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাস'উদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাররা' আল-বাগাভী (৪৩৩-৫১৬ হি.), *শরহুস সুন্নাহ*, [মাকতাবায়ে শামেলা, ৩য় সংস্করণ, খন্ড -১], পৃ: ৪১

[৭১]. কুরআন (৪৯-১৩)

[৭২]. ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুল সূয়ূতী (রহ.) ও জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.), *তাফসিরুল জালালাইন*; [মাকতাবাতুল ফাতাহ, বাংলা বাজার, ঢাকা-২০১৪], পৃঃ-৪

[৭৩]. কুরআন (৩:১০২)

ইস্তিগফার করতেন। রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- দৈনিক সত্তর থেকে একশতবার বা তার চেয়ে বেশী ইস্তিগফার করতেন শুধু উম্মতের শিক্ষার জন্য। তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায় -যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الأية - অর্থ: হে মুমিনগন! তোমার সকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা কর যাতে তোমর সফল হও।[৭৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون -অর্থ: "কেন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হতে পারো"।[৭৫]

আত্মাকে অভ্যন্তরীণ অসৎ দোষগুলো থেকে পবিত্র করা:

মানবাত্মার উন্নতি, উৎকর্ষতা, পবিত্রতা অর্জন ও পরমাত্মার সাথে মিলনের সুব্যবস্থা রিয়া বা লৌকিকতা, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি কুরিপু থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা। রিয়া বা লৌকিকতার অপর নাম শিরকে খফী। বান্দার সকল ইবাদত, বন্দেগী, দান-সদকা যদি লৌকিকতা মুক্ত না হয় তাহলে তার ফল শুন্যের কোঠায়। আত্মম্ভরিতা হলো বান্দাহ তার ইবাদতের উপর খুশী থাকা বা এ রূপ ধারণা করা যে, আমি যথেষ্ঠ ইবাদত-বন্দেগী করেছি, যথেষ্ঠ ইলম অর্জন করেছি করেছি। এমন ধারণা বান্দাহর উন্নতির পথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। মানুষের সকল সৎকর্ম নষ্ট করার জন্য এবং একজন মানুষের মনুষ্যত্ব বিনাশ করে তাকে পশুতে পরিণত করার জন্য হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, অহংকার কৃপণতার ব্যধিই যথেষ্ট। এসকল পশু সুলভ আচরণ মানুষের সকল সৎকর্ম যশ-খ্যাতি সমূলে বিনষ্ট করে। তাই ইসলামী শরীয়ত মানবাত্মার উন্নতি সাধনে এ সকল কুরিপুকে বর্জন করাকে আবশ্যক করেছে এবং এগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

আত্মাকে সৎ গুনাবলীতে অভ্যস্ত করা:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহ সৃষ্টি করেছেন শিরক মুক্ত ইবাদত করবে এবং তাঁর উলূহিয়্যাত, রাবুবিয়্যাতের পরিচয় লাভ করবে। প্রভূর ইবাদত নিস্কলুষ ও ভেজালমুক্ত রাখার জন্য একজন বান্দাহর যা প্রযোজ্য তা হলো-ইখলাস আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা, ইবানত, শোকর বা তার অনুগ্রহ গ্রহণ পূর্বক আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তথা প্রত্যেক অবস্থায় প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। আপন প্রভূর প্রতি সদা বিনয়ী নম্রতার গুণে আত্মাকে গুণান্বিত করা।

ফরজ ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া:

---

[৭৪]. কুরআন (২৪:৩১)
[৭৫]. কুরআন (২৭:৪৬)

একজন মানুষ ঈমান গ্রহণের পর তার উপর যা আবশ্যকীয় পালনীয়-করণীয় হিসেবে উপস্থিত হয় তা হলো ফরজ বিষয়াবলী যত্ন সহকারে পালন করা, যেমন- ফরজ নামায, ফরজ রোজা, ফরজ হজ্জ যদি সামর্থ থাকে এবং যাকাত দেয়া যদি ফরজ হয় তথা নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক হয়। আর একজন বান্দা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য শরীয়তের ফরজ হুকুম-আহকামের প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। এটিই আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম পন্থা। বান্দাহ ফরজ হুকুম আহকামের প্রতি যত্নশীল হবে। وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما إفترضته عليه (الحديث) -অর্থাৎ বান্দার উপর আমি যা ফরজ করেছি তার তুলনায় অন্য কোনো (নফল) ইবাদতের মাধ্যমে সে আমার বেশি নৈকট্য অর্জন করতে পারেনা।[৭৬]

অধিক নফল ইবাদাত করা:

অধিক নফল ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন হয় ফলে বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। যেমন নবী কারীম صلى الله عليه و سلم এরশাদ করেন যে আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন- ومازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته- অর্থাৎ বান্দাহ বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি।[৭৭]

মৃত্যু ও পরকালীন জীবনকে অধিক স্মরণ করা:

স্বীয় নফ্সকে মৃত্যু ও পরকালীন জীবনে কথা স্মরণ করো অধিক উপদেশ দেওয়া -যেমন ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালী عليه الرحمة বলেন-সাবধান! হে নফ্স। পার্থিব জীবন যেনো তোমাকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কিছুতেই প্রবঞ্চিত না করে তুমি তোমার নফ্সের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো।[৭৮]

পার্থিব মোহ বর্জন:

পার্থিব মোহ বর্জনের দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধ হয়। পরিশুদ্ধ আত্মাকে আল্লাহ তা'আলা সফলতা দান করেন।[৭৯] আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-قد أفلح من تزكى- "নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সফলকাম হয়ে গেছে যে

---

[৭৬]. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি:), *আল-জামে' আস-সহীহ*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১, كتاب الرقاق , বাব-৩৮], হাদীস নং- ৬৫০৬

[৭৭]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৫০৬

[৭৮]. মাও: আশরাফ ও আব্দুল মালেক, *তাসাউফ তত্ব ও বিশ্লেষণ*, [মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলা বাজার, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২৮] পৃ. ২৬

[৭৯]. ড. মো: শাহজাহান কবীর, *সাবির সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ* [মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা,২০১৬], পৃ. ৩০৩

আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে।"[৮০] নবী কারীম صلى الله عليه و سلم এরশাদ করেন পৃথিবীর মোহ তুমি তোমার অন্তর থেকে বের করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতের সম্পদের লোভ দূর করো, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।[৮১]

নবী করিম صلى الله عليه و سلم এর প্রতি দরুদ ও সালাম :

নবী করিম صلى الله عليه و سلم এর প্রতি সালাত ও সালামের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন হয়। কেননা, তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- إن الله وملائكته يصلون على النبى يأأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما -অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগনও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগন! তোমরাও তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাত ও সালাম জানাও।[৮২]

আত্মশুদ্ধি অর্জন ও পরমাত্মার সাথে মিলনের অন্যতম উপায় হলো হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অগনিত দরুদে পাকের হাদিয়া পেশ করা। যা মহান প্রভুর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত ফেরেস্তাদের নিয়ে স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর দরুদ পড়েন। কোন মুমিন মুসলমান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একবার দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ, দশটি গুণাহ মার্জনা ও দশটি মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বর্ণিত হয়েছে।[৮৩] এবং ঐ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের অধিক নিকটভাজন হওয়ার কথাও হাদীস শরীফে দৃশ্যমান।[৮৪] অন্যদিকে আল্লাহর হাবীবের উপর দরুদ না পড়লে কোন বান্দাহর ইবাদত বন্দেগী দোয়া মোনাজাত কবুল না হয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যাবে এবং ঐ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে বলে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।[৮৫] এক কথায় দরুদ ও সালাম পাঠ আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচ্য।

আল্লাহ ওয়ালাদের (সুহবত) সাহচর্য :

---

[৮০]. কুরআন (৮৭:১৪)

[৮১]. ড. মো: শাহজাহান কবীর, *সাবির সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ*, পৃ. ৩০৩

[৮২]. কুরআন (৩৩:৫৬)

[৮৩]. আল-ইমাম আল-হাফিয মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাখাভী (৮৩৯-৯০২ হি.), *আল-ক্বওলুল বদী'*, [দারুল য়ুসর, মদীনা মোনাওয়ারাহ, সৌদি আরব,২০০২], পৃ. ২৮৬

[৮৪]. আল -ইমাম আল-হাফিয মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাখাভী (৮৩৯-৯০২ হি.), *আল-ক্বওলুল বদী'*, পৃ. ২৯০

[৮৫]. আল-ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর আল-হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪ হি.) , *আদ-দুর্‌রুল মানদ্বুদ*, [দারুল মিনহাজ, লেবানন, ২০০৫], *পৃ. ২৩৪*

আত্মশুদ্ধি শুধুই কিতাবি জ্ঞান দ্বারা অর্জন করা যায় না। শুধুই কুরআন কিতাব পড়ে আত্মশুদ্ধির পথ খুজে পাওয়া যায় না। আত্মশুদ্ধির পথ দেখানোর জন্য একজন হক্কানী মুরশিদের হাতে বা'য়াত গ্রহন ও মুরশিদের দেওয়া নির্দেশিত পথে কঠোর সাধনা পূর্বশর্ত। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم -অর্থ: অর্থাৎ হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো আর আনুগত্য করো উলিল আমরদের (যারা নির্দেশনা প্রদানের অধিকার রাখে)।[৮৬] কবি আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশক মুরশিদকে গুরু আখ্যা দিয়ে রচনা করেছেন তাঁর সংগীত:

গুরু আমার পথ দিশারী

ভব নবীর সে কান্ডারী

গুরুর দেওয়া তত্ত্বমন্ত্র

আত্মজয়ী বর্ম।[৮৭]

ইমাম গাযালী (রহঃ) তরীকতের ফলাফল নিজে লাভ করেন এবং স্বাদ গ্রহন করত: বলেন-

الدخول فى التصوف فرض عين إذ لايخلو أحد من عيب أو مرض إلا الانبياء عليهم والسلام

অর্থাত- (সুফিয়ায়ে কিরামের সোহবত লাভ করে) তাসাউফ অর্জন করা ফরজে আইন। কেননা আত্মিক রোগ ও দোষ ত্রুটি থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام ব্যতীত কেউ মুক্ত নয়।[৮৮] ইমাম জালাল উদ্দীন রুমী (রহ:) বলেন-

مولانا ہرگز نشد مولا ئے روم - تاغلام شمس تبریزی نشد

অর্থাৎ মাওলানা রুমী কখনো রুমের মাওলা হতে পারতেন না। যদি না তিনি পীর শামসুদ্দীন তিবরিযীর হাতে বায়াত গ্রহণ না করতেন।[৮৯]

যিকির ও ফিকির করা:

---

[৮৬]. কুরআন (৪:৫৯)

[৮৭]. ড. মো: শাহজাহান কবীর, *সাবির সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ*, পৃ. ৩০৫

[৮৮]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [অক্টোবর-ডিসেম্বও, ২০১৪], পৃ. ১৮৪

[৮৯]. *মসনবী জালাল উদ্দীন রুমী (রহ:) আধ্যাত্বিকতা ও ইসলাম*, [গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ- ২০০১], পৃ:৮৯

তথা আল্লাহর স্মরণ ও তার সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করা যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন: فاذكرونى أذكركم -অর্থ: "তোমরা আমাকে স্বরণ কর তাহলে আমি ও তোমাদের স্বরণ করবো।"[৯০] আল্লাহ আয়ালা আরও বলেন- إن فى خلق السموات والأرض وإختلاف فى الليل والنهار لأيات لأولى الألباب - অর্থ: "নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে মধ্যে জ্ঞানিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৯১]

যিকির অর্থ স্বরণ। আত্মশুদ্ধি অর্জনে আল্লাহর যিকির অন্যতম। যিকিরের মাধ্যমে একজন খোদান্বেষী বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হয়। বান্দাহ যখন আল্লাহ কে স্বরণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তাদের উপস্থিতিতে তার স্বরণ করে। আল্লাহ তা'আলার যিকির করার মাধ্যমে অন্তরের কালিমা দূরীভূত হয়ে অন্তর পরিশুদ্ধ হয় ও আল্লাহর নূরে ক্বলব আলোকিত হয়। ফলে বান্দাহর ক্বলব আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের নূর বর্ষনের উপযুক্ততা লাভ করে ফলে বান্দাহ আত্মশুদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

ফিকির হলো আল্লাহর তা'আলার বৈচিত্র্যময়, সুন্দর ও আকর্ষণীয় এই জগত, জগতের সমুদয় সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা যা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ জগতের প্রতিটি বস্তু তথা আল্লাহর সৃষ্টি তারই একত্ববাদ ও তাঁর প্রভুত্বের নির্দেশনা দেয়। এ সৃষ্টি জগতকে নিয়ে গবেষণা, চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে বান্দাহ খুবই তাড়াতাড়ি আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করতে সক্ষম। যেমন- মানব সৃষ্টির আদ্যোপান্ত, পৃথিবীর ব্যাপকতা, চন্দ্র, সূর্য নির্ধারিত সময়ে উদিত ও অস্তমিত হওয়া, রাত-দিন যথা সময়ে অন্ধকার এবং আলো দান ইত্যাদি। অতএব আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগত কে নিয়ে যিকির করা আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম সহায়ক।

মুহাসাবাতুন নাফস:

তথা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

মাইজভান্ডারী ত্বরিকা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধির দিক নির্দেশনা:

মাইজভান্ডারী ত্বরিকার লক্ষ্য হলো একজন মানুষের শরীর, মন, চিন্তাধারা, আত্মা তথা প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধাচার অনুশীলন করা হয়। মাইজভান্ডারী ত্বরিকার প্রধান উদ্দেশ্যসমুহ লাভ করার জন্য কতেক পূর্বশর্ত অবশ্যই পালনীয়-

---

[৯০]. কুরআন (০২:১৫২)
[৯১]. কুরআন (০৩:১৯০)

১. আল্লাহর একত্বে পূর্ণবিশ্বাসী হওয়া এবং আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

২. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

৩. পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

৪. আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া।

৫. আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা এবং আউলিয়ায়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতির অনুসরণ করা।

৬. অন্ধ বিশ্বাস,কুসংস্কার ও গোঁড়ামী পরিহার করা ।

৭. চরিত্রবান হওয়া।[৯২]

[৯২]. শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফল হক, *আল কুরআন ও মাইজভান্ডারী ত্বরীকার আলোকে আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশনা*, [গ্রন্থকারের পুত্র ও কন্যাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ৫ এপ্রিল, ২০০৪], পৃ:৫৫

৩য় পরিচ্ছেদ

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

সায়্যিদুনা হযরত ইব্রহীম عليه السلام আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন-

ربنا وابعث فيهم رسولا يتلوا ايتك ويعلمهم اللكتاب والحكمة ويزكيهم-

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন তিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমুহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।[৯৩] মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ করেন- هوالذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة- অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলওয়াত করবেন, তাদের পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন।[৯৪] উল্লেখ্য যে, দু'আকারী হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাযকিয়াকে চতুর্থ স্থান রেখেছেন, আর দো'আ কবুলকারী যখন আল্লাহ তায্কিয়াকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন।[৯৫]

অতএব বুঝা গেল যে, মানব জীবনে তায্কিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মহান আল্লাহ কর্তৃক শরীয়তের বিধি-বিধানের অবতরণ নবী রাসূলদের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো তায্কিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধি। এ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ সকল পাপাচার অন্যায় অবিচার থেকে নিজেকে পবিত্র করে ইনসানে কামেল রুপে মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং তাতেই আল্লাহ তা'আলার মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون অর্থ: "আমি মানব জাতি ও জ্বিন জাতিকে আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[৯৬]

তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে এগারটি শপথ করেছেন।[৯৭] إن النفس من أشد أعداء الناس الإنسان الداخلين- "নিশ্চয়ই নাফস হচ্ছে মানুষের

---

[৯৩]. কুরআন (০২:১৩২)
[৯৪]. কুরআন (৬২:০২)
[৯৫]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [এপ্রিল-জুন, ২০১৭], পৃ:-৪২
[৯৬]. কুরআন (৫১:৫৬)
[৯৭]. সৈয়দ মুহাম্মদ বিন জদু, *তাযকিয়ায়ে নাফস*, [https://mawdo33.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/]

অভ্যন্তরীন কঠিনতম শত্রু কেননা এটা মানবকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে আহবান করে" ।[৯৮] এজন্য রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه و سلم হাসিন বিন উবাইদ কে নাফ্সের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয়ের দোয়া শিখিয়ে দেন এই বলে- اللهم الهمنى رشدى وقنى شر نفسى -হে আল্লাহ আমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিন এবং আমাকে নাফ্সের ক্ষতি থেকে বাঁচান।[৯৯]

তায্কিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:- الا إن فى جسد بنى أدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب -জেনে রাখো! মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরো গোশত রয়েছে। যদি তা সুস্থ থাকে তবে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে, আর যদি সেটি কলুষিত হয় তবে সমস্ত শরীর কলুষিত হয় সাবধান! এটি হচ্ছে ক্বলব।[১০০] মানব জাতিকে তায্কিয়ায়ে নাফ্সের মাধ্যমে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা এ সফলতার নির্দেশনা দিয়ে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন- قد أفلح من تزكى অর্থ: যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে সেই সফল হয়েছে।[১০১]

প্রত্যেক মুমিনের জন্য ঈমান ও আক্বীদা সঠিক রেখে জাহেরী আমল যথার্থভাবে সম্পন্ন করে বাতেনী আমল সংশোধন করা ফরজ।[১০২] হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লা মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ:) বলেন- "সে সব লোক আমাদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের) দলভূক্ত নয় যারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং নবী صلى الله عليه و سلم এর হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য অর্জন করেনি। তারা আমাদের দলভূক্তনয় যারা এমন আলিমদের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়েছে যারা সূফী তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যাদের রয়েছে কুরআন, হাদীসের গভীর জ্ঞান। তারা আমাদের দলভুক্ত নয় , যারা এমন আলিমদের থেকে দূরে সরে গিয়েছে যারা সূফীবাদের ও জ্ঞান রাখে পর্যাপ্ত" ।[১০৩]

---

[৯৮]. প্রাগুক্ত

[৯৯]. প্রাগুক্ত

[১০০]. ইমাম বুখারী, *আল জামে আস-সহীহ*, [كتاب الإيمان , বাব- ৩৯, হাদীস নং- ৫২]

[১০১]. কুরআন (৮৭:১৪)

[১০২]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [জুলাই-সেপ্টে: ২০১৭], পৃ.৬৯

[১০৩]. ড. তাহের আল কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*, পৃ. ১৫;

একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ:) ছাত্ররা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেন "আপনি হযরত বিশর হাফী (রহ:) এর দরবারে কেন যাওয়া আসা করেন"? তিনি তো কোন উল্লেযোগ্য আলেম ও নন, মুহাদ্দিস , মুফাসসির ও নন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র:) বলেন-

میں کتاب اللہ سے واقف ہوں - مگر بشر اللہ سے واقف ہے

আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আবগত।

আর হযরত বিশর হাফী (রহ:) স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে অবগত।[১০৪]

হযরত আবু হুরায়রা رضی اللہ تعالی عنہ থেকে বর্ণিত হাদীস নবী কারীম صلی اللہ علیہ و سلم এরশাদ করেন-

عن أبی هريرة رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطئة نكتت فی قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع وإستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتی تعلوقلبه وهو الرأن الذی ذكر الله كلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ و سلم এরশাদ করেন বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগের সৃষ্টি হয় , আবার যখন খাঁটি মনে তাওবা, ইস্তিগফার করে, তা মুছে যায়। যখন সে পুনরায় পাপ করে তখন সে কালো দাগটি বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, এক সময় তা বিস্তৃত হয়ে পুরো অন্তর ছেয়ে যায়। কুরআনের আয়তে এটাকে 'আররান' (الرأن) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১০৫] কবি বলেন-

قدم انسان كاراہ دہرمیں ٹہراہی جاتاہے

كوئ بچ كے چلے كتنايہ ٹہوكر كہا ہی جاتاہے-

পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে মানুষের পা বার বার পিছলে যায়। যতই সতর্ক চলুক না কেন সে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়।[১০৬] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া বলেন-

---

[১০৪]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪],পৃ. ১৮৩

[১০৫]. আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিজি (২০৯-২৭৯ হিজরী), *আস-সুনান লিত-তিরমিজি*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১, খন্ড:-২], পৃ. ১৭১; ড. তাহের আল কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*, পৃ:২১৫

[১০৬]. ড. তাহের আল কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*, পৃ:২১৪

إتفق السالكون إلى الله تعالى أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب ولايوصل إليه الا بعد تركها ومخالفتها والطفربها-

অর্থাৎ: সালেকগণ একথার উপর একমত পোষণ করেছেন যে, নফ্স হচ্ছে বান্দার ক্বলব এবং আল্লাহর নিকট পৌছার মাঝে প্রতিবন্ধক, নাফ্সের যাবতীয় অভিলাষের বিরোধিতা ও ধ্বংস না করা পর্যন্ত আল্লাহর নিকট পৌছা যায় না।[১০৭]

অতএব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রঙ-এ নিজেকে রাঙিয়ে নেয়াই মূলত তায্কিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধি[১০৮]। তাই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল صلى الله عليه و سلم এর সন্তুষ্টি অর্জন ও ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে যত্নশীল ও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

[১০৭]. ইবনুল ক্বায়্যিম জাওযিয়্যাহ, *ইগাছাতুল লাহফান*, খন্ড:১, পৃ. ৭৫; ড: আব্দুল্লাহ বিন আলী, *তাযকিয়াতুন নাফস*, পৃ. ১২; *ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [এপ্রিল-জুন, ২০১৭], পৃ. ৫০

[১০৮]. এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাল নভেম্বর-২০০৩ খ্রি.], পৃ. ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহসূফী মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহঃ) এর জীবন ও কর্মঃ শিক্ষা, শিক্ষকগণ ও কারামত

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহঃ) এর জীবন ও কর্মঃ

আগমন পূর্বাবস্থাঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ব, মহত্ত্ব, মাহাত্ম, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রথম হযরত আদম (عليه السلام) থেকে শুরু করে কালে কালে বহু নবী -রাসূলের এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন ঘটে। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে তাঁর মত ও পথে তথা হেদায়েতের উপর অবিচল রেখে পথভ্রষ্ট খোদাদ্রোহী, নবীদ্রোহী, শয়তানের প্ররোচনায় আত্মভোলা মানুষদের সঠিক পথের দিশা দেখানোর লক্ষ্যে অসীম দয়ার আধার, অতিশয় ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ হযরত আহমাদ মুজতবা, কে প্রেরণের মাধ্যমে নবুয়্যাত ও রিসালতের সমাপ্তি ঘটান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت الارض مسجدا وطهوراوأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون-

আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, "আমাকে ৬টি বিষয়ে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে-

(১) আমাকে জাওয়ামিউল কালীম[১০৯] দেওয়া হয়েছে। (২) আমাকে রো'ব[১১০] দ্বারা সাহায্য করা হয়ছে। (৩) আমার জন্য গনীমতকে[১১১] হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার জন্য জমিনকে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং পাক পবিত্র করা হয়েছে। (৫) এবং আমাকে সকল সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (৬) আর আমার মাধ্যমে নবুয়্যতের সমাপনী টানা হয়েছে"।[১১২] যেহেতু আমাদের নবীর পর কোন নবী বা রাসূল নাই এবং আসবেন না। তাই নবূয়াতের যুগের সমাপ্তি লগ্নে নানা আবর্তন বিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামই সর্ব গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ, শান্তিপ্রদ, সুশৃংঙ্খলিত জীবন বিধান। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলার ভাষ্য হলো- إن الدين عند الله الإسلام অর্থ: নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।[১১৩]

মানুষ যখন পার্থিব মতানৈক্যে জর্জরিত হয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি অতিশয় করুণা বর্ষণকারী হয়ে "মহিউদ্দীন" তথা ধর্মকে পুনর্জীবন দানকারী লক্বব ধারী হযরত

---

[১০৯]. বাক্য সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার ভাব ও ব্যাখ্যা অধিক।

[১১০]. শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

[১১১]. ধর্মযুদ্ধে বিজয়ের পর শত্রুদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।

[১১২]. আল্লামা ছদর উদ্দীন আলী বিন আলী, (৭৩১- ৭৯২হি:), *শরহে আক্বীদাতুত তাহাভীয়া*, [দারু উলিন নাহার, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৯৩৩], পৃ. ৬৬

[১১৩]. কুরআন (০৩:১৯)

পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সুলতান সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ:) আল- হাসানী ওয়াল হোসাইনী কে যুগোপযোগী ধর্ম সংস্কারকরুপে বেলায়তে ওজমার অধিপতি করে প্রথম গাউসুল আজম[১১৪] ও কুতুবুল আকতাব রুপে প্রেরণ করেন। নবুয়্যতের যুগের সমাপ্তির প্রায় পাঁচ শত বছর পর এটিই ছিল ধর্ম মত-বিরোধের যুগের প্রথম বৃত্ত। সেই সময়েই সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ:) আজমেরীকে কুতুবুল আক্বতাব বিল আছালত এবং তারই মধ্যস্থতায় গাউছিয়াতের ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে বিল বেরাছত গাউছিয়তের অধিকারী ও আজমিয়তের শানে বিকশিত হতে দেখা যায়।

এর পর প্রায় ছয়শত বছরের ব্যবধানে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসানে আবার মুসলিম জাহান সনাতন ইসলামিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান, খোদায়ী প্রেরণা শক্তি, সময়োপযোগী মৃত সঞ্জীবক, যুগ সংস্কারক, শক্তিশালী হাদীয়ে কামেল বা পূর্ণ পথ প্রদর্শক রুপী সূর্যের আধ্যাত্বিক নূরের অভাবে পতিত হয়। এবং মানব সমাজ তথা মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে খোদাপ্রেম প্রেরণা হারা হয়ে ধর্মনীতি পালনে এবং আধ্যাত্বিকতায় অনাসক্ত ও উদাসীন হতে থাকে। মুসলিম জাহান পার্থিব মোহরিপু ও ইন্দ্রিয় প্রভাবে বিভোর হয়ে খোদভীরুতা বা তাকওয়া ও বিচার বুদ্ধি হারাতে থাকে। আল্লাহ ভীতি ও তাঁর প্রেমসুধার কথা ভুলে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে অতিসুখ,

---

[১১৪].গাউছুল আজম এর পরিচয়ে ইবনে আবেদীন শামী (রহ:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব إجابة الغوث بيان حال النقباء والنجباء والأبدال ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الإسم مطلقا غير إضافة لايكون الا -والأوتاد والغوث এর ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন- واحد وهو الغوث أيضا وهو سيد الجماعة فى زمانه -কিন্তু পারিভাষিক ভাবে আকতাব সম্বোধন ব্যতীত এ নামে একজনই হয়ে থাকেন । আর তিনি হচ্ছেন গাউছ, তিনি তাঁর সময়ে সমস্ত ওলীদের সর্দার হন।

ইমাম শামী (রহ:) তার কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন-

وفى الفتاوى الحديثية لإبن حجر رجال الغيب سموا بذالك لعدم معرفة أكثر الناس لهم رأسهم القطب الغوث الفرد الجامع الخ-

অর্থাৎ ইবনে হাজর হায়ছামী মক্কী (রহ:) উনার প্রসিদ্ধ কিতাব "আল ফাতওয়া আল হাদীছিয়্যাহ" -তে লিখেন رجال الغيب বলে তাদের নামকরনের কারণ হলো অধিকাংশ মানুষ তাদের চিনে না। তাদের প্রধান হলেন আল-কুতুব আল গাউছ যিনি সবার সম্মন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব।

ইমাম শামী তাঁর কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন- نقل الخطيب فى تاريخ بغداد عن الكنانى مانصه النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون والبدلاء أربعون والأخيار سبعة والعمد يقال لهم الأوتاد أيضا أربعة والغوث واحد- খতীব বাগদাদী (রহ:) তাঁর কিতাব "তারিখে বাগদাদে ইমাম কানানী থেকে নকল করেন নুক্বাবা ৩০০ জন, নুজাবা ৭০ জন, আবদাল ৪০ জন, আখয়ার ৭ জন, উমুদ বা আওতাদ হলেন ৪ জন এবং গাউছ হলেন এক (১) জন। যে সমস্ত আউলিয়া কেরাম (রা:) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে বান্দাদের দু:খ দূর করেন তাঁদের সংখ্যা ৩০০। তাঁদের 'খেয়ার' বলা হয়। তাদের মধ্যে ৪০ জনকে أبدال, ০৭ জনকে أبرار, ০৪ জনকে أوتاد, ০৩ জনকে نقباء, ০১ জনকে قطب , যাকে غوث ও বলা হয়। (كشف المحجوب) পৃ: ৩০৭, লেখক- হযরত দাতা গন্জ বখশ লাহুরী عليه الرحمة)

غوث অর্থ -সাহায্য করা , মদদ করা । (لغاث الحديث , খন্ড -৪ পৃষ্ঠা:-৮০)

অতিবিলাস, অতিলোভে নানান পন্থা অবলম্বন ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে আপন প্রভুকে ভুলে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সময়োচিত হেদায়েত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরীকতের প্রভাবে অসংগতি দূর করার মানসে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহম্মদীকে বেলায়তে মোতলাক্বায়ে আহমদী রুপে বিকশিত করেন।[১১৫] তিনিই হলেন গাউসুল আজম, শাহসূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারী। তিনিই আহমদী ঝান্ডার ধারক। তাজে আহমদীর বাহক, বেলায়তে মোতলাক্বার উদঘাটক।[১১৬]

উল্লেখ্য যে, বেলায়েতকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. ঐ বেলায়েত যা নবুয়্যাতে মুতলাক্বার বাতেন।

২.বেলায়তে মুকাইয়্যাদাহ ঐ বেলায়ত যা প্রত্যেক নবীর আলাদা শান ও শওকত এবং হাক্বীক্বতের উপর ভিত্তি।

৩.বেলায়াতে মুতলাক্বাহ যা প্রত্যেক নবী এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অর্থাৎ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের আলাদা বৈশিষ্টের সমন্বয় এবং অন্যান্য নবীরা বেলায়তে আউলিয়ার সমন্বয়ক।

৪.বেলায়তে মুতলাক্বায়ে আম্মা যা নাবুয়্যতের সাথে খাস নয়।[১১৭]

বেলায়তে মোকাইয়্যাদাহঃ

হুজুর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হায়াতে জাহেরী অবস্থায় যে সুপ্ত সূফী মতবাদ সুন্নাতে মোস্তফা রুপে প্রচলিত ছিল, তাঁর দীদারে হাক্কীকিতে মিলিত হওয়ার পর তা সূফী মতবাদী অলীয়ে কামেলদের ত্বরীকত পন্থাতে জারি ছিল, কিন্তু বাহ্যিক ওলামা ও ইসলামী হুকুমতের প্রভাবে মোকাইয়্যাদা বা শৃঙ্খলায়িত ছিল। সুতরাং ইহাকে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর যুগ বলা হয়।

বেলায়তে মোতলাক্বাঃ

ক্রমে যুগের পরিবর্তন ও পীরানে পীর দস্তগীর (ক) হতে প্রায় ছয়শত বৎসরাধিক দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং রাষ্টীয় ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় বিশ্ব ইসলামী ইমারতে পুনরায় ভাঙ্গন ধরে এবং শরীয়তী

---

[১১৫]. খাদেমুল হাসনাইন, *মাইজভান্ডার শরীফ ও প্রসঙ্গ কথা*, [আঞ্জুমানে মোত্তাবীয়েনে গাউছে মাইজভান্ডারী, মাইজভান্ডার শরীফ, ডিসেম্বর-১৯৯০]

[১১৬]. মাহবুবা ইয়াসমিন, *মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রা:) জীবন ও দর্শন*, [এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, সেশন: ২০০১-২০০২ খ্রি.], পৃ. ৫৩

[১১৭]. হযরত শেখ আব্দুর রহমান চিশতী, *মেরাতুল আসরার*, [মাকতাবাতে রযভিয়্যাহ, মেটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ২০০৫], পৃ. ১২২;

শেখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রি:), *ফতুহাতে মাক্কীয়াহ*, [আজম পাবলিকেশন্স, মেটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, জানুয়ারী, ২০১৬], পৃ: ৫৩৬

ব্যবস্থায় প্রানহীন ও দূর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর বাংলাদেশে ইংরেজ হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মোহাম্মদী দ্বীন রবির দ্বিপ্রহরে মানবকুল পূনরায় ধাঁধাঁয় পতিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে। যেহেতু সামাজিক ও আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্য হারা মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন অচল ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে থাকে। সেহেতু এই প্রানহীন দূর্বল শরীয়তী ব্যবস্থার যুগে নৈতিক ধর্ম প্রধান এক বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেই বেলায়েত বিধান-ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোতলাক্বা যুগের আরম্ভকারী।[১১৮]

পবিত্র জন্মস্থান:

চট্টগ্রাম, ফটিকছড়ি, মাইজভান্ডার; তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

کیا لکہومیں قدروقیمت خاک میجبہڈارکا

خاک اس کا سرمہ ہے چشم اولی الابصارکا

کورچشمان ضلالت کے لئے ہے بالیقین

خاک میجبہندارکا بس توتیا ابصارکا

"আমি মাইজভান্ডার ভূমির কদর ও মূল্য কি বর্ণনা করিব! এর মাটি সূক্ষ্মদর্শিগনের চোখের সুরমা স্বরুপ। বাস্তবিক মাইজভান্ডার শরীফের ধূলি পথ হারা অন্ধগনের জন্য দৃষ্টিশক্তি আনয়নকারী সুরমা স্বরুপ"।[১১৯]

চট্টগ্রাম:

ভূমন্ডল মধ্য রেখার পূর্বকূলে এশিয়া প্রাচ্যদেশে চীনা, বর্মী, মগ, চাকমা, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আবাস ভূমির সংমিশ্রণে ও মধ্যস্থলে চীন পাহাড়ের পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল চট্টগ্রামের মধ্যখানে রাম লক্ষণ সীতাদেবীর স্মৃতি বিজড়িত সীতাকুন্ডের পূর্বাঞ্চলে সকল জাতির মিলন কেন্দ্র

---

[১১৮]. খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহঃ) আল মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাক্বা*, [আলহাজ্ব শাহসূফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, বর্ণবিন্যাস, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, দ্বাদশ সংস্কারণ], পৃ. ২৭

[১১৯]. শাহ সূফী সৈয়্যদ মাওলানা আব্দুস সালাম ইছাপুরী (রঃ), *বাবাজান কেবলা কাবার জীবন চরিত*, [গাউছিয়া রহমান মন্‌জিল, গহিরা আর্ট প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, সাল বিহীন], পৃ. ৯

করিবার অভিপ্রায়ে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁরই প্রিয়তম মাহবুবের জন্ম ভূমিকে নানাভাবে সজ্জিত করে তোলেন। এটাই ইবনে বতুতার সবুজ শহর। আরববাসী ব্যবসায়ীদের "ছত্বলা"। পাহাড়ীয় আহম জাতিদের ছাতংগং। ছাতং অর্থ শান্তি, "গং" অর্থ সেরা বা মাথা। অতএব 'ছাতংগং' নামের অর্থ, শান্তির সেরা বা মাথা। আরবীয় প্রখ্যাত ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে আসেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে চট্টগ্রামকে "সতের কাওন" বলে উল্লেখ করেন।[১২০] বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধারণা অনুসারে 'চৈত্যগ্রাম' থেকে চট্টগ্রাম রুপান্তরিত।[১২১]

ঐতিহাসিক ডক্টর আব্দুল করিম বলেন ঊনবিংশ শতকে চাটিগ্রাম নাম "চট্টগ্রাম" এ রুপ নেয়।[১২২] বদর শাহ (রহ:) ও উর্দূ কবিতায় বর্ণিত "চাঁটগাম" হিন্দুদের কথিত "চট্টলা" ইংরেজদের লোভনীয়, সুপরিচিত স্বাস্থ্য নিবাস চিটাগাং। মুসলিম বাংলায় প্রচলিত চট্টগ্রাম এবং মুসলিম নরপতিদের প্রিয় আবাদী ভূমি "ইসলামাবাদ"।[১২৩]

ভৌগলিক বিবরণ:

পশ্চিমাংশে সাগর বেষ্টিত সমতল ভূমি এবং পূর্বাংশে দূর্গম পার্বত্য বনাঞ্চলকে নিয়ে গঠিত প্রাচীন চট্টগ্রাম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। আর পশ্চিমাংশে সমতল ভূমি কে নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা।

অবস্থান:

২০.৩৫ ও ২২.৫৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ৯১.২৭ ও ৯২.২২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

আয়তন:

২৭৮৭ বর্গমাইল বা ৭২১৮৩০ হেক্টর।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ:

---

[১২০]. *আব্দুল হক চৌধুরী রচনাবলী*, [অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-২০১৩ খ্রি.], পৃ. ২

[১২১]. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫

[১২২]. প্রাগুক্ত, পৃ- ৭

[১২৩]. শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:), *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ২৯; সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন(রহ:), *বেলায়তে মোতলাকা*, পৃ.-৩৭

উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৬৬ কিলোমিটার, প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর পার্শ্বে ৩০ কিলোমিটার, দক্ষিন পার্শ্বে মাত্র ৪ কিলোমিটার।[১২৪]

ফটিকছড়ি:

হযরত শাহসূফি সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল-মাইজভান্ডারী এ থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। ভাষা বিজ্ঞান অনুসারে "স্ফটিক" শব্দ থেকে ফটিকছড়ি নামটির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ "স্বচ্ছ"। অতএব ফটিকছড়ির অর্থ দাঁড়ায় শুদ্ধতার প্রবাহ।[১২৫] হযরত কেবলা (ক:) -এর দৌহিত্র শাহছুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন (রহ:) ফটিকছড়ির বর্ণনা এভাবে দেন যে, "তিনি যে থানায় বিকাশ লাভ করিলেন ইহার নাম ফটিকছড়ি। যাহার বক্ষের উপর দিয়া স্বচ্ছ সুপেয় স্ফটিকবৎ জলধারায় অসংখ্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত আছে। স্বভাবত এই জলধারা ধরনীর বুকে বেহেস্তের "ছালছাবিল জানজাবিল" তুল্য স্নিগ্ধ হজমী ও সুপেয়। ইহা ঝরণারুপে পর্বত শ্রেণী হইতে উৎপত্তি হয়ে দেশের বক্ষ স্থল বিদীর্ণ করিয়া সাগর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে"।[১২৬] তিনি অন্যত্র বলেন- "ফটিক, স্ফটিক শব্দের অপভ্রংশ। স্ফটিক শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। ছড়ি অর্থ প্রবাহী। কোরআন করিম-এ বেহেস্তের পানির নাহারকে ও "ছালছাবিল জালজাবিল" অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রবাহী হজমী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১২৭]

আয়তন ও অবস্থান:

৭৭৩.৫৫বর্গ কি.মি.। এটি ২২.৩৫ হতে ২২.৫৮ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১.৩৮ হতে ৯১.৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

সীমানা:

---

[১২৪]. ড. সেলিম জাহাঙ্গির, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৯], পৃ:-৩৩

[১২৫]. ড. মুহাম্মদ শেহবুল হুদা, অনুবাদ- শাহাব উদ্দীন নীপু,, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ*, [মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অন্বেষা প্রকাশন বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, অমর একুশে বইমেলা, ২০১৯], পৃ. ১৫০

[১২৬]. মাওলানা শাহছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩০

[১২৭]. সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী, বেলায়তে মোতলাকা, পৃ. ৩৮

পূর্বে মানিক ছড়ি, লক্ষী ছড়ি ও রাউজান, পশ্চিমে মিরসরাই ও সীতাকুন্ড উপজেলা, উত্তরে রামগড় ও ভারতের ত্রিপুরা দক্ষিনে হাটহাজারী উপজেলা।[১২৮]

মাইজভান্ডার :

মাইজভান্ডার এটি যৌগিক শব্দ। মাইজ ও ভান্ডার এ দুইটি শব্দ নিয়ে গঠিত। মাইজ অর্থ মাঝ বা মাঝে, মধ্যে ইত্যাদি। আর ভান্ডার অর্থ ধন ভান্ডার, সামগ্রী সরবরাহগার। অতএব মাইজ ভান্ডার অর্থ মাঝধনভান্ডার বা মধ্য এলাকাস্থিত রেশন।[১২৯] এটা ইছাপুর পরগনার অংশ বিশেষ। মগ মুসলিম যুদ্ধের সময় মগশক্তির বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুসলিম যোদ্ধাদের খাদ্য ও অস্ত্র সামগ্রী সরবরাহের জন্য কয়েকটি নির্ধারিত স্থানের এটি একটি। তাই এ এলাকা মাইজভান্ডার নামে খ্যাতি লাভ করে।[১৩০]

আয়তনঃ ৬ কিলোমিটার।

সীমানাঃ

উত্তরে শাহ আহমদ উল্লাহ সড়ক, ওলেলাং খাল, দক্ষিনে বিনাজুরী, পশ্চিমে তেল পারই খাল।[১৩১]

শুভ জন্মের সুসংবাদঃ

Truth, beauty and goodness are the summon of humanlife. সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠাই হলো মানুষের জীবনের সার্থকতা।[১৩২] ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং শয়তানের প্ররোচনায় এই নশ্বর দুনিয়ার মোহে লিপ্ত হয়ে আপন প্রভুর সাক্ষাতের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া মানুষ গুলোর উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত কেবলায়ে কাবা শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারী-কে যে বেলায়তে মোতলাকার ধারক ও বাহক রুপে প্রেরণ করবেন তার আগমনী সুসংবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত: দূরবর্তী অতীতের সুসংবাদ।

---

[১২৮]. *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*, ফটিকছড়ি উপজেলা ।

[১২৯]. মাওলানা শাহছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩০;
ড. মুহাম্মদ শেহবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ*, (অনুবাদ- শাহব উদ্দীন নীপু), পৃ. ১৫০

[১৩০]. মাওলানা শাহছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩০

[১৩১]. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, প, ৫৩

[১৩২]. ডা: বরুন কুমার আচার্য, *সুফিসাধকের জীবন গাঁথা তাসাউফের মর্মকথা*, [সূর্যগিরি আশ্রম, হাইদচকিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৮], পৃ. ২৭

দ্বিতীয়তঃ জন্ম সন্নিকট সুসংবাদ।

নিম্মে তা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি-

প্রথমতঃ দূরবর্তী অতীতকালের সুসংবাদঃ

ইমামুল মুহাদ্দীসিন ও আমীরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ:) ও মুহাদ্দীস জগতের উজ্জল নক্ষত্র যার নাম ইমাম বুখারীর পর নেওয়া হয় তথা ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ:) দ্বয় আপন সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد إنقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى ولكن المبشرات(متفق عليه) -হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই রিসালাত ও নবুয়্যাতের যুগ শেষ। অতএব আমার পর কোন রাসূল ও নেই, নবীও নেই। কিন্তু, শুভ সংবাদ তথা ভালো স্বপ্ন বাকী থাকবে।[১৩৩] ইমাম বুখারী কিতাবুত তাফসীরে উল্লেখ করেন, لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا ما المبشرات قال الرؤيا الصالحة -"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন নবুয়্যাত নাই তথা নবুয়্যাতের কাল শেষ। শুধুমাত্র মোবশ্শারাত বাকী থাকবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, মোবাশ্শারাত কী? নবীজি উত্তর দিলেন الرؤيا الصالحة তথা ভালো স্বপ্ন বা সুস্বপ্ন"।[১৩৪]

ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্ব বেলায়তে মোতলকার দ্বার উম্মোচনকারী। লেওয়ায়ে আহমদীর[১৩৫] ধারক। গাউছুল আজম শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) এর শুভাগমন সম্পর্কে তারই জন্মের ৫৮৬ বৎসর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, আরব ও আজমে সুপ্রসিদ্ধ, খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, وعلمناه من لدنا علما ১. তথা আমার পক্ষ থেকে তাকে ইলমে লাদুনী দিয়েছি[১৩৬] আয়াতের অন্যতম নিদর্শন ও অন্ত:চক্ষুধারী শাহসুফী

---

[১৩৩]. গহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬৬১৮

[১৩৪]. সহীহ বুখারী, كتاب التفسير , হাদীস নং ৬৬২৫

[১৩৫]. লেওয়ায়ে আহমদী বা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রশংসা মূলক পতাকা তথা যে পতাকাতে - لآ اله الا الله محمد رسول الله লেখা থাকবে। বেলায়তে মোতলাকা প্রণেতা শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (রহ:) তাঁর রচিত পুস্তিকার ৯৩ পৃষ্ঠায় লেওয়ায়ে আহমদীর পরিচয়ে বলেন- হাশরের দিন রসূল করিম ﷺ এর যেই নিশান উত্থিত হবে, তার নাম "লেওয়ায়ে আহমদী" বা প্রশংসিত ঝান্ডা।

[১৩৬]. কুরআন (১৮:৬৫)

সৈয়দ মাওলানা মুহিউদ্দীন (রহ:), প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ ইবনে আরবী[১৩৭] এবং যিনি হযরত মহিউদ্দীন গাউছুল আজম আব্দুর কাদের (রহ:) জিলানীর অদ্বিতীয় শিষ্য ও তাঁর উপাধি নামে বিভূষিত ছিলেন। তিনি বলেন, "প্রথমত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আরবে অস্তমিত সূর্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুন:উদিত হবে। তাঁর নাম থাকবে আল্লাহ তা'আলার জাতি নাম আল্লাহ এর সাথে সংমিশ্রিত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়তী নাম আহমাদ। অতএব মনে হয়, "আহমাদ উল্লাহ" আল্লাহ এর জাতি নাম ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়তী নামের সংমিশ্রণ। তাঁর জন্ম স্থান ভূখন্ড মধ্য রেখার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত থাকবে। উহা চীন পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতির সমাবেশ স্থল হবে। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি হবে নবী আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ সাদৃশ্য। তার প্রতিক তিনিও খাতেমুল ওয়ালাদ হবেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর মত কোন পুত্র সন্তান জগতে রেখে যাবেন না। তাঁর ভাষা হবে সংমিশ্রিত এক ভাবপ্রবণ ভাষা। তাঁর রহস্যময় কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি চাল-চলন মানুষের পক্ষে বুঝা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হবে"।[১৩৮]

দ্বিতীয়তঃ

২. গাউছে ছামদানী, কুতুবে রাব্বানী শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী (রহ:) বলেন- আমার অন্তর আল্লাহর ইলমের গোপনীয়তায় সৃষ্টি হতে এক প্রান্তে আল্লাহর দ্বারে সে এক জন ফেরেস্তা। আমার যুগে সকল আগমন কারীর জন্য ওটাকে কিবলা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমি নৈকট্য ও ভালোবাসার গালিচায় উপবেশনকারী রুদ্ধদ্বারের অভ্যন্তরে মিলন লাভকারী, এবং অদ্বিতীয় বাদশাহ হই। যার একজন বন্ধু যিনি সৃষ্টির রহস্যের উপর অবগত। অন্তর সমুহের প্রতি দৃষ্টিদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু দেখার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেছেন। এমনকি ওটা একটি ফলকে পরিণত হলো। যার প্রতি স্থানান্তরিত হয় লাওহে

---

[১৩৭]. শেখ মহিউদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ বিন আলী আতত্বয়ী আল হাতমী আল আন্দুলসী। যিনি এলম ও আদবের দুনিয়ায় ইবনে আরাবী নামে খ্যত। সূফীদের সমাবেশে যিনি শেখ আকবর নামে প্রসিদ্ধ। ইবনে আরাবী ১৭ই রমযান, ৫৬০ হি., ২৮শ জুলাই, ১১৬৫ খ্রি. রোজ সোম বার আন্দালুসে জন্ম গ্রহন করেন।
এবং তাঁর স্থায়ী আবাস স্থল দামেস্কে ২২ শে রবিউল আওয়াল, ৬৩৮ হি., ১৩৪০খ্রী. জুমা রাতে মাওলায়ে হাকীকির দীদারে সাক্ষাত করেন। (*ফতুহাতে মক্কীয়া*, আজম প্রকাশনা, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫-১৬, ।)

[১৩৮]. শেখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ:), *ফুসূসুল হেকাম ফচ্ছে শীসিয়া*, [মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ আত-তোরাছ, মিসর, ২০০৩], পৃ. ২৩-৪২;
মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী, *গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩৮-৩৯;
শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহ:) আল মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা*, পৃ. ৩২-৩৩;
মাহবুবা ইয়াসমিন, মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারীর (রা:) জীবন ও দর্শন, পৃ:-৫৭

মাহফুজে যা কিছু রয়েছে, তাঁর প্রতি সমর্পন করা হয়েছে তাঁর সমসামায়িকদের কার্যাবলীর তত্বাবধানের দ্বায়িত্ব, তাদের দান ও বঞ্চিত করণের পূর্ণ ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অদৃশ্যের মুখে তাঁকে বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি আজ আমার নিকট মর্যাদাবান আমীন বা আমানতদার। তাঁকে আহলে ইয়াকীনদের রুহসমুহের সাথে দুনিয়া আখেরাত, সৃষ্টি-স্রষ্টা, ব্যক্ত-অব্যক্ত জানা-অজানার মাঝে বিশেষ চত্বরে বসিয়েছেন। তাঁর জন্য চারটি চেহারা বানিয়েছেন। একটি চেহারা বা মুখ দ্বারা দুনিয়া, একটি দ্বারা আখেরাত একটি দ্বারা সৃষ্টি এবং চতুর্থটি দ্বারা স্রষ্টা দেখেন।

তাকে আপন জমীন ও জগত সমুহের খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন, অতপর তার সাথে যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তাকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়, এক আকৃতি হতে অন্য আকৃতিতে পরিবর্তন করেন। অতপর তাকে রহস্যাবলীর ভান্ডার সমূহের উপর অবগত করান। কেননা তিনি জগতে অদ্বিতীয় । তাঁরই নবীগনের প্রতিনিধি এবং তাঁরই রাজ্য সমুহের আমীন। দিনরাত তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ৩৬০ বার রহমতের দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।[১৩৯] প্রথম বর্ণনা তথা শেখ মহিউদ্দীন প্রকাশ ইবনে আরাবীর (রহ:) বর্ণনার দিকে যদি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে একথা গুলো সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যা গাউছুল আজম শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল-মাইজ ভান্ডারীর পবিত্র জীবনের সাথে হুবহু মিলে যায়। হযরত গাউছুল আজম শাহ সুফী মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহ:) পবিত্র নাম স্বাভাবিকভবে আহমাদ ও আল্লাহর নামে সংযুক্ত করে আহমাদ উল্লাহ রাখা হয়।

১. তিনিই আকৃতি-প্রকৃতিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর শারীরিক গড়ন মোবারকের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক হন।
২. তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কোন পুত্র সন্তান জীবিত রেখে যাননি।
৩. তাঁর মাতৃভাষা সব ভাষার সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক নতুন ভাষা তথা "চাইটগামী" ভাষা।
৪. তাঁর "খিজরী কালাম" তথা এমন কথা যার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থ, ভাব এক নয় এবং জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না। যেমন: কথিত আছে, নেজামপুরী মাওলানা জনাব ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থী হলে হযরত তাকে দুই আনা পয়সা হাতে দিয়ে বলেন- "মাওলানা সাহেব! আমি যখন সাগর

[১৩৯]. আল্লামা নূরুদ্দীন আবুল হাসান আশ-শাতনূফী আশ-শাফেঈ (৬৪৪-৭১৩ হি.), *বাহজাতুল আসরার ওয়া' মা'দানুল আনওয়ার*, [দারুল কুতুব ইলমীয়া, বৈরুত, লেবানন, ২০০৫], পৃ. ৫৫; *মাসিক জীবন বাতি*, জুলাই-আগষ্ট ২০০৮, পৃ. ২৫-২৬

ভ্রমনে গিয়েছিলাম তখন তথায় আমার এক বন্ধু 'শাহেকুল জাম'[১৪০] থেকে দুই আনা পয়সা ধার নিয়েছিলাম আপনি তাকে এই পয়সগুলো দিয়ে দিবেন", বলে বাহককে দুই বার হজ্জ করার ইঙ্গিত দেন।

৫. তাঁর জন্মভূমি 'চট্টগ্রাম' ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে চীন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। যা বৌদ্ধ ও নানান জাতির আদি আবাসভূমি।[১৪১]

দ্বিতীয় শুভ সংবাদে গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে এ কথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, "আমার অন্তর আল্লাহর ইলমের--- অদ্বিতীয় বাদশাহ হই" পর্যন্ত হুজুর গাউসে পাক শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আব্দুল কাদির জিলানী (রহ:) নিজের পবিত্র সত্তার কথা বলেন। আর

১. আমার একজন বন্ধু আছে।
২. বন্ধুটি সৃষ্টির রহস্যাবলী জ্ঞাত ।
৩. অন্তরসমুহের দিকে দৃষ্টি দাতা ।
৪. আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনি ভিন্ন অন্য কিছু দেখার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেছেন।
৫. তিনি ফলকে পরিণত, যার প্রতি লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত বিষয়াবলী স্থানান্তরিত ।
৬. তাঁর সমকালীনদের কার্যাবলীর তত্তাবধান দায়িত্ব তাঁর প্রতি সমর্পিত ।
৭. তিনি দান ও বঞ্চিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন।
৮. অদৃশ্যের জবানে তাকে বলা হয়েছে, আপনি আমার নিকট "মর্যাদাবান আমীন"।
৯. তাঁকে আহলে ইয়াকীনদের রুহের সাথে দুনিয়া আখেরাত, সৃষ্টি- স্রষ্টা, জাহের-বাতেন জ্ঞাত-অজ্ঞাতের মধ্যখানে বিশেষ চত্বরে বসানো হয়েছে।
১০. আল্লাহ তাঁর জন্য চারটি মুখ (চেহারা) তৈরি করেছেন।
১১. তিনি এক মুখে (চেহারা) দুনিয়া, এক মুখে আখিরাত এক মুখে সৃষ্টি এবং চতুর্থ মুখে স্রষ্টাকে দেখেন।
১২. তাকে আল্লাহ আপন জমীন ও জগতসমূহের খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন।
১৩. তাঁর দ্বারা কোন কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাঁকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় এক আকৃতি হতে অন্য আকৃতিতে পরিবর্তন করেন।

---

[১৪০]. একজন মহান আল্লাহর অলী যিনি আরব সাগরে অবস্থান করেন যা মাইজভান্ডারী হযরতের কালাম থেকে বুঝা যায়।
[১৪১]. শাহসূফী মাওলানা দেলাওর হোসাইন, *গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর (রহ:) জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ১১৪- ১১৫

১৪. আল্লাহ তা'আলা রহস্যাবলীর ভান্ডার সমূহের উপর অবগত করান।

১৫. তিনি জগতের অদ্বিতীয় বাদশাহ।

১৬. তিনি সকল নবী গনের স্থলাভিষিক্ত।

১৭. তিনি আপন যুগে আল্লাহর রাজ্য সমূহের আমীন।

১৮. আল্লাহ তা'আলা দিন-রাত ৩৬০ বার রহমতের দৃষ্টি তাঁর প্রতি অব্যাহত রাখেন।

উপরোক্ত আলোচনার গুনাবলীগুলো শাহসূফী মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল মাইজভান্ডারীর মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাছ দো টুপী থে, এক হামারে ছর পর দিয়া দোছরা হামারা ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছর পর দিয়া।" হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (রহ:) বলেন, "হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়তে ওজমার দুইটি তাজ ছিল, একটি আমার মাথায় এবং অন্যটি আমার ভাই পীরানে পীর দস্তগীর শায়খ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এর মাথায় পরিয়ে দেয় হয়"।[১৪২]

তৃতীয়তঃ

হযরত আব্দুল্লাহ (রহ:) হযরত আব্দুল মোতালেব (রা:) -কে বলেছিলেন যে, তিনি যখন মক্কাভিমূখে যেতেন তখন দেখতেন তাঁর পৃষ্ঠ মোবারক হতে এক খন্ড পবিত্র নূর বের হয়ে মাটিতে দ্বিখন্ডিত হত। তার এক খন্ড আরবে বিস্তার করত আর অন্য খন্ড কিছুক্ষন তাঁকে ছায়া দিত, ক্ষণেক আকাশ পানে ছুটে যাইত। পরে দেখতেন উহা মূলুকে আজম, সুদূর এশিয়ার প্রতি দ্রুতবেগে ছুটে যাইত। 'আরশের' দরজা তিনি খোলা দেখতেন। ফেরেশতাগন "আচ্ছালামু আলাইকুম এয়া হাবিবাল্লাহ" রবে অভিবাদনে দিগদিগন্ত মুখরিত করতে শুনতেন।[১৪৩]

জন্ম :

জন্ম সন্নিকট সুসংবাদঃ

---

[১৪২]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:), *বেলায়তে মুতলাকা*, পৃ. ৪৬-৪৭

[১৪৩]. শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী , *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (রহ:) জীবনী ও কেরামত*, [মার্চ ১৯৬৭], পৃ.৩৮

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জগতের অতৃপ্ত বেদনা, গভীর নৈরাশ্যের ছায়া ও তাদের সুপ্ত হৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে দূরীকরণের লক্ষে ১২৪৩ হিজরীর এক শুভ রাত্রিতে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা হযরত মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ সাহেবের প্রতি এ শুভ সংবাদ দিলেন যে, অনতিবিলম্বে পৃথিবী তথা জগতবাসীর আশার আলো উদিত হবে। এশার নামায আদায়ান্তে খোদার নাম স্বরণে তিনি আলমে মালাকুত তথা ফেরেশতা জগতে ভ্রমণ করতেছেন হঠাৎ আল্লাহ তা'আলার বাস্তব রহস্য দ্বার উম্মোচিত হল। তিনটি প্রদীপ আলোক তাঁর সামনে উপস্থিত হল। উহাদের মধ্যে একটি থেকে অন্যটি অত্যোজ্জল। তন্মধ্যে একটি প্রদীপ সূর্যের মত জ্যোতিময় যার আলোতে পুরো পৃথিবী আলোকিত। সৃষ্টি জগতে যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। তাদের মনে প্রানে এক অভিনব আনন্দ স্পন্দন জেগে উঠল। এমন স্বপ্ন দেখে মাওলানা সাহেবের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। পরদিন তিনি তাঁর মুত্তাক্বী বন্ধু জনাব মাওলানা আব্দুল হাদী (রহ:) -কে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলার পর মাওলানা হাদী সাহেব তাঁকে কোরআনুল কারীমের সূরা ইউসূফে বর্ণিত হযরত ইউসূফ (আ:) এর ঘটনা শুনালেন এবং সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করেন। الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الاية-

-অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আলোকিতকারী। তাঁর নূরের উদাহরণ হলো যেন একটি নূরের তাক বা চেরাগদানী, যার মধ্যে চেরাগ আর ঐ চেরাগটি একটি ফানুসের মধ্যে"[১৪৪], তিলাওয়াত করে তাঁকে এ বলে সুসংবাদ দেন যে, তাঁর পবিত্র ঔরসে তিন জন পবিত্র সন্তান হবেন। সকলেই ধর্মের পথ প্রদর্শক হবেন, তাঁদের মধ্যে একজন বিশ্ব ওলী হবেন যার আলোতে পৃথিবী আলোকিত হবে।[১৪৫]

দ্বিতীয়ত: কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (ক:) এর আম্মাজান সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেছা (রহ:) এক রাত্রিতে এক অদ্ভুত ও সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে স্বামী-স্ত্রী দুইজনই একসাথে এক সাগরতীরে দন্ডায়মান, তিনি দেখেন অনেক লোক নৌকা যোগে সাগরে ভ্রমণ করতেছে আবার অনেক লোক সাগর জলে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণে রত। এ দৃশ্য দেখে তাঁরা-ও সাগরে মুক্তা নিতে ডুব দিয়ে অতি সুন্দর উজ্জ্বল মুক্তা পেয়ে নৌকায় উঠলে সবাই এমন মুক্তা দেখে তাঁদের "মারহাবা" বলে সম্ভাষণ জানালেন। এর পর পর তাঁরা সাগরে ডুব দিয়ে আরো ২টি মুক্তা সংগ্রহ করলে সবাই বিমোহিত হয়ে তাঁদের দেখে রইলেন। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাড়ি ফিরলেন। রাতের এ স্বপ্ন যখন তাঁর স্বামী মাওলানা মতিউল্লাহ

---

[১৪৪]. কুরআন (২৪:৩৫)

[১৪৫]. শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী , *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (রহ:) জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩৯-৪০; মাহবুবা ইয়াসমিন, *মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারীর (রা:) জীবন ও দর্শন*, পৃ; ৫৮

(রহ:) সাহেবকে খুলে বললেন তৎক্ষণাৎ তিনি মোবারকবাদ দিয়ে দোয়া করলেন যেন তাঁর স্বপ্ন সত্য হয় এবং ৩ জন খোদাভীরু আল্লাহ ওয়ালা পথ প্রদর্শকের সুসংবাদ শুনালেন।[১৪৬]

শুভজন্ম:

কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ইয়াজদানী, গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী বিশ্বগুরু, তৌহিদ পথের অদ্বিতীয় বাহক ও মিলনদ্বার উদঘাটক, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতীক সর্বগুনাধিকারী "আহমদী" বেলায়ত ক্ষমতার ঝান্ডাবাহী একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন পীরে ফা'আল, মুক্ত যুগনায়ক।[১৪৭] পৃথিবীর বুক থেকে পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী দূরীকরণের লক্ষে এক বিরাট কার্যকরী রুহানী শক্তি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হেকমত যা হযরতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সূচিত হয়েছিল সেই মহাকৌশল বা হেকমত 'বেলায়তে মোতলাক্বা'। অনন্ত স্থিতিশীল বেলায়ত যুগের চাহিদা অনুযায়ী বেলায়তে মোতলাক্বা যুগের পরিপূর্ণতা দানে সক্ষম। পাপীদের আশীষ স্বরুপ পূরবী সূর্যের মতো অসংখ্য অলীয়ে কামেলের চরণ স্পর্শে ধন্য ভৌগলিক মধ্য রেখার পূর্বপ্রান্তে প্রাকৃতিক সৌন্দের্যের আধার, সুফী সাধনার পীঠস্থান চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির নানুপুর ইউনিয়নের সাধারণ একটি গ্রামের মাইজভান্ডারে সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ির প্রথম পুত্র সন্তান সৈয়দ তৈয়বুল্লাহ এবং ২য় সন্তান সৈয়দ আতাউল্লাহ ও তৎপুত্র সৈয়দ মতি উল্লাহ (রহ:) এর ঔরসে সৈয়দা খায়রুন্নেছার গর্ভে হিজরী ১২৪৪, বাংলা ১২৩৩, ইংরেজী ১৮২৬ এবং ১১৮৮ মঘীর ১লা মাঘ, রোজ বুধবার, বেলা অপরাহ্ন জোহরের সময় প্রখ্যাত সৈয়দ বংশে আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) নামে এক ক্ষণ জন্মা মহাপুরুষ দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।[১৪৮]

ছদ মারহাবা ছাল্লে আলা গাউছে খোদা পয়দা হুয়ে
জানে জাঁহা ও কেবলায়ে আহলে ছফা পয়দা হুয়ে

শুভ নামকরণ:

---

[১৪৬]. শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী , *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (রহ:) জীবনী ও কেরামত*, পৃ: ৪০; মাহবুবা ইয়াসমিন, *মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারীর (রা:) জীবন ও দর্শন*, পৃ; ৫৯

[১৪৭]. শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী , *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (রহ:) জীবনী ও কেরামত*, পৃ:৫

[১৪৮]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা ও গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (ক:) জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৩৯,৪২,৪৩; ডা. বরুণ কুমার আর্চার্য, সুফি সাধকের জীবন গাঁথা ও তাসাউফের মর্মকথা, পৃ: ৩০

বিশ্ব অলী শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারীর দুনিয়ায় শুভাগমনের পর তাঁর পিতা স্বপ্নে ইমামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, খাতামুন নবীয়্যিন হযরত আহমাদ মোস্তফা মুহাম্মদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমার ঘরে আমার মাহবুব বিকাশ লাভ করেছে আমি তার নাম আমার 'আহমাদ' নামের সাথে ইসমে জাত 'আল্লাহ' যুক্ত করে 'আহমাদ উল্লাহ' রাখলাম"। অত:পর জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম আহমাদ উল্লাহ রাখা হলো।[১৪৯]

বংশ শাজরা:

শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারীর বংশ শাজ্‌রা নিম্মে উল্লেখ করা হলো।[১৫০]

সৈয়দ আব্দুল হামিদ উদ্দিন গৌড়ি (রহ:)

সৈয়দ আব্দুল কাদের শাহ (রহ:)

সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ (রহ:)

সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ শাহ (রহ:)

সৈয়দ মতি উল্লাহ শাহ (রহ:)

মাইজভান্ডারী তরিকার প্রবর্তক শাহসুফী সৈয়দ আব্দুল হামিদ শাহ (রহ:) সৈয়দ আব্দুল করিম শাহ (রহ:) সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:)

শিক্ষা জীবন:

[১৪৯]. খাদেমুল হাসনাইন, মাইজভান্ডার শরীফ ও প্রসংগ কথা, পৃ. ১০; ডা. বরুণ কুমার আর্চার্য, সুফি সাধকের জীবন গাঁথা ও তাসাউফের মর্মকথা, পৃ: ৩০

[১৫০]. ড. সেলিম জাহাঙ্গির, মাইজভান্ডার সন্দর্শন, পৃ: ৬১; ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ,* (অনুবাদ শাহাবুদ্দীন নীপু),পৃ:-১৫১

বিদ্যা একটি জ্যোতি। এটার মাধ্যমে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে। ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম, বিশ্বাসের নাম ঈমান, আমলের নাম ইসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টিজগতে (পৃথিবীতে) পদার্পনের উদ্দেশ্যই হলো মানব জাতিকে সভ্য ও জ্ঞানী করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য ও শ্রেষ্ঠ বাণী আল-কুরআনের প্রথম আয়াতে কারীমা হিসেবে إقرأ باسم ربك الذى خلق তথা "আপনি আপনার প্রভূর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন"[১৫১], তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ এর উপর অবতীর্ণ করেন। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত আহমাদ মোস্তফা মুহাম্মদ মোজতাবা ﷺ ঘোষণা করেন- طلب العلم فريضة على كل مسلم -অর্থ: "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ"।[১৫২]

প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা :

অলীকুলের শ্রেষ্ঠ হযরত শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের (রহ:) জিলানী বলেন-

درست العلم حتى صرت قطبا

ونلت السعد من مولى الموالى

এলমে খোদা শিক্ষা করে, হলুম কুতুব আমি খোদার

মহা প্রভুর সৌভাগ্য-কণা পেলুম আমি অতুল অপার।[১৫৩]

এ বাস্তবতা আল্লাহ তা'আলার ও তদীয় হাবীব ﷺ এর আদেশ পালনার্থে ইলমুশ শরীয়ত শিক্ষা করে বেলায়াতের আধ্যাতিকতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জনের নিমিত্তে শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল-মাইজভান্ডারী নিজ গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে সর্বোচ্চ বিদ্যার্জনের জন্য সুদূর কলকাতা ভ্রমন করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল-মাইজভান্ডারীর শিক্ষাজীবন সবিস্তারে ২য় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে।

কর্মজীবন:

---

[১৫১]. কুরআন (৯৬:০১)

[১৫২]. হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ, *সুনানে ইবনে মাযাহ*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১, হাদীস নং-২২৪]

[১৫৩]. এ এফ এম আব্দুল মজীদ রুশদী রহ., *হযরত কেবলা*, [আওলাদে রুশদী, জানুয়ারী, ১৯৬০ ইং], পৃ. ১৭৩

হযরত শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল-মাইজভান্ডারী ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কালকাতা আলীয়ায় সর্বোচ্চ শিক্ষার্জন শেষ করে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যশোরের কাজীর পদে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো পাপাচার, অনাচার-অবিচার, আত্ম কলহে লিপ্ত মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়া। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাজীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে একই বৎসর কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজের মুন্সী বু-আলী কলন্দর মাদ্রাসার প্রধান মোদাররেস পদে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সুনামের সাথে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর সদাচরণ, খোদাভীরুতা, খোদা প্রেম ও গুরুভক্তি দেখে মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক প্রতিবেশী সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন।[১৫৪] অত্র মাদ্রাসায় অধ্যাপনা কালে তিনি মানব জাতিকে সুপথ প্রদর্শনে, ও ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসারে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রিয় হাবীব ﷺ এর প্রেমের সুধা পান করানোর লক্ষে ওয়াজ নসিহত, বিভিন্ন ধর্মীয় জলসায় অংশ গ্রহণ করতেন।

ইবাদাত ও রিয়াজত:

কলিকাতায় থাকাকালীন শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (র:) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল (দ:) এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অত্যধিক ইবাদত রিযাজত, ইসলামের হুকুম আহকাম পালন, পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করতেন। প্রায়শঃ নফল রোজা রাখতেন, বেশি বেশি কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন ও মোজাহাদা[১৫৫], মোরাকাবা[১৫৬], মোশাহাদাহ[১৫৭], রিয়াজতের পাশা-পাশি অনিদ্রা ও অনাহারের আধিক্যের কারণে হযরতের শরীর খুবই জীর্ণ-শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমতবস্থা শ্রবণে তাঁর আম্মাজান তাঁকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরতের বড় ভাই শাহ সূফী সৈয়দ আব্দুল হামিদকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরণ করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।[১৫৮]

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি:

---

[১৫৪]. ড. সেলিম জাহাঙ্গির, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৯ খ্রি.], পৃ.৬২

[১৫৫]. মোজাহাদার পরিচয় দিতে গিয়ে ড: আব্দুল মুনঈম খফুনী তাঁর কিতাব মুজামু মুসতালাহাতিস সুফীয়্যার পৃ. ২৩৬ -তে বলেন, "সকল বস্ত থেকে ছিন্ন হয়ে একনিষ্ট ভাবে বান্দা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া"।

[১৫৬]. মোরাকাবা: ক্বলবকে সমস্ত নিকৃষ্ট চিন্তা চেতনা থেকে সংরক্ষণ করাই হচ্ছে মোরাকাবা; (প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪০)

[১৫৭]. মোশাহাদা: অন্তরের চক্ষু দিয়ে কোন প্রকারের সাদৃশ্যতা ব্যাতীত আল্লাহ তা'আলাকে অবলোকন করার নামই মোশাহাদা; (প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৪)

[১৫৮]. ড. সেলিম জাহাঙ্গির, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৯ খ্রি.], পৃ.৬৩

বাড়িতে আসার পর ও আগের মত ইবাদত বন্দেগী ও রেয়াজতে লিপ্ত। এতে তাঁর আম্মাজান চিন্তিত হয়ে পরলে সবার পরামর্শক্রমে ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বছর বয়সে আজিম নগর নিবাসী মুন্সী সৈয়দ আফাজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের কন্যা সৈয়দা আলফুন্নেসার সাথে তাঁর বিবাহের কাজ সম্পন্ন করান। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মহিমা! বলা হয় فعل الحكيم لايخلو عن الحكمة -"প্রজ্ঞাময়ের কাজ প্রজ্ঞা থেকে খালি হয় না"। মাত্র ছয়মাসের ব্যবধানে হযরতের বিবি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজি'উন। একই বৎসর হযরতের আম্মাজান আবার একই আজিম নগর থেকে সৈয়দ লুৎফুন্নেসাকে হযরতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান।

বিবাহের ২ বৎসর পর এই ঘরে ফুটফটে এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে, মাত্র চার বৎসরে এই কন্যা সন্তান ইহ জগত ত্যাগ করে। এর পর আরো এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করে। অল্পকিছু দিন পর সেই সন্তানও ইন্তিকাল করেন। ১২৮২ হিজরীর ১৩ই চৈত্র হযরতের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করেন তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দ ফয়েজুল হক। পুত্র সন্তান জন্মের ৮ বছর পর ১২৮৯ হিজরী সনে এই ঘরে এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নাম রাখা হয় সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা। হযরতের একমাত্র পুত্র সন্তান হযরতের পূর্বে ১৯০২ সালে দুই পুত্র সন্তান রেখে খোদার দীদারে মিলিত হন।[১৫৯] উল্লেখ্য যে, শায়খুল আকবর মহিউদ্‌দীন ইবনুল আরাবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি (১১৬৫-১২৪০ হিঃ) তার ফুসূসূল হিকাম গ্রন্থে এ মহান ওলী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। তিনি বলেন খাতেমুল অলী খাতামুন নবীর পবিত্র ধর্ম অনুগত বিধায় তিনি পুত্র সন্তান রেখে যান নাই, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুরুপ।[১৬০]

---

[১৫৯] . শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী রহ., *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, [আলহাজ্ব শাহসূফী ডা: সৈয়দ দিদারুল হক (মুঃ জিঃ), জানু ২০০৭ খ্রি.], পৃ. ৫৭-৫৯

[১৬০]. শেখ আকবর মহিউদ্দীন ইবনে আরবী, *ফুসূসূল হিকাম*, [মাকতাবাতুল আজহারিয়া, মিসর], পৃ. ৬৭; শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:), *বেলায়তে মুতলাক্বা*, পৃ: ৩৪

বংশপরক্রমা ও মাইজভান্ডার গ্রামে আগমন করেন[১৬১]:

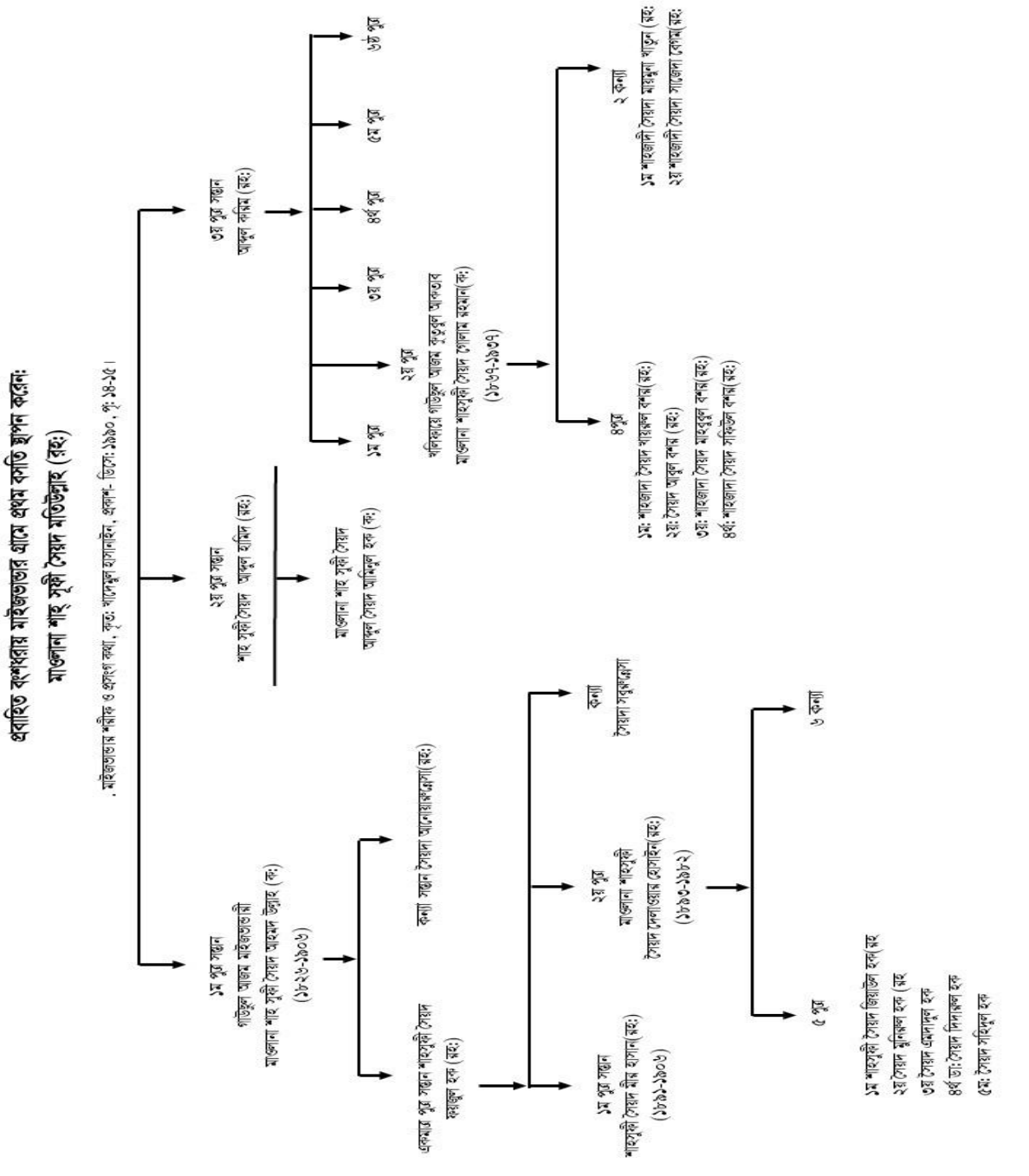

[১৬১]. খাদেমুল হাসানাইন, *মাইজভান্ডার শরীফ ও প্রসংগ কথা*, [আলহাজ্ব শাহ সূফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, গাউছিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল মাইজভান্ডার শরীফ, ডিসে: ১৯৯০], পৃ: ১৪-১৫

ইসলাম প্রচারঃ

গাউসুল আজম আঁ শাহে মাইজভান্ডারী * উ চেরাগে উম্মতানে আহমদী

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী আদম عليه السلام থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত আহমাদ মোস্তফা মুহাম্মদ মোজতাবা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী ও রাসুল عليهم السلام প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়্যাত ও রাবুবিয়্যাত ও নবীদের রেসালাতের স্বীকৃতির সাথে সাথে শরীয়তের বাহ্যিক নিয়ম কানুন যে ভাবে মেনে চলার শিক্ষা দিলে অনুরুপ মানব জাতি নিজ নিজ দেহকে পবিত্র আত্মার শাসনাধীন করে দেহ-মনকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা ও কৃত্রিমতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে সদা সচেষ্ট হবে। নবী ও রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর অমীয় বাণীতে এরশাদ করেন- هوالذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين- অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহই) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসুল রুপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত তথা নিদর্শনকে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।[১৬২]

আর এ শিক্ষার ফসল হলো বান্দা আত্মশুদ্ধি লাভ করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাবে যা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে বলেন- قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে সে ব্যক্তি সফলকাম হল।[১৬৩] আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ নবী ও রাসুল প্রেরনের যে মহান উদ্দেশ্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পাক পবিত্রতা অর্জণ তথা আত্মশুদ্ধি লাভ করা এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে মানব জাতির মধ্যে প্রচার ও প্রসরের লক্ষ্যে শাহ সুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) খানাকাহ, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মকলহে লিপ্ত ধর্মীয় গোঁড়ামী, অপসাংস্কৃতিতে নিজেদের আত্মগৌরবের সাংস্কৃতি ভুলা প্রায়, লোভ লালসা, হিংসা-বিদ্ধেষ আত্মঅহংকারে লিপ্ত মানব জাতিকে শরীয়তের বাহ্যিক অনুশাসনের পাশা-পাশি আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দীক্ষায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) ১২৭৮ হিজরী সন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন মাহফিলে ও মজলিশে হেদায়ত কার্য পরিচালনায় ওয়াজ নসিহত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ বাসস্থানে

---

[১৬২]. কুরআন (৬২:০২)
[১৬৩]. কুরআন (৮৭:১৪,১৫)

নিরবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিকতায় অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ক্রমান্বয়ে অর্জিত বেলায়তী ক্ষমতার অনন্য দ্বীপ্তি তখন সন্নিহিত এলাকা ছাড়িয়ে বিকশিত হতে থাকল পূর্বাঞ্চলের সর্বত্র। "মাইজভান্ডারী মাওলানা" "ফকির মৌলভী" নানান অভিধায় অভিষিক্ত হলেন। এভাবে তাকে সুখ্যাতি ও পরিচয় তরঙ্গের অভিঘাতের মত স্পর্শ করে যেতে থাকল মানুষের হৃদয়কে। আর এই অভিঘাতের পৌনপৌনিকতায় গড়া ফসল হলো- উঠেছ আজকের পরিচয়ে "মাইজভান্ডার দরবার শরীফ"। যা উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান এই অধ্যাত্মকেন্দ্র।[১৬৪]

ড: মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা বলেন- মাওলানা তাঁর সহজাত প্রতিভা ও গুনবান চরিত্র দ্বারা সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন। তাঁর সাধনা জীবনের সূচনালগ্নে নিজেকে মতিয়া বুরুজ মাদ্রাসা এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করেন। এই মাদরাসায় কিছু সময় শিক্ষকতা করার পর মাওলানা তাঁর জন্মভূমি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ জেলার লোকদেকে ইসলামী দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের বানী প্রচার ও মাহফিলে যোগদান করেন। মাওলানা ইসলামী আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি খানকাহ[১৬৫] নির্মাণ করেন যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের চিন্তার অনুষঙ্গ ভাগাভাগি এবং ফলপ্রসূ আলোচনা পরিচালনার জন্য একত্রিত হতো।[১৬৬]

বিখ্যাত গবেষক ও তাসাওউফতত্ত্ববিদ শিব প্রসাদ শূর বলেন- মাইজভান্ডারী তরীকার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নাফস বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসট প্রভৃতি যে সব নিন্দনীয় দোষগুলোর অস্থিত্ব রয়েছে সে গুলোকে পরিশুদ্ধ করার যে লড়াই, সে লড়াইয়ের শিক্ষা দেয়া। সুফীদের শিক্ষাই হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এই নফস বা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মৎ ও মাৎসর্যের কবল হতে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহর জিকির করতে হবে মাইজভান্ডার তরিকার সাধনা চর্চা ও অনুশীলন প্রণালী অনুসারে সাধককে আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে প্রধান শর্ত। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি কোন ধরনের কার্যকলাপ করা যাবে না। কোরআন হাদীসে বর্ণিত সকল বিধি বিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহ

---

[১৬৪]. খাদেমুল হাসনাইন , *অমৃত ধারা, [*আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী মাইজভান্ডর শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, আগস্ট- ২০০৫ *],* পৃ: ১২

[১৬৫]. খানকাহ : ইসলামের আধ্যাত্ম শিক্ষা কেন্দ্র। খানকাহ শব্দটি ফার্সী যার পরিচয় দিতে গিয়ে ড. আব্দুল মুনঈম মুজামু মুসতালাহাতুস সূফীয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, খানকাহ এমন ঘর যাতে সূফীরা অবস্থান করে থাকেন। পৃ: ৮৭

[১৬৬]. ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ,* (অনুবাদ শাহাবুদ্দীন নীপ), পৃ: ১৫৯-১৬০

তা'আলার সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ন আস্থাশীল থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী সম্পূর্ণরুপে পরিত্যাগ করতে হবে।[১৬৭]

ইন্তেকাল:

হেদায়াতের পথ প্রদর্শক বেলায়ত জগতের উজ্জল নক্ষত্র, বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীয়া যুগের সমাপ্তকারী ও বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীয়া যুগের সূচনাকারী এবং সেই বেলায়তে মোতলাক্বায়ে আহমাদীর সারসংক্ষেপ মাইজভান্ডারী তরিক্বার প্রবর্তক "মাহবুবে ছোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউছে ছমদানী, হাজত রওয়া মুশকিল কোশা, গাউসুল আজম শাহে দোআলম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (ক:)" মহান পবিত্র নবী র সর্ব সিফাতের আদর্শ ও অধিকারী হয়ে শেষকালে বিশ্ব বাসীকে কাঁদিয়ে বিশ্ব বাসীর নয়ন গোচরে মহান প্রভূর মহাজাতে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিয়ে ১২২৩ হিজরী ১৩১৩ বাংলা ১৯০৬ ইংরেজী ১২৬৮ মঘীয় ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলকদ সোমবার দিবাগত এক পবিত্র শুভ নিভৃত মুহুর্তে নিঝুম রাত ১.০০ টায় পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহর শুভ মিলনে বিশ্ববাসীকে ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।[১৬৮]

বিশ্ববাসী যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ:

যার অপেক্ষায় খোদার সৃষ্টি জগত অপেক্ষামান ছিল। যার আগমনে বিশ্ববাসী ধন্য যার পথ প্রদর্শনে খোদা হারা নবী হারা মানব জাতি আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল صلى الله عليه وسلم এর সন্ধান ও সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। যার অবদান পৃথিবী বাসীর কাছে চির অম্লান ও চির স্বরণীয় তাঁর প্রশংসায় দুই-এক কলম লেখা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় যুগ থেকে যুগে দেশ থেকে দেশান্তরে এই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে এ মহান ওলী সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণী, মনিষীগণের বাণী প্রদত্ত হলো।

১। মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী (রহ:) এর বানী :

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চেয়ারম্যান বিশ্ব বরণ্য আলেমে দ্বীন চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানার অধিবাসী সৈয়দ মাওলানা আজিজুল হক আল কাদেরী (রহ:) তিনি শেরে বাংলা হিসেবে

---

[১৬৭]. শিব প্রসাদ শূর, *সূফী জীবন দর্শন: চট্টগ্রামে অঞ্চল ভিত্তিক এ দর্শনের প্রভাব পর্যবেক্ষন*, [এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, সেশন: ২০০২-২০০৩ খ্রি:], পৃ: -১১৭

[১৬৮]. ডা: বরুন কুমার আর্চার্য, *সূফী সাধকের জীবন গাঁথা ও তাসাউফের মর্মকথা*, পৃ: ২৭

খ্যাত নজরে আক্বীদত পেশ করেন এই ভাবে- "হযরত শাহ আহমাদ উল্লাহ কাদেরী যিনি ভূখন্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আকতাব। তিনি মাইজভান্ডার সিংহাসনে গাউসুল আজম নামধারী বাদশাহ। রাসুল صلى الله عليه وسلم এর নিকট শ্রেষ্ট বেলায়তের দুটি তাজ বা সম্মানের প্রতীক ছিল। এর একটি জিলান নগরের বাদশা হযরত শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক:) এর মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত। যে কারনে সমস্ত আউলিয়াদের গর্দানে তাঁর পা মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত আউলিয়া তাঁর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য। অপর তাজটি নিশ্চিতভাবে হযরত শাহ আহমাদ উল্লাহ (ক:) এর মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত। যেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলের গাউসুল আজম বলে খ্যাত। সেই কারণে তাঁর রওজা মোবারক মানব দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাসেলের উৎসে পরিণত হয়েছে"।[১৬৯]

২। মাওলানা আব্দুল গনি কাঞ্চণপুরী (রহঃ) এর বাণী :

তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী, কামেল অলিউল্লাহ, সমকালীন আলেমগন যাকে "জ্ঞান সাগর" বলে আখ্যায়িত করেছেন হযরত মাওলানা আব্দুল গনী কাঞ্চণপুরী (রহ:) বলেন- মহা প্রভূর আসন রবি উদিত হয়েছে। মানবাকারে খোদার গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিভূবণ ছিল যাঁর আগমনের অপেক্ষায়, আজ সেই আশারফুলরাজ প্রস্ফুটিত হয়েছে। যাকে নিয়ে নবী আহমাদ মোস্তফা صلى الله عليه و سلم গৌরব করতেন, আজ সেই গৌরব, সুফিদের সার-তত্ত্বখনি জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মোস্তফা صلى الله عليه و سلم সর্বশেষ নবী এবং রেসালত প্রাপ্ত নবীদের বাদশা ছিলেন। সেরুপ হযরত গাউসুল আজম শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) বেলায়তে মোকাইয়াদ যুগের পরিণতিকারী। তিনি আউলিয়াদের বাদশাহ এবং দোজাহানের গাউসুল আজম বা পরিত্রাণকর্তা।[১৭০]

৩। শাহসুফী হযরত মাওলানা ছফি উল্লাহ (রহঃ) এর বাণী :

কলকাতা আলীয়ার প্রাক্তন শিক্ষক কুতুবে জামান শাহ সুফি মাওলানা ছফিউল্লাহ দাতাজী হিসেবে পরিচিত কেবলা (রহ:) বলেন, হযরত শাহ আহমাদ উল্লাহ (রহ:) এর মতো ওলী ছয়শত বৎসরের মধ্যে এরুপ ওলি আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাননি।[১৭১]

---

[১৬৯]. শেরে বাংলা আজীজুল হক আলকাদেরী, *দেওয়ানে আজীজ*, [ইসলামীয়া প্রেস, চট্টগ্রাম, সাল বিহীন], পৃ:-৩৯-৪০

[১৭০]. হযরত মাওলানা আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী, *আয়নায়ে বারী*, [শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা মদাদুল হক (মু: জি:), মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম, ২০০৭],পৃ. ১৪০, ১৫১

[১৭১]. শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা*, পৃ:- ৪৩

৪। মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ব্যারিস্টার আলহাজ্ব বজলুস সাত্তারকে বাংলাদেশী পরিচয় পাওয়ার পর বলেন- "You are lucky. You have come from the birth placc of Gausul Azam Hazrat Ahmadullah Maizvandari.[১৭২]

৫। ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম আদালত Mr Mackenjee বলেন- বঙ্গদেশে এসে মাইজভান্ডারী সম্বন্ধে বহু বিরুপ আলোচনা শুনেছি কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম মাইজভান্ডার সবকিছু।[১৭৩]

৬। ২৩/০১/৫৯ইং তারিখে আমিরিকান একজন সম্মানিত অতিথি রবার্ট ফাউলার সাহেব বলেন যে-

Iam extremly happy to have been a guest in the home of the religious leader and view the activities of a great fastival as is taking place we are apprcative of your wonderful hospitality. [১৭৪]

৭। প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রতি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস বলেন-মানব প্রেম, সামাজিক কল্যাণ ও আত্বিক সমৃদ্ধিতে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ আমাদের দেশে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ দেশে ইসলামের মহাবাণী প্রচারে মাইজভান্ডার দরবার শরীফের অবদান তাই অনস্বীকার্য।[১৭৫]

৮। বাংলাদেশ ইন্টার রিলিজিয়াস কাউন্সিল ফর পিস এন্ড জাস্টিসের পরিচালক ব্রাদার জার্লাথ ডি সুজা বলেন- "দ্বন্ধ সংঘাত বিক্ষুদ্ধ সময়ে ধর্মীয় ও নৈতিকতার উন্নয়নেই শুধুমাত্র বিশ্ববাসীকে শান্তি ও ইনসাফের পথ দেখাতে পারে। এই ক্ষেত্রে মাউজভান্ডারী দর্শন বিশ্ব মানবের সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস"।[১৭৬]

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন- "সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং অসম্প্রদায়িক গন চেতনার প্লাটফর্ম সৃষ্টিতে মাইজভান্ডার শত বছরের ইতিহাসে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই

---

[১৭২]. জামাল আহমদ শিকদার, *শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী*, [গাউসিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, চট্টগ্রাম, ২৬শে ডিসেম্বর-১৯৮৭], পৃ. ৪৩

[১৭৩]. শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা*, পৃ:-৯-১০

[১৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ:-১০

[১৭৫]. সৈয়দ সহিদুল হক ও ড. সেলিম জাহাঙ্গীর,*গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী ওফাত শত বার্ষিকী* ১৯০৬-২০০৬, [আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী, নভেম্বর- ২০০৫] প্রসঙ্গ, পৃ. ২৮

[১৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

প্রশংসনীয়। মাইজভান্ডারের আরেক উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব মাইজভান্ডারী গান। বাংলার লোকসংগীতে এ গান তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে"।[১৭৭]

১০। অধ্যাপক ড: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক **১৭.৪. ১৯৯৫** বাংলা একাডেমি সেমিনারে সভাপতির ভাষণে বলেন বাংলায় অধ্যাত্ব -চর্চা ও সঙ্গীতের ইতিহাসে মাইজভান্ডারী সঙ্গীত এক অপূর্ব সংযোজন। এ গানগুলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ও অনন্য শিল্পগুনে গুণান্বিত।[১৭৮]

১১। সাহিত্যিক জনাব আহমদ ছফা **১৭.৪. ১৯৯৫** ইংরেজী সনে বাংলা একাডেমী ঢাকা, সেমিনারের মূল প্রবন্ধতে বলেন-মাইজভান্ডার দরবার শরীফের হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ সাধনার যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন তার কতিপয় প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে। তিনি মানব মুক্তির এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন করেছেন যেখানে ধর্মে-ধর্মে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিরোধ এবং সংঘাতের বদলে অন্তর্নিহীত ঐক্যের প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার লাভ করেছে।[১৭৯]

১২। কবি ও সাহিত্যিক বেগম সুফিয়া কামাল বলেন যাঁরা যথার্থ ধার্মিক সত্যপথ সন্ধানী তাঁরা ইসলামের উদার সর্বজনীন মতবাদকে অবলম্বন করে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করে আজও দৃপ্তবাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। আধ্যাত্বিক ও বর্তমান জগতের গতিশীল প্রবাহে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রকৃত ইসলাম প্রচারে বহু দিনের ঐতিহ্যবাহী মাইজভান্ডার দরবার এই ঔদার্য, সত্যনিষ্ঠ, সুন্দর, মহৎ সাধনায় এই পৃথিবী মানবতার জয়গানে ইসলামের সত্য আলোকে উদ্ভাসীত সমাজ সুসংঘবদ্ধ হয়ে মানব জীবনকে শান্তিময় পথ প্রদর্শন করে সাম্যে, ঐক্যে, সেবায় মহিয়ান হয়ে থাকবে।[১৮০]

১৩। বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন-মাইজভান্ডারের দরগাহে "হালকা" ও সিমা প্রায় সব সময় বিশেষত বার্ষিক মেলার (উরস) সময় মহা সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। হালকা বৃত্তকার নর্তন মাওলানা রুমী প্রবর্তিত মৌলভী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ঠ। আর সিমা বা সঙ্গীত সাহায্যে মহিমাকীর্তণ চিশতিয়া খান্দানের বৈশিষ্ট্য। মাইজভান্ডারে নানা স্থানের বাউল ফকির ও মেলার সময় একতারা দোতারা হাতে ভীড় জমায়।[১৮১]

---

[১৭৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
[১৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
[১৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
[১৮০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[১৮১]. *জীবন বাতি*, ১৯৮২, পৃ. ২৫-২৬

১৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার বলেন-মানব কল্যানের জন্য মাইজভান্ডারী দর্শনের শান্তির ললিতধারা বয়ে চলবে অনন্তকাল ধরে।[১৮২]

১৫। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন বলেন শাহ জালাল পীরের মতোই মাইজভান্ডারের সুপ্রসিদ্ধ পীর হযরত আহমাদ উল্লাহ সাহেবের জীবনের প্রকৃত মহিমা জানা যায় না। তাঁর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আড়ালে পড়েছে। এই পীর সাহেবের জীবনে যে অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনা, সহৃদয় প্রবনতা ছিল তা কল্পনা করতে পারি।[১৮৩]

১৬। শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক প্রথম ওকালতি পাশ করে হযরত আকদছের খেদমতে উপস্থিত হন এবং উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি একদিন প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (ক:) ও বাবা বোস্তামীর সুনজর যতদিন তাঁর প্রতি বর্তমান থাকবে ততদিন কোন শক্তিই তাঁর মাথা নত করাইতে পারিবে না, তাঁর জয় সুনিশ্চিত। তিনি তাঁদের সুনজর কামনা করেন।[১৮৪]

১৭। প্রখ্যাত মোফাচ্ছিরে কোরআন ও কোরানুল কারীমের বাংলা অনুবাদক ভূত-পূর্ব সাবরেজিষ্টার ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মৌলভী আইয়ুব আলী ছাহেব লিখিত "হযরত গাউসুল আজম শাহ আহমাদ উল্লাহ সাহেব চট্টগ্রাম" নামক প্রশংসাসূচক কবিতাটি নিম্মে উল্লেখ করা হল।

হ- হয়েছে উজ্জ্বল ধারা কিরণে তোমার।

জ-জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার

র-রাহিবে তোমার নাম 'এই নশ্বর ভবে।

ত- তপন বিমান দেশে যতদিন রবে।।

গ-গগনে উঠিয়া কভু যদিও মিহির

উ-উজ্জ্বলিত করে ধরা বিনাশে তিমির ।।

ছ-ছলবল পূর্ণ কিন্তু বিশাল সংসার।

ল- লভিয়াছে নিত্য জোতি : প্রভাবে তোমার।

আ– আশা-সবেমানুষের ফুল্ল ইন্দিবর।

---

[১৮২]. সৈয়দ সহিদুল হক ও ড. সেলিম জাহাঙ্গীর , *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর ওফাত শত বাষিকী ১৯০৬-২০০৬ প্রসঙ্গ*, পৃ. ৩৬

[১৮৩]. *মুর্শীদী গান*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭], পৃ: ৬০

[১৮৪]. শাহ সুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) , গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পৃ -১০৩

জ- জয়গান করে তবে কত মধুকর।

ম-মধুকর মধু লোভে করয় গুঞ্জন ।

সা-সাধুগন সাধে গায় তোমার গায়ন।।

হ- হজ্জ ব্রত নিরাপদ নগরে যেমন ।

মাখদেশে তব দ্বারে মহা সম্মিলন।

আ- "আহাদ ছমদ" নাম সুরা এখলাছে।

হা-হাসি হাসি পশে মীম আহাদে হরষে।

ম- মনোভিষ্ট হল পূর্ণ মীমের তখন ।

দ- দরশনে আহমদ আহাদ গোপন।।

উ- উজ্জ্বলিত হৃদাগার তাহার নিশ্চয়।

ল-নেয় সেবা বিভুনাম নিত্য মধুময়।।

লা- লাহুত সাগরে মগ্ন ক্রমে সেই জন।

হ-হর্ষ মনে রবি শশী করায় দর্শন।।

সা- সাধনা কামনা ফলে পুরে মনোরথ।

হে- হেরেছে "নজম সুরা" শমস " অবিরত।

ব- বশীভূত ষড় রিপু করিবে যখন

অন্বেষনে সখা মনে তোমার মিলন।

চ.চয়ন করেছি ফুল স্বর্গীয় কাননে

ট-টলমল পরিমল আশ্চর্য দর্শণে

ট- টলিবে মুনির মন হেরী নবহার।।

গ- গগনের মাঝে যথা নক্ষত্র প্রচার।

রা- রাত্রে শুধু তারা রাজি হয় বিভাসিত।

ম- মম মালা দিবা নিশি রবে উজ্জল্লিত।[১৮৫]

[১৮৫]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওয়ার হোসইন (রহ) মাইজভান্ডারী, বেলায়তে মোতলাকা, পৃ. ৪২ -৪৩; ড. সেলিম জাহাঙ্গীর , মাইজভান্ডারী দর্শন, পৃ: - ৬৭-৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও শিক্ষকগণঃ

বিদ্যা অর্জন বা জ্ঞানার্জন (১২৬০ -১২৬৮ হিজরী/ ১৮৪২-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ):

জ্ঞানার্জন ইসলামের মৌলিক নীতির একটি। বলা হয় "অজ্ঞ (ব্যক্তি) পশুর সমান "। মানব জাতির প্রথম স্তরের পথ প্রদর্শক নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজেইশিক্ষাদান করে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মোজতাবা ﷺএরশাদ করেন- إنما بعثت معلما তথা, নিশ্চয়ই আমি শিক্ষকরুপেই প্রেরিত হয়েছি।[১৮৬] আল্লাহ তা'আলা যাকে নবীর ওয়ারিছ হিসেবে পাঠালেন তাকে অবশ্যই প্রথমে হেদায়াতের জ্ঞানে আলোকিত হতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল-মাইজভান্ডারী বাল্যকাল থেকে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। উল্লেখ্য যে, হযরতের জ্ঞানার্জন বা শিক্ষার্জনকে ৩ স্তরে ভাগ করা যায়।

১. প্রাথমিক শিক্ষা
২. মাধ্যমিক শিক্ষা
৩. উচ্চ শিক্ষা

এই পরিচ্ছেদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। আর উচ্চতর জ্ঞানার্জন বা উচ্চ শিক্ষাকে অভিসন্দর্ভের রুপরেখা অনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোক পাত করব।

প্রাথমিক শিক্ষা :

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আাহমাদ উল্লাহ (ক:) এর বয়স যখন চার বছর চারমাস হয় তখন পারিবারিক নিয়ম অনুসারে তাঁকে যত্নসহকারে মক্তবে পাঠানো হয়। মক্তবেই তিনি কুরআন শরীফ সহ আরবী, বাংলা ইত্যাদি খুবই আন্তরিকতার সাথে সবক আদায় করতেন। মক্তবে কখনো তাঁর সহপাঠিদের সাথে বাক-বিতন্ডা, ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি ইত্যাদি স্বভাবসূলভ কোনো ঘটনা ঘটেনি। তিনি সবার সাথে মিলে-মিশে থাকতেন। সকলেই তাঁকে স্নেহ করত এবং অনেক ভালবাসত। এভাবে তিনি অতি অল্প সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

[১৮৬]. *সুনানে ইবনে মাযাহ*, হাদীস নং -২২৯

মাধ্যমিক শিক্ষা :

জ্ঞানার্জনে হযরতের অদম্য স্পৃহার কারণে জাগতিক শত বাধা তাকে মক্তবে ধরে রাখতে পারেনি, বরং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমিক স্তর বা পর্যায় সমাপনের লক্ষে ফটিকছড়ি থানার আজিমপুর গ্রামের প্রখ্যাত কামেল, ছাহেবে কশফ তথা অন্তচক্ষু সম্পন্ন মাওলানার কাছে সোপর্দ করা হল। যার নাম মাওলানা মোহম্মদ শফি সাহেব (রহ:) যিনি শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) এর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গুরু ছিলেন। যার হাতে তিনি আরবী সাহিত্য নাহু ছরফ সহ মাধ্যমিক স্তরের কিতাবগুলো সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেন। ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা বলেন- "গ্রামের মক্তব থেকে মাওলানা তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এর পর ফটিকছড়ি থানার আজিম নগরের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিখ্যাত পন্ডিত মাওলানা মুহাম্মদ শফির কাছে শিক্ষা লাভ করেন"।[১৮৭]

উচ্চ শিক্ষা :

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ রহ. আল মাইজভান্ডারী নিজ এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই অমিয়বাণী اطلبوا العلم ولو بالصِّين অর্থাৎ, "জ্ঞান অন্বেষণে প্রয়োজনে তোমরা চীন দেশে যাও" প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে।[১৮৮] জ্ঞানার্জনের জন্য দূরে যেতে হলেও তোমরা যাও এবং জ্ঞানার্জন কর। এ হাদিসে পাকের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১২৬০ হিজরীতে (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[১৮৯]

উল্লেখ্য যে, তখনকার সময়ে ধর্মীয় উচ্চশিক্ষা অর্জনে দেশের বাহিরে ভ্রমণ করতে হতো। হযরত কেবলা ১২৬৮ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বৎসর আন্তরিকতা, অধ্যাবসায়ের সাথে তাফসীর, হাদীস, ইলমে মানতিক, হেকমত, বালাগাত, উসূল, আক্বাইদ, ফালসাফা, ফরায়েজ শাস্ত্রে সুনামের সাথে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে মাদ্রাসা থেকে স্কলারশিপ হাসিল করেন। হযরত শাহ সূফী আহমাদ উল্লাহ রহ. মাইজভান্ডারী একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ছিলেন। তিনি এ সময়ে শরীয়ত ও তরিকতের জটিল কঠিন মাসয়ালার সমাধান দেয়া সহ আরবী, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ বিষয়ে ড. শেহাবুল হুদা বলেন, "প্রাথমিক শিক্ষা শেষে জ্ঞান লাভের পিপাসায় মাওলানা ১২৬০ হিজরী (১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার মাদ্রাসা-ই-

---

[১৮৭]. ড.মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ মূল* (অনুবাদ শাহাব উদ্দিন নীপু), পৃ. ১৫২

[১৮৮]. ইমাম বায়হাকী, *শুয়াবুল ইমান, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ]*

[১৮৯]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:), *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ:৪৬

আলিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ও দর্শন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে অসামান্য কৃতিত্বের সাথে তার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।[১৯০]

শিক্ষকগণঃ

হযরত শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহঃ) আল-মাইজভান্ডারী যেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জ্ঞানার্জন স্থানীয় মক্তবে ও আজিমপুর নগরে সম্পন্ন করেন এবং বর্তমান সময়ের মতো স্কুল,কলেজ মাদ্রাসার তেমন ব্যবস্থাও ছিল না। নির্ধারিত কোন শিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জন করতে হতো তাই উল্লেখযোগ্য হযরতের শিক্ষাগুরু হিসেবে যাদের আমরা দেখতে পাই তাঁরা হলেন-

- মা-বাবা
- মক্তবের হুজুর
- প্রখ্যাত আলেমে রাব্বানী, সাহেব কশফ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রহঃ)।[১৯১]

হযরত সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহঃ) এর উপর লিখিত বই, সাময়িকীঃ

১. বেলায়তে মোতলাক্বা, কৃতঃ খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহঃ) আল মাইজভান্ডারী
২. অমৃত ধারা, কৃতঃ খাদেমুল হাসনাইন
৩. সূফী জীবন দর্শনঃ চট্টগ্রামে অঞ্চল ভিত্তিক এ দর্শনের প্রভাব পর্যবেক্ষন কৃতঃ শিব প্রসাদ শূর । (*আংশিক*)
৪. চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ মূল : ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, অনুবাদ শাহব উদ্দীন নীপু। (*আংশিক*)
৫. সুফিসাধকের জীবন গাঁথা তাসাউফের মর্মকথা, পৃঃ ২৭, কৃত : ডাঃ বরুন কুমার অচার্য, প্রকাশ কালঃ- ১৯ শে ডিসেঃ ২০১৮। (*আংশিক*)
৬. আল কুরআন ও মাইজভান্ডারী ত্বরীকার আলোকে আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশনা, কৃতঃ শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফল হক।
৭. তাওহীদে আদয়ান, কৃতঃ অধ্যাপক জহুরুল আলম, প্রকাশ ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮।
৮. মাইজভান্ডার শরীফ ও প্রসঙ্গ কথা কৃত : খাদেমুল হাসনাইন

---

[১৯০]. ড. শেহাবুলহুদা (অনুবাদ- শাহাব উদ্দিন নীপু), *চট্টগ্রামের সুফিসাধক ও দরগাহ*, পৃ. ১৫২

[১৯১]. শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহঃ) মাইজভান্ডারী, গাউসুলআজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ৪৭; ড.মুহাম্মদ শেহেবুল হুদা, চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ মূল (অনুবাদ শাহাব উদ্দিন নীপু), পৃঃ১৫২

৯. মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রা:) জীবন ও দর্শন, কৃত ! মাহবুবা ইয়াসমিন।

১০. আব্দুল হক চৌধুরী রচনাবলী পৃ: ২ প্রকাশ:-জুন ২০১৩। (*আংশিক*)

১১. গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, কৃত : শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী (রহ:)

১২. মাইজভান্ডার সন্দর্শন কৃত : ড. সেলিম জাহাঙ্গির

১৩. মাসিক জীবন বাতি, জুলাই/ আগষ্ট ,২০০৮।

১৪. শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব কৃত: মাহবুব- উল- আলম।

১৫. জীবন বাতি ১৯৮২

১৬. মুর্শীদী গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

১৭. গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শত বর্ষের আলোকে, কৃত: ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ- জানু. ২০০৭।

১৮. মাইজভান্ডারী দর্শন, কৃত: ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০০২ ও মে, ২০০১

১৯. মাদ্রাসা-ই আলিয়ার ইতিহাস, কৃত: মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র), প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী- ২০১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারামতঃ

دست اواز غاءبان كوتاه نيست

دست اوازجزقبضہ الله نيست

তাঁর হাত গায়েবের হাত সোজা কথা নয়

তাঁর হাত কুদরতের হাতের অংশও নয়।[১৯২]

কারামত (كرامة একবচন- singular Number), বহুবচনে- plural Number (كرامات)। এটি সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব, আলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি বলে।[১৯৩]

পারিভাষিক অর্থ :

هى إسم من الإكرام والتكريم وفى الإصطلاح فعل خارق للعادة غير مقترن بالتحدى وادعاء النبوة

অর্থাৎ, কারামত হচ্ছে تكريم و إكرام তথা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানে সম্মানীত করার নাম। পরিভাষায়- এমন কর্ম যা মানুষের অভ্যাসের পরিপন্থী (অলৌকিক, Miracle) এবং যাতে প্রতিযোগীতা ও নবুয়্যাতের দাবী মিশ্রিত নয়।[১৯৪] আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত প্রসঙ্গে মহা গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা عليه السلام এর সম্মানীত আম্মাজানকে লক্ষ করে বলেন: هزى إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا -অর্থ: তুমি খেজুর গাছের গোড়া ধরে নিজর দিকে ঝাকা দাও গাছ থেকে পাকা খেজুর পরবে।[১৯৫] উল্লেখ্য যে, খেজুর গাছটি ছিল শুষ্ক (كانت يابسة)[১৯৬]

হযরত সুলাইমান عليه السلام যখন তাঁর সভাসদদের বললেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আছযে, রাণী বিলকিস ও তার অনুসারীরা মুসলমান হয়ে আমার কাছে আসার আগে তার সিংহাসন খুবই অল্প সময়ে আমার নিকট আনতে পারবে? তখন "ইফরীত" নামক জ্বীন বলেছিল আপনি সিংহাসন থেকে উঠার আগে আমি তার

---

[১৯২]. এ এফ এম আব্দুল মাজীদ রুশদী (রহ:), হযরত কেবলা, [৫ম সংস্করণ, ডিসে: ২০১৪ ইং], পৃ. ৬১

[১৯৩]. *আল্ মুজামুল ওয়াসীত*, [হোসাইনীয়া কুতুব খানা দেওবন্দ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬], পৃ. ৭৮৪ ; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, [রিয়াদ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, জানুয়ারি-২০১৪], পৃ. ৮১৯

[১৯৪]. আব্দুল মালেক, *কামূসুল মুসত্বলহাত*, [প্রকাশক- সালাম লাইব্রেরী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি], পৃ. ১৮৩

[১৯৫]. কুরআন (১৯:২৫)

[১৯৬]. আহমাদ মুহাম্মদ আস-সাাভী, *হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরে জালালাইন*, [দারুল গাদিল জাদীদ, মিসর, ২০১০, ৩য় খন্ড], পৃ. ৫৬৪

সিংহাসন এখানে নিয়ে আসব। আরো দ্রুততম সময়ে আনার জন্যে হযরত সুলাইমান عليه السلام ইচ্ছা করলে তাঁর উম্মতের মধ্যে একজন আলেম আল্লাহর অলী বলেছিলেন, যা আল্লাহ তা'আলা হেকায়াতান এভাবে বলেন قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ـــ ربى -"যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল (আসিফ বিন বরখিয়া) তিনি বলেন, আমি তা- (রানী বিলকিসের সিংহাসন) আপনার চোখের পলক পরার পূর্বেই এখানে নিয়ে আসব। আর সাথে সাথে যখন সিংহাসনটি হযরত সোলাইমান عليه السلام দেখলেন, তখন তিনি বললেন- এটা আমার আমার প্রভূর করুণা।[১৯৭] উল্লেখ্য যে, বিলকিসের সিংহাসনটি ছিল এক বা চার থেকে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রা:) বলেন- - كانت بلقيس على فرسخ তথা, "বিলকিস ছিল এক ফরসখ[১৯৮] দূরত্বে"।[১৯৯]

এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বা বিশ্বাস হল- كرامات الأولياء حق তথা আল্লাহর ওলীদের কারামত সত্য। [২০০] আক্বীদাতুত ত্বহাভীর মধ্যে বলা হয়, نؤمن بما جاء من كراماتهم وضح من الثقات من رواياتهم- -অর্থাৎ, আমরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা) আল্লাহর ওলীদের কারামত বিষয়ক যা কিতাবে এসেছে তা বিশ্বাস করি এবং এ ব্যাপারে ছেক্কা বর্ণনাকারীদের থেকে সঠিক বর্ণণা রয়েছে।[২০১]

যেহেতু শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী র উম্মতের মধ্যে বেলায়তের সর্বোচ্চ স্তরের ওলী তাই তাঁর দীর্ঘ পবিত্র জীবনে (১৮২৬- ১৯০৬) জন্ম থেকে ইন্তিকাল ও অদ্যবধি পর্যন্ত এত বেশী কারামত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়েছে যা লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবে না। তথাপি অত্র গবেষনায় শাহ সুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) এর কারামতকে ৩ ভাগে বিভক্ত করছি-

১. শিশু অবস্থায় প্রকাশিত কারামত।
২. বেলায়ত অর্জন প্রকাশের পর কারামত।
৩. ইন্তিকালের পর প্রকাশিত কারামত।

এ পরিচ্ছেদ প্রথম প্রকার তথা শিশু কালে প্রকাশিত কারামতকে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি:

---

[১৯৭]. কুরআন (২৭:৪০)
[১৯৮]. এক (০১) ফরসখ = ৫ বা ৫.৫ কিলোমিটার
[১৯৯]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-আসরী আল কুরতুবী(রহ:), *আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন* (প্রসিদ্ধ তাফসীরে কুরতবী), [মাকতাবাতুত তাউফিকিয়্যাহ মিশর, খন্ড ১৩- ১৪], পৃ. ১৬৪
[২০০]. মাসউদ বিন ওমর বিন আব্দুলাহ (৭১২-৭৯১), *শরহে আকাইদে নাসফী*, [কুতুবখানা আমজাদিয়াহ দিল্লী, ২০১২ খ্রি.], পৃ: ১৯৬
[২০১]. আল্লামা সদরুদ্দীন আলী বিন আলী, *শরহুল আক্বীদাতীত ত্বহাভী*, পৃ. ২৭৭

এক :

তিনি যখন দুই বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন তখন আপনা-আপনি মায়ের দুধ পান ছেড়ে দেন। অথচ একটা ছোট দুধের শিশুকে দুধ ছাড়াতে মা-বাবা আত্মীয় স্বজনকে কত বেগ পেতে হয়। ইসলামের পুনঃজীবন দানকারী শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ:) দুগ্ধ পান অবস্থায় রমযান শরীফে সাহরী ও ইফতারীর সময়ে মায়ের দুধ পান করে শিশুকাল থেকে আল্লাহর কালামের অনুসরণ করেছেন,- ثم أتموا الصيام إلى اليل তোমরা রোজাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিপূর্ণ কর।[২০২] অনুরুপ ভাবে শাহ সুফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) শিশুকালে আল্লাহ তা'আলার এই হুকুমকে আপনা-আপনিই পালন করেন- والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين অর্থাৎ মায়েরা তাদের দুগ্ধ পুষ্য শিশু কে পরিপূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করাবে।[২০৩] শৈশবেই তার অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা, আধ্যাত্ম ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা লক্ষনীয় ছিল।

হযরতের দৌহিত্র শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) বর্ণণা করেন- "তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার মাতার দুধ পানে ক্ষান্ত দেন। তিনি যেন শিশু প্রকৃতির আড়ালে বসিয়া আল্লাহ তা'আলার কোরাআনে বর্ণিত আদেশ পালন করেছিলেন। এতে তাঁহার মাতা বিস্মিত হলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যান্দে শোকরীয়া আদায় করলেন। কারণ দুধ ছাড়াতে কোনো কষ্টবোধ হলো না।[২০৪]

---

[২০২]. কুরআন (০২:১৮৭)
[২০৩]. কুরআন (০২:২৩৩)
[২০৪]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:), *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ:৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্চ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা-খিলাফত প্রাপ্তি এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও খেলাফত প্রাপ্তিঃ

হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা হাসিল করার পর মানব সমাজকে ধর্মের পথে আহবান করতঃ দিন রাত ওয়াজ মাহফিল, নসিহত ও হেকমত পূর্ণ কথার মাধ্যমে দ্বীনের কার্যক্রম চলমান রাখেন। একদা শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) পালকিযোগে মাহফিলে যাওয়ার পথে সুদূর বাগদাদ থেকে আগত হযরত পীরানে পীর গাউসুল আজম মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশধর এবং কাদেরিয়া তরিকার খলিফা সুলতানুল হিন্দ গাউছে কাউনাইন শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ আল কাদরী লাহুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। যোহরের নামাযের পর তখন তিনি তার মুরিদদের সাথে নিয়ে পূর্ণ চন্দ্রাকৃতিতে বসে শরীয়ত ও তরিকত এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপরত ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার ওপর ইলহাম হয়, হে জ্যোতির্ময় লালধারী আবু শাহমা! তোমার বাঞ্ছিত মুরাদ[২০৫], অতুলনীয় উপযোগী পাত্র আসিতেছেন তাহাকে অতিসত্বর সাদরে গ্রহণ কর।[২০৬]

ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে তারই অন্যতম শীষ্য এনায়েত উল্লাহ কে পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনেন এবং হযরতকে অনেক আপ্যায়নের মাধ্যমে গাউছিয়তের ফয়েজ ও খেলাফত প্রদান করেন এবং তাঁরই আদেশে তাঁরই বড় ভাই শাহসুফি সৈয়দ দেলোয়ার পাকবাজ মুহাজিরে মাদানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) থেকে এত্তেহাদী কুতুবিয়তের ফয়জ অর্জন করেন। এভাবে তিনি জাহিরি-বাতিনী, শিক্ষাদীক্ষা, ফয়জে এত্তেহাদী, এলমে লাদুনী হাসিল ও কঠোর মোরাকাবা, মোশাহেদা এবং মোজাহাদার মাধ্যমে বেলায়েতের সর্বোচ্চ মকাম কুতুবুল আকতাব গাউছুল আজমের পদবী অর্জন করেন।[২০৭]

উল্লেখ্য যে, হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী রহ. কলকাতা আলিয়ায় অধ্যয়নের দীর্ঘ সময় সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপূরী (রহ:) এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যা ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা এভাবে বর্ণনা করেন যে, "মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ ১৮৪৪-১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ (১২৬০-১২৬৮ হি.) পর্যন্ত নূর মুহাম্মদের অভিভাবকত্ব এবং তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সুফি নূর মুহাম্মদের সাথে মাওলানার দীর্ঘ সময়কে বিবেচনায়

---

[২০৫]. যাকে খোদা প্রদত্ত নেয়ামত দেওয়ার জন্য পীর মুর্শিদ অপেক্ষায় থাকেন তরিকতের ভাষায় তাকে মুরাদ বলে

[২০৬]. শাহসুফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন রহ., *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, পৃ. ৫২,

[২০৭]. শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন রহ. মাইজভান্ডারী, *বেলায়েত মোতালাকা*, , পৃ. ৪০-৪১

আমরা একথা বলতে পারি যে, মাওলানা কেবল ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞানই অর্জন করেননি, সুফি নূর মোহাম্মদের কাছ থেকে ইলমুত তাসাওউফের জ্ঞানও অর্জন করেছেন”।

ড. মুহাম্মদ শিহাবুল হুদা ‘বাংলাদেশের সুফি সাধক’ নামক বইয়ের লেখক রশিদ আহমদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন, “কলিকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি হযরত মাওলানা শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ নিজামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে বহুদিন সাধনার পর কামালিয়াত হাসিল করেন”।[২০৮]

[২০৮]. ড. মুহাম্মদ শেহাবুল হুদা, চট্টগ্রামের সুফী-সাধক ও দরগাহ, (অনুবাদ- শাহাবুদ্দিন নীপু), পৃ. ১৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণ

এ আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, আধ্যাত্মিকতায় যাদের কাছ থেকে হযরত শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা আহমদ উল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফয়জ ও খেলাফত প্রাপ্ত হন তাঁরা হলেন- ১. সুলতানুল হিন্দ শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ২. পীরে তরিকত হযরত শাহসুফি সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৩. মুজাহেদ আলেম শাহ সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহ)

হযরত সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী রহ. এর তরিক্বতের সনদ[২০৯]:

১। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমাদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

২। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

৩। ইমাম হোসাইন রা.

৪। ইমাম জয়নুল আবেদীন রা.

৫। ইমাম মুহাম্মদ বাকের রহ.

৬। ইমাম জাফর সাদেক রহ.

৭। ইমাম মূসা কাজেম রহ.

৮। ইমাম আলী ইবনু মূসা রেযা রহ.

৯। হযরত মারুফ কারখী রহ.

১০। হযরত সিররি সকতি রহ.

---

[২০৯]. শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী রহ., *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, [আলহাজ্ব শাহসূফী ডা: সৈয়দ দিদারুল হক (মুঃ জিঃ), জানু ২০০৭ খ্রি.], পৃ. ২১৬-২১৭

১১। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রহ.

১২। হযরত আবু বকর শিবলী রহ.

১৩। হযরত শেখ আব্দুল আজিজ তমিমী রহ.

১৪। হযরত আবুল ফজল আব্দুল ওয়াহেদ আত তামিমী রহ.

১৫। হযরত আবুল ফরহা ইউসুফ তরতুসী রহ.

১৬। হযরত মৌলানা আবুল হাসান কোরাইশী রহ..

১৭। হযরত আব সাঈদ রহ.

১৮। হযরত মহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহ.

১৯। হযরত শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহ.

২০। হযরত নিজামুদ্দীন গজনবী রহ.

২১। হযরত সৈয়দ মোবারক গজনবী রহ.

২২। হযরত সূফী নজমুদ্দী গজনবী রহ.

২৩। হযরত সূফী কুতুব উদ্দীন রওশন জমির রহ.

২৪। হযরত সূফী ফজলুল্লাহ রহ.

২৫। হযরত সৈয়দ মাহমুদ রহ.

২৬। হযরত নাসিরুদ্দীন রহ.

২৭। হযরত সূফী তক্বিউদ্দীন রহ.

২৮। হযরত সূফী নেজামুদ্দীন রহ.

২৯। হযরত সৈয়দ আহলুল্লাহ রহ.

৩০। হযরত সৈয়দ জাফর হোসাইন রহ.

৩১। হযরত সূফী খলিলুদ্দীন রহ.

৩২। হযরত মৌলানা মুহাম্মদ মোনায়েম রহ.

৩৩। হযরত সুফী মোহাম্মদ দায়েম রহ.

৩৪। হযরত সুফী আহমদ উল্লাহ রহ.

৩৫। হযরত হাজী সুফী লকিয়াত উল্লাহ রহ.

৩৬। হযরত সুফী সৈয়দ মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী রহ.

৩৭। হযরত সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ রহ.

তাঁর খলিফাগণঃ

কবির ভাষায়,

"চল গো প্রেম সাধুগন প্রেমেরী বাজার

প্রেমের হাট বসাইয়াছেন মাইজভান্ডার মাজার

সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছেধন

সাধুগনের প্রান হরিয়ে করেন যে পার

প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে সেকান্দরী

আয়না তাতে করেন তৈয়ার"।[২১০]

হযরত শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ রহ., যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে তথা মানব জাতিকে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথের দিশা দেওয়ার জন্যই গাউসুল আজম করে এ ধরার বুকে প্রেরণ করেন। তাই তাঁর সংস্পর্শে যে-ই এসেছে সে-ই ব্যক্তি পরশ পাথরে পরিণত হয়েছে। তার ছোহবতের এতবেশী প্রভাব ছিল যে, তাঁর সামনে যারাই এসেছে তাদের মুর্দা ক্বলব জীবিত হয়ে যেত, তাঁর ফয়ূজাতের বদৌলতে তাদের মধ্যে আল্লাহ প্রেম সৃষ্টি হতো। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ এর প্রেমের সুধা অধিক হারে পানের জন্য মত্ত হতেন। অবশেষে তারা এই পথে কামালিয়াত অর্জন করে হযরতের নির্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ এর নির্দেশিত পথের সন্ধান দেন। এমন অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ আলেম উলামা ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁর বেলায়তের বিশেষ নেয়ামত ও খেলাফত পেয়ে ধন্য হয়ে তাঁর অন্যতম শিষ্যে পরিণত হয়েছেন তাদের মধ্যকার কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

১. মৌলানা শাহসুফী অছিয়র রহমান সাহেব রহ., চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২। কাজী আছদ আলী সাহেব রহ., আহলা মৌজা, চট্টগ্রাম।

---

[২১০]. ডা.বরুণকুমার আচার্য, *সুফি সাধকের জীবনগাঁথা তাসাউফের মর্মকথা*, পৃ: ৩১

৩। আব্দুল আজিজ সাহেব রহ., খিতাপচর, চট্টগ্রাম।

৪। মৌলভী আমিরুজ্জামান সাহেব রহ. পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৫। আব্দুর রাজ্জাক সাহেব প্রকাশ হাকিম শাহ রহ. সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

৬। মৌলানা আমিনুল হক্ব হারবাঙ্গিরী রহ., বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৭। মৌলভী মুজিবুল্লাহ সাহেব রহ., রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮। খলিলুর রহমান সাহেব রহ., রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৯। মৌলানা রাহাতুল্লাহ সাহেব রহ., রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

১০। মোহছেন আলী রহ., বাশখালী, চট্টগ্রাম।

১১। আমানুল্লাহ আলী রহ., বাশখালী, চট্টগ্রাম।

১২। ফরিদুজ্জামান আলী রহ., সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৩। আফাজুদ্দিন আলী রহ., কালারমার ছড়া, মহেশখালী, কক্সবাজার।

১৪। আব্দুল আজিজ মন্ডল, আরকান, বার্মা।

১৫। মিয়া হোছাইন রহ., খেনুদি, আরকান, বার্মা।

১৬। আব্দুল হামিদ রহ., বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১৭। আব্দুল আজিজ রহ., সোনাপুর, নোয়াখালী।

১৮। আব্দুর রহমান রহ., কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

১৯। রেজোয়ান উদ্দীন রহ. শাহনগর, চট্টগ্রাম।

২০। মৌলভী মহব্বত আলী রহ. ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

২১। রহিম উল্লাহ রহ., রাউজান, চট্টগ্রাম।

২২। মৌলানা হাফেজ, কারী মোহাদ্দেছ সৈয়দ তফাজ্জল হোছাইন সাহেব রহ. মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।

২৩। মুফতি সৈয়দ আমিনুল হক্ব রহ., ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

২৪। করিম বক্স, প্রকাশ বজলুল করিম মন্দাকিনী রহ. , চট্টগ্রাম।

২৫। সৈয়দ ইউসুফ আলী সাহেব, হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৬। আব্দুল কুদ্দুস সাহেব রহ., হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৭। এয়াকুব গাজী রহ., শ্রীপুর, নোয়াখালী।

২৮। মৌলভী নজির আহমদ প্রকাশ নজির শাহ রহ. সীতাকুন্ড, মাজার স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

২৯। হাছি মিয়া রহ. চারিয়া, চট্টগ্রাম।

৩০। এবাদুল্লাহ শাহ রহ. হারবাং, চকরিয়া, কক্সবাজার।

৩১। জাফর আহমদ প্রকাশ মামু ফকীর, রেঙ্গুন, বার্মা।

৩২। বাচা মিয়া ফকির, কাউখালী, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

৩৩। বাচা শাহ রহ, ফতেয়পুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৪। শাহওয়ালী মস্তান রহ, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৩৫। সৈয়দ আব্দুল মজিদ রহ., আজিম নগর, চট্টগ্রাম।

৩৬। আব্দুর রহমান সাহেব রহ, ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩৭। আব্দুল জলিল প্রকাশ বালু শাহ রহ., ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৮। আমিনুল হক পানি শাহ রহ., ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩৯। মতিয়র রহমান শাহ রহ, পূর্ব ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

৪০। মৌলানা এয়াকুব নূরী রহ., নোয়াখালী।

৪১। আব্দুল আজিজ রহ., কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

৪২। আশরাফ আলী রহ., দুগাইয়া, চান্দপুর, কুমিল্লা।

৪৩। আব্দুল আজিজ রহ., ফেনী।

৪৪। আলী আজম রহ., মন্ডল, নোয়াখালী।

৪৫। আব্দুল গফুর প্রকাশ কম্বলী শাহ রহ., মোহনপুর, ফরিদপুর।

৪৬। মৌলভী গোলাম রহমান রহ. বরিশাল।

৪৭। মৌলানা সৈয়দ আব্দুল হাদী রহ., কাঞ্চনপুর , চট্টগ্রাম।

৪৮। সৈয়দ আব্দুল গণি, রহ, কাঞ্চনপুর , চট্টগ্রাম।

৪৯। সৈয়দ আব্দুচ্ছালাম, কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

৫০। মৌলভী সৈয়দ ফয়জুল হক্ব ফানিফিল্লাহ, নিজপুত্র, মাইজভান্ডার।

৫১। মাওলানা আমিনুল হক্ব ওয়াছেল, নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র, মাইজভান্ডার।

৫২। সৈয়দ আব্দুল গফুর শাহ, সরোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

৫৩। মৌলানা কুতুবে রাব্বানী, মাহবুবে সোবহানী, গাউসুল আজম বিল বেরাছত সৈয়দ গোলামুর রহমান কঃ

৫৪। মোহাম্মদ আব্দুর রহমান কঃ প্রকাশঃ ফকির শাহ আব্দুল্লাহ দরবেশ, বাঞ্ছারামপুর (বড় বাড়ি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৫৫। আফজল শাহ পাটোয়ারী, হাদগাও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

হযরতের অসংখ্য খলীফার মধ্যে ৫৬-৫৭ নং খলীফার নাম সরেজমিনে পাই।

৫৬। শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুচ (রহঃ) আল-মাইজভান্ডারী, ডুমুরিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৫৭। তাঁরই দোহিত্র শাহ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল হুদা ছাহেব কেবলাকে ১৯৭৭ ইংরেজিতে তার বাড়ীতে এসে গাউসুল আজম শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (কঃ) আল মাইজভান্ডারী এবং শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা গোলামুর রহমান (রহঃ) বাবা ভান্ডারী স্বপ্নযোগে বেলায়ত ও খেলাফতের মুকুট পরিয়ে এবং ফয়ূজাত দিয়ে নিজের খলীফা ঘোষণা দেন। যা মাইজভান্ডার শরীফ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'জীবন বাতি', জানু/ফেব্রু-২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। ইন্তিকালের পর কোন বান্দাহকে খেলাফত দানকে তাসাউফের ভাষায় ‘খেলাফতে ওয়াইসিয়া’ বলে। যেমন সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) কর্তৃক প্রখ্যাত আল্লাহর অলী হযরত আবুল হাসান খারকানী (রহঃ) কে খেলাফত দান।

(৫৮)- সৈয়দ মাওলানা নূর আহমাদ শাহ (রহঃ) আল-মাইজভান্ডারী, শিলাইগড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। বর্তমান মাজার শরীফ সন্দ্বীপ।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে অনুসৃত নীতিমালা এবং মানবজীবনে এর প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে তাঁর অনুসৃত নীতিমালাঃ

কবির ভাষায়-

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জান তিন ভাবে,

বাক বিতন্ডা পরিহারে, জানার আগ্রহে,

পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে।

সুধাইনু সুধীজনে সুধীর ভাষণে,

না দেখায়বে পীর যাকে

এই তিনধারা

আসিবে না সোজা পথে সেই পথহারা"।[২১১]

পথহারা, দিশেহারা বিভ্রান্ত মানব জাতিকে সহজ সরল পথ তথা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের দিকে আহ্বান করার জন্য এবং মানব হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে হৃদয়ে আল্লাহ ও নবীপ্রেম উদ্ভাসিত করে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করার লক্ষ্যে হযরত শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (কঃ) আল মাইজভান্ডারী নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং তাঁর অনুসারীদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১. উসূলে সাব'আ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি।

২. তাওহীদে আদয়ান

৩. সামা

উসূলে সাব'আ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতিঃ

[২১১]. ডা.বরুণকুমার আচার্য, সুফি সাধকের জীবনগাঁথা তাসাউফের মর্মকথা, পৃ: ৩২

ক. ফানায়ে ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ:

১. ফানা আনিল খাল্কঃ

মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন উপকারের কামনা বা প্রত্যাশা না করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। ফলে: নিজ শক্তি ও সামর্থে আস্থা জন্মে।

২. ফানা আনিল হাওয়াঃ

যা না হলে চলে সেই ধরনের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা। ফলে: জীবনযাত্রা সহজ, স্বাভাবিক ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

৩. ফানা আনিল ইরাদাঃ

ব্যক্তির নিজ ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর মর্জির অনুকূলে পরিচালিত করার মনোবল সৃষ্টি করা। ফলে: ধৈর্য ও সবর এর গুণ অর্জিত হয়।

খ. মউতে আরবায়া বা চতুর্বিধ মৃত্যু:

৪. মউতে আবয়্যাজ (সাদা মৃত্যু)ঃ

সংযম সাধনায় মানব মনে আলো বা উজ্জলতা আনয়নে সচেষ্ট হওয়া। ফলে: মুমিন বান্দা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৫.মউতে আসওয়াদ (কালো মৃত্যু)ঃ

পরদোষ পরিহারে ও নিজদোষ ধ্যানে আত্মশুদ্ধ হতে সচেষ্ট হওয়া। ফলে: আত্মসংশোধন অর্জন ও শুকরিয়া আদায়ের মনোবল হাসিল হয়।

৬. মউতে আহমর (লাল মৃত্যু)ঃ

জাগতিক লোভ-লালসা, কামভাব সুনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া। ফলে: চরিত্রে আদলে মুতলক বা বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

৭. মউতে আখজর (সবুজ মৃত্যু)ঃ

নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে সচেষ্ট হওয়া। ফলে: মানব মনে স্রষ্টার প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন বাসনা অবশিষ্ট থাকে না।[২১২]

[২১২]. *মাসিক জীবন বাতি*; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে নীতিমালার বিশ্লেষণঃ

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে যথাযথ অনুশীলন ও পর্যালোচনা করলে হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) এর অনুসৃত নীতিমালাগুলো পুরোপুরি আল্লাহ তা'আলার অদ্বিতীয় পবিত্র ঐশি গ্রন্থ তথা কুরআন পাক ও নবীজির হাদিসে পাকের সাথে মিলে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নীতিমালাগুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো-

উসূলে সাব'আ তথা সপ্তকর্ম পদ্ধতি:

ক. ফানায়ে ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ

১. ফানা আনিল খালকঃ

ফানা শব্দের অর্থ বিলিয়ে দেওয়া, বিনাশ হওয়া, নিঃশেষ হওয়া, অমুখাপেক্ষী হওয়া ইত্যাদি। আর আনিল খালক -এর অর্থ, সৃষ্টি হতে। অতএব, ফানা আনিল খালক মানে বান্দা সৃষ্টি জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার একমাত্র প্রভু আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখ করা তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই উপর নির্ভর করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –وعلي الله فليتوكل المؤمنون- অর্থ: আল্লাহ তা'আলার উপরই ঈমানদারদের নির্ভর করা উচিত।[২১৩] তিনি অন্যত্র বলেন-قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل - অর্থ: ঈমানদাররা বলে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।[২১৪] আর যে সমস্ত বান্দাহরা আল্লাহ তা'আলার উপর সর্বক্ষেত্রে নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যথেষ্ট হন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ومن يتوكل علي الله فهو حسبه -অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।[২১৫] নবীজী

[২১৩]. কুরআন (৩:১২২) ; কুরআন (১৪:১১)
[২১৪]. কুরআন (৩:১৭৩)
[২১৫]. কুরআন (৬৫:৩)

ইরশাদ করেন-قال رسول الله ﷺ ان لله عبادا ابدانهم في الدنيا و قلوبهم تحت العرش-"আল্লাহ তা'আলার কতিপয় এমন বান্দা রয়েছে যাদের শরীর দুনিয়াতে কিন্তু তাদের ক্বলব আরশের নীচে"।[২১৬]

মীর সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহিদ বালগারামী (রহ:) তার প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণনা করেন- ان لله عبادا ابدانهم في الدنيا و قلوبهم عند الله-অর্থ: আল্লাহ তা'আলার এমন কতিপয় বান্দা রয়েছেন যাদের শরীর দুনিয়াতে কিন্তু তাদের ক্বলব আল্লাহ তা'আলার দরবারে।[২১৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس-অর্থ: তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন, আর মানুষের ধন সম্পদের প্রতি লোভ করো না মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।[২১৮] আরো ইরশাদ করেন- كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل-অর্থ: তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি গরীব, অথবা প্রবাসী, মুসাফির বা একজন পথচারী।[২১৯]

পীরানে পীর গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রহ:) বলেন, "তুমি সৃষ্টির নিকট হাত পাতবে না, কারণ সৃষ্টি অসমর্থ। সৃষ্টি নিজের অপকার বা উপকার কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর নিকট ধৈর্য ধারণ করো উহা কিছু তোমাদের প্রয়োজন তা তিনি তোমাকে দান করবেন"। "তুমি দুনিয়া কামনা করো না এবং দুনিয়ার কোন বস্তু না পেলে রাগান্বিত হয়ো না। কেননা দুনিয়া তোমাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিবে যেমন সিরকা মধুর স্বাদ নষ্ট করে ফেলে"। "যে ব্যক্তি আল্লাহর ধর্মে শক্তিশালী হতে ইচ্ছুক তার কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া"।[২২০]

ফলাফলঃ

ক. আল্লাহর বান্দা যখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর দিকে নির্ভরশীল হয় তখন সে ব্যক্তি বেলায়ত লাভের উপযুক্ত হয় এবং তিনি তখন নূরে এলাহী অবলোকন করেন।

খ. নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে আস্থা জন্মে।

---

[২১৬]. ইমাম আরেফ বিল্লাহ শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ), সিররুল আসরার ওয়া মাজহারল আনওয়ার ফিমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল আবরার, পৃ: ২৪

[২১৭]. মীর সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহিদ বালগারামী (রহ:), *সবয়ে সানাবীল শরীফ*, [রজভীয়া কিতাবঘর, ভারত], পৃ: ১৮৯

[২১৮]. *ইবনে মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, বাবু আয-যুহদু ফিদ-দুনিয়া, হাদিসনং -৪১০২

[২১৯]. *সহীহ বুখারী*, কিতাব আর রিক্বাক, হাদীস নং -৬৪১৬

[২২০]. *জীবনবাতি*, মে-জুলাই-২০১৫ পৃ: ২৬

২. ফানা আনিল হাওয়াঃ

এমন কাজকর্ম যা না হলে চলে অর্থাৎ, এক কথায় অনর্থক কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখা। একজন মুমিন-মুসলমান আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রিয় হাবীব ﷺ এর সন্তুষ্টি অর্জনে তা খুবই জরুরী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তার কালামে ক্বাদীমে ইরশাদ করেন-والذين هم عن اللغو معرضون - অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিশ্বাসীরা সফলকাম যারা অনর্থক কথা, কাজ থেকে বিরত থাকে।[২২১] হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه -হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইসলামের মধ্যে মানুষের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কাজকর্ম পরিত্যাগ করা"।[২২২]

বর্ণিত আছে, কোন এক সাধক হযরত ইউনুস (আ:) -কে বলেছিলেন, আবিদরা যখন ইবাদতে যত্নবান হন তখন দীর্ঘদিন কথাবার্তা ছেড়ে দেন। এছাড়া অন্য কোন পথে তারা ইবাদতের শক্তি লাভ করেন না। সুতরাং জিহ্বার সংযমের চেয়ে বড় জিনিস তোমার কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তারপর মনকে সংযত রেখ, এর গুরুত্ব ও অত্যধিক। এ দুটোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।[২২৩]

ফলাফল : জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

৩. ফানা আনিল এরাদা:

বান্দা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা তথা আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছা, আল্লাহর খুশি বান্দার খুশি এমন অবস্থাতে পৌঁছা। এ লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত হয় তার সমুদয় কষ্ট, সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি কর্মতৎপরতা। এসব ইবাদতের নেপথ্যে স্পৃহা ও উদ্যম জান্নাত প্রাপ্তির বাসনায় কামনায় নয় এবং এমন বান্দারা শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য কান্না কাটি করেন না, বরং প্রকৃত মাহবুব তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা সবকিছু করে থাকেন। বান্দার জীবনে এটাই সবচাইতে বড় অর্জন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-و رضوان من الله أكبر-অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।[২২৪]

---

[২২১]. কুরআন (৪০:৩)
[২২২]. সূনানে তিরমিজি, হাদীস নং- ১৪৮৯
[২২৩]. ইমাম গাযযালী (রহ:), মিনহাজুল আবেদিন (অনুবাদ- আক্তার ফারুক), [রশীদ বুকহাউস, ত্রয়োদশ মুদ্রণ-২০১১], পৃ. ১৪১
[২২৪]. কুরআন (০৯:৭২)

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন সম্পর্কে নবীজী ইরশাদ করেন-আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন সম্পর্কে নবীজী ইরশাদ করেন-- عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا অর্থ: হযরত আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করলো যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রভু হিসাবে সন্তুষ্ট। [২২৫]

ফলাফল: এক্ষেত্রে বান্দার ক্বলব আল্লাহর প্রেমে পূর্ণতা পায়।[২২৬] এবং ধৈর্য ও সবরের গুণে বান্দা গুণান্বিত হয়।

খ. মউতে আরবাআ বা চতুর্বিধ মৃত্যুঃ

১. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু

২. মউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু

৩. মউতে আহমার বা লাল মৃত্যু

৪. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু

নিম্নে এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হলো-

১. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যুঃ

এটা রোযা বা সিয়াম সাধন তথা উপবাস ও সংযমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষের কামনা-বাসনা সহ সমস্ত কু-প্রবৃত্তিকে দমনের একটা বড় মাধ্যম হলো উপবাস ও সংযম। এ জন্য মহান আল্লাহ পাক ঈমানদারদের তথা বিশ্বাসীদের রোযা রাখতে আদেশ দিয়েছেন- يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون -অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাভীরু হও।[২২৭] যেহেতু শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় চলতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ان الشيطان يجري من

[২২৫]. ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল কারীম বিন হাওযান কুশাইরি (৩৭৬-৪৬৫ হি:), *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, [দারুস সালাম,মিশর, ২০১০], পৃ. ১০৮-১০৯

[২২৬]. ড. তাহেরল কাদেরী , তাসাউফের আসলরূপ (অনুবাদ), পৃ. ২৩২

[২২৭]. কুরআন (০২:১৮৩)

الانسان مجري الدم -অর্থ: নিশ্চয় শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় চলে।[২২৮] কোন কোন বর্ণনায় এরুপ পাওয়া যায় যে, তোমরা ক্ষুধা ও উপবাসের মাধ্যমে শয়তানের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে দাও। সাহাল বিন আব্দুল্লাহ (রহ:) বলেন, "যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়া বানালেন তখন থেকে এই নিয়ম করে দিলেন যে, পেট ভরে খাওয়ার ফলে গুনাহ ও অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও উপবাসের মাধ্যমে হেকমত ও জ্ঞান অর্জন হয়"।[২২৯]

ফলাফল: এর ফলে মুমিনে কামিল হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। এবং ক্বলব আলোকিত হয়।

২. মউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু:

অপরের দোষ না খোঁজে নিজের দোষ বা ছিদ্রান্বেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ও শত্রুর শত্রুতা, নিন্দা এবং সমালোচনার দ্বারা অর্জিত হয়। মানুষ হিসাবে মানুষের দোষত্রুটি থাকতে পারে, তাই বুদ্ধিমান হিসাবে সমালোচকের সমালোচনা না করে নিজের দোষত্রুটি কি তা খুঁজে বের করে সংশোধন করা এবং নিন্দুকের নিন্দায় ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা হযরত লোকমান হাকীম (আ:) এর উপদেশ, যা তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়েছেন, এভাবে বর্ননা করেন- واصبر علي ماأصابك -অর্থ: "তোমার উপর যা আসে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর"।[২৩০] আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব-কে লক্ষ্য করে বলেন-فاصبر علي ما يقولون -অর্থ: "তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন"।[২৩১]

অনুরুপভাবে ইসলাম ও মানবতার নবী হুজুর কারীম এর পবিত্র জীবন চরিত দেখলে বুঝতে পারি তিনি সমালোচক এবং নিন্দুকের সমালোচনা ও নিন্দাতে পুরোপুরি সবর বা ধৈর্য ধারণ করেছেন, এবং তাঁর পবিত্র اسوة حسنة তথা সুন্দর আদর্শকে এভাবে বিকশিত করেছেন, وأحسنْ إلى ، وصِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، اعْفُ عمَّنْ ظَلَمَكَ مَنْ أساءَ إليك -অর্থ: "তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ, তোমার উপর যে অত্যাচার করেছে তুমি তাকে ক্ষমা কর, এবং তোমার প্রতি যে অসদাচরণ করেছে তুমি তার প্রতি সদাচরণ কর"।[২৩২]

---

[২২৮]. সহিহ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৪১৬, পৃ: ৩৯৬

[২২৯]. ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল কারীম বিন হাওযান কুশাইরি (রহ:), *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, পৃ. ৮০; প্রফেসর ইউসূফ সেলিম চিশতী, *তারীখে তাসাউফ*, [দারুল কিতাব, উর্দু বাজার, লাহোর, সালবিহীন], পৃ. ৪৮৮

[২৩০]. কুরআন (৩১:১৭)

[২৩১]. কুরআন (২০:১৩০), কুরআন (৭৩:১০)

[২৩২]. শেখ ইবনে আরবী, *মু'জামু ইবনিল আ'রাবী*, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ], হাদিস নং-১৪৬৪

ফলাফল ঃ আত্মশুদ্ধি অর্জন হয় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোবল অর্জন হয়।

৩. *মউতে আহমর বা লাল মৃত্যুঃ*

সকল প্রকার জাগতিক লোভ-লালসা, কামস্পৃহাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- من يجاهد فانما جاهد لنفسه -অর্থ: "যে ব্যক্তি (নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে) পূণ্য লাভে কঠোর সাধনা করে সে নিজের জন্যই সাধনা করে থাকে"।[২৩৩] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

واما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي فان الجنة هي الماوي

অর্থ: "পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস"।[২৩৪] লোভ লালসা মানুষকে অধিক পাওয়ার আশায় সারাক্ষণ তাড়িত ও প্ররোচিত করে ফলে তার অন্তর থেকে শান্তি বিস্মৃত হয়। যেমন বলা হয় "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء علي المال والشرف لدينه-

অর্থ: এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষ্য হলো: "দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষের উপর ছেড়ে দিলে ঐ দুটি (নেকড়ে) মেষের জন্য ততটুকু ক্ষতিকর হবে না, একজন মানুষের সম্পদ ও সম্মানের লোভ তার দ্বীনের জন্য যতটুকু ক্ষতিকর হয়।[২৩৫]

ফলাফলঃ চরিত্রে বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্তরে নির্লোভ ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হয়।

৪. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যঃ

---

[২৩৩]. *কুরআন* (২৯:৬)
[২৩৪]. *কুরআন* (৭৯:৪০,৪১)
[২৩৫]. *সূনানে তিরমিজি*, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ], হাদীস নং- ২৩৭৬ ; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ আহমাদ*, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ], হাদীস নং- ১৫৭৯৪

ইহা নির্বিলাস জীবন যাপনে অর্জিত হয়। এমন জীবন যাপনের ফলে মানব মনে আল্লাহ তা'আলার প্রেম সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذالك قواما - অর্থ: "এবং যখন তারা ব্যায় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পন্যও করে না। বরং তারা আছেন এতদুভয়ের মাঝে মাধ্যম পন্থায়।[২৩৬] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- من اقتصد يذر افقاره الله اغناه الله ومن -অর্থ: যে ব্যক্তি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন, আর যে বাহুল্য খরচ করবে আল্লাহ তাকে গরীব বানিয়ে দেন।[২৩৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- "পরিমিত ব্যয় অর্ধেক পাথেয়" (মিশকাত শরীফ)।

ফলাফল: মানব মনে স্রষ্টার প্রেম ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

তাওহীদে আদয়ান:

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনই সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি কুরআন মজীদ-এ বলেন- "তিনি মহাপবিত্র মহামহিম! আসলে মহাকাশ, পৃথিবী যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, সবকিছুই তাঁর একান্ত অনুগত, আল্লাহ মহাকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা, যখনই কিছু তিনি করতে চান শুধু বলেন, হও! (তখনি তা) হয়ে যায়"।[২৩৮] সকল ধর্মের মূল শিক্ষাই হলো তাওহীদের শিক্ষা। সকল প্রেরিত নবী ও রাসূল মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। আর গাউসুল আজম শাহ সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারী প্রবর্তিত নীতিমালার অন্যতম নীতি হলো 'তাওহীদে আদয়ান'।

এ প্রসঙ্গে ডা. বরুণ কুমার আচার্য বলেন- "গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী (ক.) সর্বপ্রথম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত বেলায়ত উন্মোচন করতে সক্ষম হন। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যে এক ও অদ্বিতীয়মহান শক্তিমান প্রভুর একত্ব জাতে সম্মিলিত হওয়া, এটা তিনি জাতি, ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা, গোত্রনির্বিশেষে সকলের কাছে সহজতম উপায়ে পৌছিয়ে দেওয়ার যুগোপযোগী পদ্ধতি প্রবর্তন করেন"। পল ডেভিস (Paul Davies) তার 'God and the new physics' -এ লিখেছেন, "The universe is a

---

[২৩৬]. কুরআন (২৫:৬৭)
[২৩৭]. আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী, *ফয়জুল ক্বাদীর*, হরফুল মীম অধ্যায়, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ], হাদীস নং-৮৫০১
[২৩৮]. কুরআন (০২:১১৬, ১১৭)

mind, a self observing as well as self organizing system. Our own minds could then be viewd as localist 'Islands' of consciousness in a sea of mind, an idea that reminiscent of the oriental conception of mysticism where God is then regarded as the unifying Consciousness of all things into which human mind will be absorbed losing it's individual identity, when it achives an appropriate level of spiritual advancement".

অর্থাৎ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক প্রগতির উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হয়ে মনের স্বাতন্ত্র্যতা হারিয়ে সেই অখন্ড চৈতন্য সত্তায় লীন হয়ে যাওয়া। জগত গুরু আধ্যাত্মিক দর্শনের আলোকবর্তিকা, মাইজভান্ডার দরবার শরীফের আধ্যাত্ম শরাফত প্রতিষ্ঠায় প্রথম ও প্রধান ওলিয়ে কামেল গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী মাওলানা শাহসূফি সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (ক:) জগতবাসীর জন্য সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতায় সংসার জীবনে ঝামেলা মুক্ত, স্রষ্টার নৈকট্য সাধনায় উসূলে সাব'আ বা সপ্ত পদ্ধতির অনুশীলন প্রক্রিয়া সহযোগে মাইজভান্ডারী তরিকার সূচনা করেছিলেন" ।[২৩৯]

তাওহীদে আদয়ান সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো-'তাওহীদে আদয়ান' এর প্রণেতা তাওহীদের উল্লেখ করে তাওহীদের রোশনি সম্পর্কে গাউসুল আজম বড় পীর সাহেব কেবলা (রহ:) বলেন, "খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ করো। তাঁরা যার প্রতি নজর বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তাঁর রুহানি বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হতে থাকবে। সে ব্যাক্তি ইহুদি, নাসারা, মজুসি ও যদি হয় তবুও। যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান শক্তিশালী হয়"। হযরত জুনাঈদ বোগদাদী (রহ:) বলেন- "মানবজগতে তাওহীদের ভিত্তি হচ্ছে মদিনা সনদ। খোলাফায়ে রাশেদীন এর বিকাশ"। ভারত উপমহাদেশে ও ইউরোপে স্বীয় দার্শনিক চিন্তা, গবেষণা ও সাধনার কারণে অতি সুপরিচিত ব্যক্তি হলেন- ড. আল্লামা ইকবাল। ইসলাম ধর্মের নির্যাস ও তাওহীদের সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞাত হয়ে তিনি লিখেছেন-"আরব আমার, ভারত আমার, চীন ও আমার, নেই কেউ পর। মুসলিম আমি, বিশ্ব আমার, সারা বিশ্বে বেঁধেছি ঘর"। উল্লেখ্য যে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রহ:) এর 'ওয়াহদাতে আদ্বীয়ান' অভিমত 'তাওহীদে আদয়ান' সমার্থক।[২৪০]

সামা (আল্লাহ ও রাসূল প্রেম ভাব সম্পন্ন ধর্মীয় গান):

[২৩৯]. ডা.বরুণকুমার আচার্য, *সুফি সাধকের জীবনগাঁথা- তাসাউফের মর্মকথা*, পৃ. ৩১, ৩২

[২৪০]. অধ্যাপক জহুরুল আলম, *তাওহীদে আদয়ান*, [সৈয়দ মোঃ হাসান, গাউছিয়া হক মনজিল, মাউজ ভান্ডার শরীফ, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮], পৃ. ৩৯, ৪৫, ৫১

সামা বা ধর্মীয় গান সম্পর্কে হযরত গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রহ:) বলেন-

قيل ان السماع لقوم فرض و لقوم سنة و لقوم بدعة - الفرض للخواص والسنة للمحبين والبدعة للغافلين ولذالك كانت الطيور تقف علي راس داؤد عليه الصلاة و السلام لاستماع صوته -

অর্থাৎ "সামা কোন সম্প্রদায়ের জন্য ফরজ, কারো জন্য সুন্নত, আবার কারো জন্য বিদআত। বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য ফরজ, মুহিব্বিনদের জন্য সুন্নত আর গাফেলদের জন্য বিদআত। এজন্য পাখিরা হযরত দাউদ (আ:) এর মাথা মোবারকের উপর তাঁর (সুমধুর) আওয়াজ শুনার জন্য বসতো।[২৪১]

মাইজভান্ডারী তরিকার সেমা মাহফিলের নিয়ামবলী:

১. মাহফিল নিজ অধিকারী জায়গায় হওয়া।

২. অংশগ্রহনকারী সকলে ত্বরীকতপন্থী হওয়া।

৩. নারীদের জিকির মাহফিল পুরুষদের থেকে ভিন্নভাবে পর্দার মাধ্যমে করা।

৪. কম বয়স্ক বালক-বালিকার উপস্থিতি ও নারী পুরুষের একসাথে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা।

৫. ধূমপান বা যে কোন ধরনের পানাহার বর্জন করা।

৬. মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করা। যেমন, জাগতিক ধ্যান বর্জন করত পীর মুর্শিদ ও আল্লাহর ধ্যান করা।

৭. বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন, স্থান, কাপড় পবিত্র হওয়া, ওজু করা।

৮. কামেল পীর বা পীরের অনুমতি প্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি থাকা

৯. নামাযের কায়দা মত আদব ও শৃঙ্খলার মত বসা।

১০. পবিত্র কুরআনের আয়াত, দরূদ শরীফ ও মীলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পাঠান্তে জিকির মাহফিল আরম্ভ করা।

১১. স্ব স্ব পীর কামেলের প্রদত্ত ছবক মত জিকির করা।

---

[২৪১]. শায়খ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী রহ., *সিররুল আসরার*, পৃ. ৫২

১২. মাহফিল অবস্থায় অজদ প্রাপ্ত বেহুশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করা।[২৪২]

[২৪২]. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শতবর্ষের আলোকে*, [আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী, মাইজভান্ডার শরীফ, জানু. ২০০৭], পৃ. ১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবজীবনে তার প্রভাবঃ

শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল মাইজভান্ডারী কর্তৃক প্রণীত আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার নীতিমালার প্রভাব মানব জীবনে খুবই সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে এটি অবিসংবাদিত। এ বিষয়ে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো-

আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাঃ

একজন মানুষ যখন এই নীতিমালার অনুসরণ করবে তখন সে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল মানুষে রুপান্তরিত হবে। আত্মনির্ভরশীল হওয়াঃ এই নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখবে। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনঃ এই নীতির অনুসরণে সৃষ্টির ও স্রষ্টার মধ্যে এক মধুময় সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বান্দা সদা সর্বদা তাঁরই মুখাপেক্ষী হোক। আর এই নীতিমালা সেই শিক্ষা দেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপিত হবে। আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টিঃ এই নীতিমালার প্রভাবে আল্লাহর ভালোবাসা বান্দার ক্বলবে স্থান পাবে। ফলে ক্রমে ক্রমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হবে।

নির্লোভ ও নির্বিলাস জীবন যাপনঃ

এই নীতিমালার অনুসরণে মানুষ নির্লোভ ও নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে। ফলে, সে মানুসিক শান্তি লাভ করে সুখে জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হবে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনঃ

মানুষ যখন এ নীতিমালার অনুকরণ ও অনুশীলন করে লোভ-লালসা, কামস্পৃহা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সহজ সরল ও সাবলীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে, তখন তার আত্মার উন্নতি হবে। এবং সে আত্মশুদ্ধি লাভ ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে সক্ষম হবে। আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হবে।

ধৈর্যশীল হওয়াঃ

মানুষের নিন্দা ও সমালোচনা সহ্য করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষাগ্রহণ করে।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসাঃ

এ নীতিমালার যথাযথ অনুসরণে মানুষের মনে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার পরিস্ফুটন ও বিকাশ লাভ করবে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনাঃ

এ নীতিমালা অনুসরণে একজন মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ফলে সমাজ থেকে ঝগড়া-ফ্যাসাদ দূরীভূত হয়ে একটা শান্তিপূর্ণ সুশৃংখল ও সুগঠিত সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

পূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়াঃ

এই নীতিমালা অনুসরণের ফলে মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ কামস্পৃহা, পরনিন্দা ইত্যাদি পরিহার করতে সক্ষম হবে এবং তার আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা লাভ করে সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে নিজেকে পরিণত ও পরিপক্ক করতে সক্ষম হবে। এবং তার কাজ থেকে মানব সৃষ্টির রহস্য বিকশিত হবে। সে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জন করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনে সক্ষম হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপদেশ বাণী, চরিত্র ও কারামত (অলৌকিক কার্যাবলী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপদেশ বাণীঃ

হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল মাইজভান্ডারী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থাতে কালাম[২৪৩]করতেন যেগুলো খুবই গুরুত্ববহ এবং সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে। তাঁর বাণী বা কালাম কখনো নিজের বেলায়তের মাহাত্ম্য-কে প্রমাণ করে, কখনো ভক্তদের উপদেশ বা ইবাদতসূচক বাণী হিসাবে পাওয়া যায়। তাঁর অমীয় বাণী বা উপদেশ সমূহ থেকে নিম্নে কিছু বাণী লিপিবদ্ধ করা হলো-

ক. স্বীয় মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বাণী

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়তের দুটি টুপির মধ্যে একটি আমার মাথায়, আরেকটি আমার বড় ভাই পীরানে পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন। আমার নাম পীরানে পীর সাহেবের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে।

২. আমি মক্কা শরীফে গিয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি ও আমার বড় ভাই পীরানে পীর সাহেব সেই দরিয়ায় ডুব দিলাম।

৩. আমি-ই হাশরের দিন প্রথম বলবো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

৪. আমি মজ্জুবে মাহজ নই, মজ্জুবে ছালেক হই, বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়ি।

৫. আমার বারোটি সেতারা, বারোটি বুরুজ, বারোটি কাছারি আছে।

৬. আমার চার কুরসী, চার মাজহাব ও চার ইমাম আছে।

৭. আমার চাদরের নীচে এসে দেখো। আরশ-কুরসী, লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ সব এক পলকে দেখিয়ে দিব।

৮. আমি ছাগল দিয়ে বলদ দাবাই, ভেড়া দিয়ে ভইষ[২৪৪] দাবাই, বানর দিয়ে বাঘ দাবাই।

---

২৪৩. বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থাতে সৃষ্টির কল্যাণ মূলক ও রহস্যপূর্ণ কথা।

২৪৫. মহিষ

৯. তুমি যদি আমার কাছে থেকেও স্মরণ-বিচ্যুত হও তাহলে তুমি ইয়ামেন দেশে। আর যদি ইয়ামেন দেশে থেকেও আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও তবে তুমি আমার সামনে।

১০. যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে আমি তাকে উন্মুক্ত সাহায্য করবো, আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশরতক (হাশর পর্যন্ত) চলতে থাকবে।

১১. আমার ছেলেদের হজ্জে যেতে হয় না। স্বপ্ন যোগে হজ্জ হয়ে যায়।

বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুল প্রেমে নিজকে বিলিয়ে দেয়, তখন বান্দার সকল কর্মকান্ড, কথাবার্তায় রহস্য বিরাজ করে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিজির আলাইহিস সালাম এর রহস্যপূর্ণ কথোপকথন প্রণিধান যোগ্য। যা আল্লাহ তা'আলা কালামে কাদীম, কুরআনুল হাকীমের 'সূরা কাহাফ' -এ ৬০ নং আয়াত থেকে ৮২নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে ৬৫-৭০ নং আয়াতের বলা হয়েছে- "অতঃপর তারা দু'জন (সেখানে) আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক (খাস) বান্দা (খিযির আলাইহিস সালাম) -কে পেলেন, যাঁকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে (বিশেষ) অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমরা তাঁকে আমাদের ইলমে লাদুন্নী (অর্থাৎ গোপন রহস্য ও মারেফাতের ইলহামী জ্ঞান) শিখিয়েছিলাম। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বললেন, 'আমি কি আপনার সাথে এ শর্তে অবস্থান করতে পারি যে, আপনি আমাকে (ও) সে জ্ঞান থেকে কিছু শেখাবেন, যা আপনাকে পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে শেখানো হয়েছে ? (খিযির আলাইহিস সালাম) বললেন , 'আপনি কিছুতেই আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আর আপনি এর (এ বিষয়ের) উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন, যে বিষয়ে আপনার (পুরোপুরি) জ্ঞানায়ত্ব নয় ?? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'আপনি "ইন-শা-আল্লাহ্" আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন' । আর আমি আপনার কোনো নির্দেশাবলী অমান্য করবো না। (খিযির আলাইহিস সালাম) বললেন, 'অতঃপর আপনি যদি আমার সাথে থাকেনই, তবে আমাকে কোনো বিষযয়ে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে তা উল্লেখ করি।"[২৪৫] তারপর বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার পর ৮২ নং আয়াতে শেষ কথা হলো- "... এটাই (সেসব ঘটনার) প্রকৃত রহস্য, যার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি"।[২৪৬] অনুরুপভাবে হযরতের কথা-বার্তা রহস্যাবৃত ছিল যা সকলের পক্ষে বোধগম্য নয়, পরবর্তীতে রহস্য উম্মোচিত হলে সকলে বুঝতে সক্ষম হয়।

---

[২৪৫]. ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *ইরফানুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ)*, [মিনহজ পাবলিকেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল- ২০২১ খ্রি.], পৃ. ৪৬২
[২৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

- **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়তের দুটি টুপির মধ্যে একটি আমার মাথায়, আরেকটি আমার বড় ভাই পীরানে পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন। আমার নাম পীরানে পীর সাহেবের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে।**

তিনি স্বীয় মাহাত্ম ও বেলায়তের জগতে তাঁর আসন কী তা বর্ণনা করেন এ রহস্যপূর্ণ কালামের মাধ্যমে। তাঁর এ রহস্যপূর্ণ কালামের ব্যাখ্যায় তাঁরই দৌহিত্র শাহসূফী মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন আল-মাইজভান্ডারী (রহ.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল যা বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী বলে বুঝা যায়। এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দু'টির মধ্যে একটি হযরত শাহ আহমাদ উল্লাহ (ক.) এর মাথা মোবারকে নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত।[২৪৭]

- **আমি মক্কা শরীফে গিয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি ও আমার বড় ভাই পীরানে পীর সাহেব সেই দরিয়ায় ডুব দিলাম।**

উপরোক্ত রহস্যময় কালামে হযরতের বেলায়তের উচ্চক্ষমতার বহি:প্রকাশ ঘটে। যাতে তিনি ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সহ কুরআনুল কারীমের সূরা 'আলাম নাশরাহ'য় বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র প্রশস্ত-অনন্ত দরিয়া তথা নবুয়্যাতের বক্ষ মোবারক সম্পর্কে ব্যক্ত হয়।

- **আমি-ই হাশরের দিন প্রথম বলবো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।**

হযরত মনছুর হাল্লাজ (রহ.) খোদা প্রেমে বিভোর হয়ে বলেছিলেন, "আনাল হক" তথা 'আমি সত্য'। অনুরুপভাবে হযরত কেবলা (রহ)'র নবী প্রেমে ডুবন্ত অবস্থায় এমন রহস্যপূর্ণ কালাম তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়।

- **আমি মজ্জুবে মাহজ নই, মজ্জুবে ছালেক হই, বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়ি।**

ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা নুর বকস সাহেব এর প্রশ্নের উত্তরে হযরত কেবলা এমন কালাম বলেন। যাতে তিনি ব্যক্ত করেন তিনি পাগল নন, বরং শরীয়তে মোহাম্মদী রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ

---

[২৪৭]. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহ) আল-মাইজভান্ডারী, *বেলায়তে মোতলাকা*, পৃ.৪৬-৪৭।

অনুগামী। খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তিনি পাঞ্জেগানা নামাজ ইসলামের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দসে আদায় করেন, যা তাঁর বেলায়তের উচ্চাসনে সমাসীনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[২৪৮]

- **আমার বারোটি সেতারা, বারোটি বুরুজ, বারোটি কাছারি আছে। আমার চার কুরসী, চার মাজহাব ও চার ইমাম আছে।**

হযরতের রহস্যাবৃত কথা। কারণ তিনি মাঝে মাঝে এমন খিজিরী কালাম করতেন। যার রহস্য উম্মোচন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতো না, হ্যাঁ পরবর্তীতে অনেক সময় ঐ সমস্ত খিজিরী-কালাম তথা রহস্যপূর্ণ কথা গুলো নিজ থেকে উম্মোচিত হত।

- **আমার চাদরের নীচে এসে দেখো। আরশ-কুরসী, লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ সব এক পলকে দেখিয়ে দিব।**
- **আমি ছাগল দিয়ে বলদ দাবাই, ভেড়া দিয়ে ভইষ দাবাই, বানর দিয়ে বাঘ দাবাই।**

হযরতের এ সমস্ত রহস্যপূর্ণ কালামে খোদা প্রদত্ত তাঁর বেলায়তী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার গুণে গুণান্বিত হন তখন তাঁর ক্ষমতা ফেরেস্তা জগতের উর্ধ্বে চলে যায়। যাতে তিনি পলকের ভিতর সৃষ্টিজগত ভ্রমণ করতে সক্ষম হন। এ কালামে তাই প্রকাশিত হয়েছে।

- **তুমি যদি আমার কাছে থেকেও স্মরণ-বিচ্যুত হও তাহলে তুমি ইয়ামেন দেশে। আর যদি ইয়ামেন দেশে থেকেও আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও তবে তুমি আমার সামনে।**

উক্ত কালামে তিনি সুরা বাকারার ১৫২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলা- "(হে বান্দা!) তোমরা আমাকে স্বরণ করলে আমি ও তোমাদের স্বরণ করব"- বাণীর দিকে ইশারা করে বুঝাতে চেয়েছেন আন্তরিকতাই আসল বিষয়।

- **যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে আমি তাকে উন্মুক্ত সাহায্য করবো, আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশরতক (হাশর পর্যন্ত) চলতে থাকবে।**

উক্ত কালামে হযরত কেবলা (রহ.) আল্লাহ প্রদত্ত বেলায়তী ক্ষমতা বলে আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করতে সক্ষম তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

---

[২৪৮]. মাওলানা শাহসুফী সৈয়্যদ দেলাওয়ার হোসাইন মাহজভান্ডারী (রহ), *জীবনী ও কেরামত*, পৃ.৮২

- **আমার ছেলেদের হজ্জে যেতে হয় না। স্বপ্ন যোগে হজ্জ হয়ে যায়।**

উক্ত কালামে তিনি লৌকিকতা পরিহার পূর্বক হাকীকতকে অনুসরণ ও অনুকরণের কথা বলেন, কারণ লৌকিকতা শিরকে খফী। যার মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহ তা'আলা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নৈকট্য অর্জন করতে পারেনা। তাই হযরত কেবলা (রহ.) লোক দেখানো হজ্জকে তাঁর ভক্তদের প্রতি সম্মোধন না করে হাক্কীকতকে বেছে নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

খ. ভক্ত অনুসারীদের প্রতি ইবাদতসূচক উপদেশ

১. নিজের হাতে পাকাইয়া খেয়ো, পরের হাতে পাকানো খেয়ো না। আমি বারো মাস রোজা রাখি তুমিও রেখো।

২. ফেরেস্তা কালেব বনে যাও অর্থাৎ ফেরেশতাদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকো।

৩. কবুতরের মত বেছে খাও অর্থাৎ হারাম পরিত্যাগ করো। সন্তান সন্ততি নিয়ে সুমধুর সুরে খোদার স্মরণ ও প্রশংসা গীতিতে নিমগ্ন থাকো।

৪. কুনজাসকের (চড়ুই পাখি) মত নিজ হুজরায়[২৪৯]বসে আল্লাহর নাম স্মরণ করো।

৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করো।

৬. আইয়ামে বীজের[২৫০] রোজা রাখো।

৭. সালাতুত তাসবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো।

৮. আমার নিকট কি নিয়ে এসেছো? একখানা ঘৈস্যা ডাউলস বা পাটি পাতার ফুল নিয়ে আসতে পারনি![২৫১]

শারিরীক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন নির্বাহ করা নবীদের সুন্নাত, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-ফরজ এবাদতের পর হালাল খাদ্য অন্বেষণ করা ফরজ।[২৫২] তিনি নিজ ভক্তদের গুনাহ

---

[২৪৯]. কক্ষ বা বিশেষ ঘর যেখানে বসে একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করা যায়।
[২৫০]. শুভ্র দিনের রোজা। তথা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা।
[২৫১]. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *মাইজভান্ডারী দর্শন*, [সৈয়দ শহিদুল হক, মাইজভান্ডার শরীফ, জানুয়ারি, ২০০২], পৃ. ৮০
[২৫২]. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*; শামেলা, হাদীস নং- ৮৩৬৭।

থেকে বেঁচে থাকার জন্য তথা সংযমী হওযার পরামর্শ দেন। তিনি ভক্তদের আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তাদের মত নুরের কলবের অধিকারী হওয়ার জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন, তোমরা হালাল-হারাম পার্থক্য করে খেও তথা কবুতরের মত পরিচ্ছন্ন বস্তু আহার করিও। হযরত কেবলা (রহ.) তাঁর অনুগামীদের নফল এবাদতের মধ্যে উত্তম ইবাদত কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে এবং আইয়ামে বীজ তথা প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা পালন করতে ও নফল নামাযের মধ্যে উত্তম নামায সালাতুত তাসবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে নির্দেশ দেন।

আমার নিকট কি নিয়ে এসেছো? ...

হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজভান্ডারী (রহ.) যেহেতু তাঁর জীবনকে নবী কারীম রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত দ্বারা রাঙ্গিয়েছেন, তাই তিনি তাঁর অনুসারী ও ভক্তদের নবীর সুন্নাতের প্রতি তাগাদা দিয়েছেন। অর্থ্যাৎ হাদিয়া দেওয়া সুন্নাত যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবী কারীম রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- 'তোমরা হাদীয়া দাও, ভালোবাসা বাড়বে'।[২৫৩]

[২৫৩]. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, [দারুল হাদিস, মিসর-২০০৫]; হাদীস নং- ৫৯৪, পৃ.১৪৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরিত্রঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব এর প্রশংসা করে বলেন-

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة- الأية

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।[২৫৪] যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট মানুষদের সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, নিশ্চয়ই তাদের চরিত্র পাক-পবিত্র ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শে আদর্শিত করেই পাঠান। ইসলামের অন্যতম প্রচার-প্রসারকারী শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল-মাইজভান্ডারীর চরিত্র ও আদর্শ ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণে চরিত্রবান।

হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করতেন। কোন প্রকার নফল নামাজ ও নফল রোজা ছাড়তেন না। তিনি রাত্রের শেষভাগে কখনো ঘুমাতেন না, বরং তাহাজ্জুদ নামাজ খুবই পাবন্দ সহকারে নিয়মত আদায় করতেন। এবং তিনি সালাতুত তাসবীহ নামাজে অভ্যস্ত ছিলেন। খুব অল্প সময়ে তাঁর পাঠ শেষ করতেন এবং সদা সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন, মধুস্বর ও মিষ্টি হাসি তাঁর স্বভাব ছিল। তিনি সকলের সাথে বিনয়ী ও নম্র হয়ে কথা বলতেন। তাঁর কথায় কেউ কখনো কষ্ট পেত না। তিনি অপরের কষ্ট কখনো সহ্য করতে পারতেন না। তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। পথচলার সময় সালাম ছাড়া কারো সাথে অন্য কোন কথা বলতেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতেন। তাঁর সাথে যে একবার কথা বলতো সে কখোনো তাঁকে ভুলতে পারতো না। এভাবে তাঁর সুন্দর আদর্শের মাধ্যমে মানুষের মনে স্থান করে নিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অধিকতর সহজ করে মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও নবী প্রেমের সুধা পানে আসক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী[২৫৫] বলেন, "হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (ক:) একজন মিষ্টভাষী ছিলেন, তাঁর মধুর সম্ভাষণ মনকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। তিনি ছোট বড় সকলের

---

[২৫৪]. কুরআন (৩৩:০৬)

[২৫৫]. সাবেক চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতি মিষ্ট ও সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর বাক্যালাপে সদা সর্বদা খোদায়ী প্রেম বর্ষিত হতো। তাঁর ব্যবহারে কেউ কখনো অসন্তুষ্ট হয় না। সকলে মনে করতো হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী (ক:) 'আমাকে' বেশি ভালোবাসতেন। কার্যকলাপ, খোদায়ী প্রেম-প্রেরণায়, গুরুভক্তিতে, পরোপকারিতায়, ধ্যান-ধারণায়, রিয়াজত সাধনায় এবং আছরারী বা রহস্যময়তার দিক দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত ছাহেব (ক.) এর সাদৃশ্য ছিল।[২৫৬]

[২৫৬]. প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *মাইজভান্ডারী দর্শন*, পৃ. ৬৮-৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাঁর কারামত (অলৌকিক কার্যাবলি):

হযরত শাহসূফী সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (ক:) আল মাইজভান্ডারী বেলায়তের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। এখানে কারামতকে তিন ভাগ করা হয়েছে। এবং পূর্ব পরিচ্ছেদে তাঁর শিশুকালে প্রকাশিত কারামত উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে বাকী ২ শ্রেণির কারামত তথা-

১. বেলায়ত প্রকাশিত হওয়ার পর সংঘটিত কারামত। ও

২. ইন্তেকালের পর প্রকাশিত কারামত বা অলৌকিক কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো।

১. বেলায়ত প্রকাশের পর সংঘটিত কারামত:

এ পর্যায়ের কারামতকে মৌলিকভাবে ড. সেলিম জাহাঙ্গীর নিম্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন:

১। প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব জনিত কারামত। এমন কারামতের সংখ্যা ১২ টি।

২। কাশফ[২৫৭] ক্ষমতার পরিচয় মূলক কারামত। এরুপ কারামতের সংখ্যা ২৫ টি।

৩। আধ্যাত্মিক ফয়েজ প্রদান মূলক কারামত। এমন কারামতের সংখ্যা ১৪।

৪। অপ্রত্যাশিতভাবে দূরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি। এ ধরনের কারামতের সংখ্যা ১৩ টি ।

৫। হযরতের সুনজরে অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উন্নতি। এরুপ কারামতের সংখ্যা ০৮ টি।

৬। অদৃশ্য ভ্রমণ, বিশেষত মক্কা ও মদীনা শরীফ। এহেন কারামতের সংখ্যা ০৭ টি।

৭। মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলীতে হযরতের প্রভাব। এমন কারামতের সংখ্যা ০৬ টি।

৮। হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মৃতদেহে প্রাণ লাভ ও আয়ু বৃদ্ধি। এমন কারামতের সংখ্যা ০৫ টি।

৯। আধ্যাত্মিক প্রভাবে অল্প খাদ্যে বরকত। এমন কারামতের সংখ্যা ০৩ টি।

১০। হযরতের বেলায়তের প্রভাবে সন্তান লাভ। এমন কারামতের সংখ্যা ৩ টি।

১১। বিপদ থেকে ভক্তকে উদ্ধার এমন কারামতের সংখ্যা ০৪ টি।[২৫৮]

প্রত্যেক শ্রেণি হতে উল্লেখযোগ্য কিছু কারামত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব জনিত কারামত:

---

[২৫৭]. পর্দার আড়ালে অবস্থিত অদৃশ্য বস্তুর হাক্বীক্বত সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ। চাই সেটা ওয়াজুদী অথবা শুহুদী হোক; ড. আব্দুল মুনঈম খফুনী, *মু'জামু মুসত্বালাহাতিস সূফিয়্যাহ*, [দারুল মাসীরাহ, বৈরুত], পৃ. ২২৫

[২৫৮]. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শতবর্ষের আলোকে*, [জানু. ২০১৭] পৃ. ১২০

(ক) প্রবাহমান খালের স্থায়ী গতি পরিবর্তন- একদা হযরত শাহসূফী সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (রহ:) মাইজভান্ডারী ভক্তদের নিয়ে নাজিরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পরে ধরুংখাল (যার বর্তমান নাম মরাধুরুং) অতিক্রম করতে গিয়ে হযরতের পা পিছলে গিয়ে কাপড় ভিজে যায়। তাতে হযরতের জালালী হালত চলে আসে এবং হাত মোবারকের লাঠি দিয়ে "বেয়াদব, হারামজাদী" বলতে বলতে প্রহার করেন। এবং পাদুকা দিয়ে আঘাত করে বলেন "দূর হও"। এরপর থেকে হযরতের বেলায়তের প্রভাবে এই খরস্রোতা খাল চির দিনের জন্য হারিয়ে অন্য পথে হালদা নদীতে গিয়ে পতিত হয়।[২৫৯]

(খ) মাইজভান্ডার অন্তর্গত নানপুর অধিবাসী মুন্সি, খায়ের উদ্দিন ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী ও বর্ণনা কারী। তিনি বলেন তার ভাতিজির শাশুড়ী হযরতের মুরীদ ও ভক্ত ছিলেন, তিনি একদা সন্ধ্যায় হযরতের খেদমতে দোয়ার প্রার্থী হয়ে এসে কথাবার্তা ও রাতের খাবার শেষ করতে রাত হয়ে গেলে হযরত তাকে রাতে না গিয়ে ভোরে যাওয়ার জন্য বলে রাতে অন্দর মহলে মহিলাদের সাথে আরাম করতে বলেন। ভোরে যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন পূর্বাকাশ রক্তিমাকার ধারণ করল যেন সূর্য এখন উদিত হবে, এ অবস্থা দেখে তিনি হযরত কেবলার (রহঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজি দিয়ে বলেন সূর্য উদিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়েছে এখন আমি বাড়ি কিভাবে যাব। হযরত কেবলা (রহঃ) তাকে অভয় দিয়ে বললেন আপনি চিন্তা করবেন না আপনি বাড়ি পৌঁছার আগে সূর্য উদিত হবে না। উল্লেখ্য যে, মাইজভান্ডার শরীফ থেকে আগুন্তুকের বাড়ির দুরত্ব ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। তিনি নির্ভয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেটে বাড়ি পৌঁছার পর সূর্য উদিত হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, নিঃসন্দেহে এটা হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব। আল্লাহু আকবার।

কাশফ ক্ষমতার পরিচয়মূলক কারামত:

(ক) ফরহাদাবাদ নিবাসী মাওলানা নূর বক্স সাহেব চট্রগ্রাম মোহছেনিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি মৌলভী আব্দুর রশীদকে ছাত্র হিসাবে অনেক স্নেহ করতেন, যিনি হযরতের খুবই ভক্ত ছিলেন। একদা নূর বক্স পড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি বলে উঠলেন, "মিয়া তোমরা তো প্রায় সকলেই মাওলানা আহমাদ উল্লাহর খেদমতে যাও। তিনি একজন জবরদস্ত ওলী তাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি মজজুব ও নামাজের পাবন্দ না তাই সেখানে যাই না। তাঁর দৃষ্টি কি হয় সেই ভয়। একথা শুনে জনাব মৌলবী আব্দুর রশীদ বললেন, হুজুর মানুষের কথায় কান না দিয়ে আপনি নিজে গিয়ে একবার দেখুন। বর্তমানে তাঁর মত আল্লাহর ওলী আছে কি না সন্দেহ। কিছুদিন পর

[২৫৯]. ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী শতবর্ষের আলোকে*, পৃ. ১৩১

মাদ্রাসা বন্ধ হলে মাওলানা নূর বক্স সাহেব মাইজভান্ডার শরীফ গিয়ে হযরতকে সালাম দিতেই হযরত সালামের উত্তর দিয়ে বলতে লাগলেন, "মিয়া মজ্জুব কে পাছ কেঁউ আয়া? মিয়া মজ্জুব কে পাছ কেঁউ আয়া? মাইতো মাজ্জুবে মাহাজ নেহি হোঁ। মজ্জুবে ছালেক হোঁ। বায়তুল মুকাদ্দাস মে নামাজ পড়তা হোঁ"। এ বাক্য শুনেই তার শরীরে বিদুৎ প্রবাহিত হতে লাগলো। এবং তিনি বসে পড়লেন। এরপর আদব রক্ষার্থে তিনি ওঠে চলে গেলেন। এ ঘটনায় মাওলানা নূর বক্স হযরতের কাশফ ও পদমর্যাদা বুঝতে পারেন।

(খ) ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামের অধিবাসী হযরত মাওলানা শাহসূফী আব্দুস সালাম (রহঃ) ইছাপুরী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণনাকারী। তিনি বলেন- একদা আমার জেঠা (বাবার বড় ভাই) মুন্সী আব্দুল আজিজ এই বলে নিয়্যাত করলেন যে, আল্লাহ আমার কাঁঠাল গাছে যদি এ বৎসর কাঁঠাল ফল হয় তাহলে আমি গাছের সর্ববৃহৎ কাঁঠালটি হযরত কেবলা (রহঃ) এর জন্য নিয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় ঐ বৎসর গাছে প্রচুর পরিমানে কাঁঠাল ধরে। আলহামদুলিল্লাহ। যথা সময়ে তিনি গাছের বড় কাঁঠালটি পেরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে তার স্ত্রী বলেন ফকির মাওলানা কী এত বড় কাঁঠাল খেতে পারবেন? এ কথা শুনে মুন্সী আব্দুল আজিজ সাহবে তার স্ত্রীকে খুবই রাগ দেখিয়ে কাঁঠালটি নিয়ে যখন হযরত কেবলার (কঃ) এর খেদমতে রাখতেই তিনি বলে উঠলেন ফকির মাওলানা কী এতবড় কাঁঠাল খেতে পারবেন? বলে নিজ হাতে অর্ধেক কাঁঠাল কেটে তার স্ত্রীর জন্য পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, হযরত কেবলা কারো কষ্টের ও ভিন্ন নিয়তের হাদিয়া গ্রহণ করতেন না।

আধ্যাত্মিক ফয়েজ প্রদানমূলক কারামতঃ

(ক) রুটিদানে ফয়েজ প্রদানঃ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব হযরতের কাছে বায়াত হওয়ার নিমিত্তে ৩ বার এসেও বায়াত হতে পারেন নি। ৪র্থ বার এসে হযরতের কাছে আরজি দিলে হযরত তখন তাকে বলেন "আলাগ হো যাও, কুনজশক কে তরহা হো যাও"। এ কথা শুনে আদেশ পালনে তিনি দূরে চলে গেলেন। হযরত তাকে বায়াত করান নি। ঘটনার বর্ণনাকারী মীর আহমদ ফারুকী বলেন, "আমরা বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ভাত খেতে চাইলাম, কিন্তু পাই নি। পরক্ষণে দেখলাম আমাদের জন্য সবজী তরকারী ও লটিয়া শুটকি দিয়ে ভাত আনা হলো। আমরা খেতে শুরু করলাম। অল্পক্ষণ পর আবার গোস্ত ভাত আনা হলো। আমরা তাও খেলাম। খাদ্য গ্রহণের মধ্যখানে খাদেম সাহেব এসে লুৎফুর রহমান সাহেব কে জিজ্ঞেস করে হযরতের পাঠানো রুটি তাকে খেতে দিলেন। তিনি খুশি মনে তা খেয়ে নিলেন। এর পর থেকে তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিন দিন বাড়তে রইল এবং তিনি এবাদত বন্দেগীতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়লেন, যা হযরতের ফয়েজ প্রদানের বরকতে অর্জন হয়।

(খ) নিম্নোক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী হযরতের নাতি ও অছী এবং খলীফা তিনি তার দাদী থেকে বর্ণনা করেন- হযরত আকদছের এক প্রতিবেশিকে শীতকালে একটি কলা প্রদান করে খেতে বললেন ঠান্ডা জনিত কারণে সায়াদ উল্লাহ নামক উক্ত প্রতিবেশি কলা খেতে অস্বীকার করে তখন হযরত কেবলা (রহঃ) উক্ত কলাটি তার উপস্থিত ভক্ত গণের মধ্যে কে খাবে জিজ্ঞাসা করলে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া নিবাসী জনাব জাফর আলী শাহ দৌড়ি এসে কলা তাবারুক গ্রহণ করে ভক্তি সহকারে খেয়ে নিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে উক্ত তাবারুক খাওয়ার সাথে সাথেই জনাব জাফর আলী শাহের হালতের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং উপস্থিত হাজতিদের বিভিন্ন সংবাদ বলে দিতে থাকে। যা হযরত কেলাবার (রহঃ) কলা মারফত ও ফয়েজ প্রদান ও উচ্চতর আধ্যাত্তিকতার প্রকাশ মাত্র। এতদর্শনে হযরত কেবলা (রহঃ) জনাব জাফর আলী শাহকে হিজরতের নিদের্শ দেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তিঃ

(ক) চট্টগ্রাম শহরের এক লোক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক চেষ্টা করেও আরোগ্যের কোন লক্ষণ না দেখে শেষবারের মত হযরতের শরণাপন্ন হয়ে আরজি দিলে হযরত তখন জালালী হালতে গিয়ে বলে ওঠলেন, "আরে কমবখত নাফরমান! তুমি খোদাকে ভয় করো নাই কেন? তোমার মত পাপীকে দুররা মারা দরকার"। এই বলে হাত মোবারকের লাঠি দিয়ে তাকে মারতে থাকেন। এভাবে কিছুক্ষণ মারার পর তিনি অন্দরমহলে চলে যান। আর লোকটি ওঠে গোসল করে চট্রগ্রাম শহরে চলে আসেন। এর তিন মাস পর তিনি মাইজভান্ডার শরীফ গেলে দেখা গেল তিনি পূর্ণাঙ্গ সুস্থ। তাকে প্রশ্ন করলে বলেন, হযরতের লাঠির আঘাতে আমি বিনা ঔষধে আরোগ্য লাভ করি।

(খ) নোয়াখালী জেলার অর্ন্তগত ছিলনিয়ার নিয়াজপুর গ্রামের অধিবাসী জনাব হাজী হাফেজ আহমদ উল্লাহ বলেন- আমি অনেক দিন ধরে এক অজানা রোগে আক্তান্ত হয়ে অনেক চিকিৎসকের শরনাপন্ন হই এবং অনেক চিকিৎসা করি কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আমার অবস্থা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে ফলে আমি জীবনের আশা ছেড়ে দিই। এমতাবস্থায় লোক মুখে মাইজভান্ডার শরীফের হযরত কেবলা (রহঃ)'র কামালিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার কথা শুনে অনেক মনোবল সঞ্চয় করে ১ কেজি খোরমা নিয়ে মাইজভান্ডার শরীফে হযরতের খেদমতে পৌঁছলে এক ছোট বালক এই বলে আগত মানুষের মধ্যে আহবান করেন যে, এখানে যে ব্যক্তি নোয়াখালী থেকে এসেছে তাকে হযরত কেবলা (রহঃ) ডাকেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ সাড়া না দিলে আমি দাড়িয়ে সাড়া দিয়ে ঐ ছোট বালকের সাথে ভিতরে গেলে হযরত কেবলা চাদর আবৃত অবস্থায় আমার নাম তিনবার জিজ্ঞাসা করেন আমি বারবারই উত্তর দিলাম এবং খোরমাগুলো তার সামনে রাখলে তিনি খোরমার উপর

তার পবিত্র হাত বুলিয়ে একটি খোরমার অর্ধেক তিনি খেয়ে বাকী অর্ধেক তার নাতি দেলা ময়নাকে খেতে দিলেন এবং আমাকে একটি দিয়ে বাকী উপস্থিত ব্যক্তিদের বন্টন করে দিয়ে বাকী খোরমাগুলো অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

এ দিকে তিনি আমার কাছে আমার রোগের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা না করে আমাকে বিদায় দিলেন। অন্যদিকে আমি ও আমার রোগের কথা বলার সুযোগ না পেয়ে অগত্যা বাড়ির দিকে প্রস্থান করলাম। আল্লাহ তা'আলা কী মহিমা ও অপার কৃপা এবং হযরত কেবলার আধ্যাত্তিক প্রভাব ও কারামত যে, আমি বাড়িতে আসার পর ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক সময় আমি আল্লাহর রহমত ও হযরতের নেক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সুস্থ হলাম। আল্লাহ আকবার।

হযরতের সুনজরে অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিঃ

ক) চট্রগ্রাম ফটিকছড়ির নানুপুর নিবাসী জনাব মৌলভি আব্দুল লতিফ সাহেব হযরতের পুত্র জনাব মাওলানা শাহ সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে পড়াতেন। বিদায়কালে তিনি হযরতের দরবারে জীবিকা নির্বাহের উপায়ের জন্য দোয়া চান যাতে ঘরে বসে রিযিকের ব্যবস্থা হয়, যেহেতু তিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন। হযরত তাকে একটি কালির দোয়াত দিলেন এবং বললেন যেন এটি না শুকায়, হযরতের দোয়ার বরকতে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ঐ দোয়াত দিয়ে তাবিজ লিখে ঘরে বসে সম্মানের সাথে জীবিকা নির্বাহ করেন।

(খ) চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গচ্ছিকুল গ্রামের অধিবাসী হযরত কেবলা (কঃ) এর এক ভক্ত ও মুরীদ জনাব ওয়ালী মাস্তান দারিদ্র্যতার মধ্যে দিনাতিপাত করতেছেন। অন্যদিকে অভাব অনটনের সংসারে কর্জের উপর কর্জে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে হযরত আকদসের শরনাপন্ন হলে হযরত কেবলা (কঃ) তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়েই ওয়ালী মাস্তান পার্বত্য রাঙ্গামাটির দিকে হিজরত করেন। রাঙ্গামাটি যাওয়ার পর তার উপার্জনের মধ্যে অভুতপূর্ব পরিবর্তন আসে যাতে তার অভাবের সংসারে হযরতের দোয়ার বরকতে অফুরন্ত বরকত হয় এবং সংসারে শান্তি ফিরে আসে ও তিনি অনকে টাকা-কড়ি, জায়গা-সম্পত্তির মালিক হন। যা হযরত কেবলার (কঃ) আধ্যাত্তিকতার প্রভাবের ফলমাত্র।

অদৃশ্য ভ্রমণ, বিশেষত মক্কা ও মদীনা শরীফঃ

(ক) ফটিকছড়ি ইছাপুর অধিবাসী হাজী রমিজ উদ্দিন হজ্জের নিয়তে মক্কা শরীফ যান। কা'বা শরীফ তাওয়াফ কালে তিনি হযরতকে তাওয়াফরত অবস্থায় দেখেন। কিন্তু ভিড়ের জন্য তিনি কাছে গিয়ে কথাও বলার সুযোগ হয় নি। তিনি যখন মদীনা শরীফে রওজায়ে আকদাস যিয়ারত রত তখন তিনি কিছু দূরে হযরতকে যিয়ারত রত অবস্থায় দেখেই চিন্তা করলেন যিয়ারত করেই দেখা করবেন। কিন্তু যেয়ারত শেষে আর হযরতকে দেখলেন না। হজ্জ শেষে তিনি বাড়ী এসে জানতে পারলেন হযরত কোথাও যান নি। হযরতের সাথে বাড়ীতে এসে দেখা করে কদমবুচি করে যেইমাত্র বলতে চাইবেন তখন হযরত বললেন, "চুপ থাকাই উত্তম"। একথা বলে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন এটা হযরতের আধ্যাত্মিক কারামত।

(খ) ঘটনার বর্ণনাকারী মাইজভান্ডার শরীফের ভক্তপুর নিবাসী জনাব আব্দুল জলিল- তার এক ঘনিষ্ট বন্ধু (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) হজ্ব করার মানসে মক্কা শরীফ যান। হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করার পর দুর্ঘটনাবশত হাজী সাহেব রিক্ত হস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণা উপবাসে, অনাহারে অর্ধাহারে কষ্ট পেতে থাকলে উপায় না দেখে অনেকের শরনাপন্ন হলে ও কোন ফলাফল না পেয়ে ভিক্ষা করে ক্ষুধার জ্বালা দুর করেন। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কায়মনোবাক্যে) ফরিয়াদ করেন যে, হে করুণাময় প্রভু পৃথিবীতে যদি আপনার কোন মাহবুব বান্দাহ থাকে তাহলে তাঁর উসিলায় আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের প্রতি অতিস্নেহময়ী তিনি হাজী সাহেবের এ বিনয়ী আবেদন না শুনে পারলেন না। পরদিন বিকেল বেলা তিনি উদ্দেশ্যহীন ঘুরাফিরা করার সময় গাউসুল আজম মাইজভান্ডী (কঃ) এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি হযরত কেবলা (কঃ) কে তার বিপদের কথা বললে প্রথমে তাকে নিয়ে হেরেম শরীফে মাগরিবের নামায আদায় করেন। নামাজান্তে হযরত কেবলা (রহঃ) তাকে থলে থেকে বের করে কিছু সুমিষ্টি ফল ও পানীয় খেতে দেন। পরে একটি বাতি/চেরাগ হাজী সাহেবের হাতে দেন এবং একটি পবিত্র ইসম শিখিয়ে দিয়ে বলেন আপনি সামনের দৃশ্যমান ঐ আলোকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকেন।

নির্দেশ মতে হাজী সাহেব সামনের দৃশ্যমান আলোকে অনুসরণ করে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ঐ আলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পবিত্র শিখিয়ে দেওয়া ইসম খানা ভুলে যান, বিপদ মনে করে হাজী সাহেব এদিক ওদিক তাকান। তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হচ্ছিল তিনি দেখলেন যে, তিনি এখন চট্টগ্রাম সদরঘাট। উৎফুল্ল মনে বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শাহসুফী হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (রহঃ) এর দরবারে গেলে তাঁর হুজরা শরীফেই তাঁকে দেখতে পান এবং সবার কাছে একথা জেনে আরো আবেগ আপ্লুত হন যে, হযরত

কেবলা (রহঃ) মাইজভান্ডার শরীফের নিজ ঘরেই রয়েছেন। তিনি কোথাও যাননি পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে একথা বুঝতে পারেন এটা হযরতের আধ্যাত্মিকতা ও কারামত।

মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলীতে হযরতের প্রভাবঃ

(ক) চট্রগ্রাম রাউজান থানার নোয়াপাড়া নিবাসী ডা. ফজলুল কারীম সাহেব বলেন, আমার পিতা হেকিম নুরুজ্জামান সাহেব মৃত্যু সন্নীকটে হলে তাকে স্থানীয় একজন আলেম তওবা করানোর জন্য পরামর্শ দেন। উত্তরে তিনি বলেন আমার পীর ও মুর্শিদ গাউছুল আযম শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (ক:) ওনার সাথে আছেন। যা কিছু দরকার হয় উনি ই করবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন। এবং উক্ত মৌলভি সাহেব কে এটাও বলেন যে জুমা শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন ৭ই রমজান জুমাবার জুমা নামায শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে দেখি আমার বাবা বড় আওয়াজে কালেমা শরীফ পড়তে পড়তে ইহজগত ত্যাগ করলেন।

(খ) হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব গোলাম ছোবহান সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া খাতুন হযরতের মুরিদ ছিলেন। তিনি একদিন হযরত কেবলাকে বলেন, বাবা মুনকার-নাকীর প্রশ্ন করলে আমি কি উত্তর দিব? তিনি উত্তরে বললেন আমার দোয়া ও ওযীফা মনে রাখিও। তখন রাবেয়া বললেন, আমি মনে রাখতে পারবো না। তখন তিনি বললেন, আমাকে মনে রাখিও। তিনি তাও অস্বীকৃতি জানালে হযরত বললেন ঠিক আছে আমি সব বলব।

হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মৃতদেহে প্রাণলাভ ও আয়ু বৃদ্ধিঃ

(ক) শিশুকালে হযরতের প্রিয়তম পৌত্র শাহসূফি হযরত মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন তার অবস্থা সংকটাপন্ন হতে হতে একদিন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে শিরা বসে যায়। এ অবস্থা দর্শনে বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যায়। ঐ দিকে হযরত কেবলা প্রিয় দৌহিত্র ও ভাবী খলিফার এহেন পরিস্থিতিতে আর নীরব থাকতে পারলেন না। এদিকে নিজকে গোপন ও রাখতে হবে। তাই তিনি কৌশল অবলম্বন করে একজনকে বললেন একটা পানি ভরা কলসি যেন বাড়ীর ওঠানে নিক্ষেপ করে। এ দিকে কলসি নিক্ষেপের আওয়াজ এবং হযরতের বেলায়তের তাছাররুফাতে হযরতের ভাবী খলিফা শিশু সৈয়দ মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন কেঁদে ওঠলেন এবং আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করে দ্বীন ধর্মের অনেক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ৯০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

(খ) হযরত শাহ মুনিরুল্লাহ সাহেব যিনি হযরত (সুলতান রায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) মাযার শরীফের খাদেম) হযরত কেবলা (কঃ) এর ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন। তিনি বলেন তার প্রতিবেশী আব্দুল কাদের নামক এক ব্যক্তি এক অজানা দুরারোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়েও কোন সুফল পাননি। এক সময় বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে জীবনের কৃত গুনাহ মাফ ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্ট অর্জনে দান-সদকা করতে রইলেন। একদা তিনি তার বন্ধু মাওলানা মুনিরুল্লাহ সাহেব কে ডেকে তার অবস্থার কথা প্রকাশ করলে তিনি তাকে একজন কামেল আল্লাহর অলীর হাতে হাত রাখার পরামর্শ দেন এবং একথা ও বলেন যে, মাউজভান্ডার শরীফের হযরত কেবলা একজন মহান আল্লাহর অলী ও কামেল বান্দাহ। তুমি ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে নিজকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। নাম শুনতেই তার অন্তরে হযরতের প্রতি ভক্তি এসে যায় তিনি দেরি না করে ভক্তি শ্রদ্ধাভরে নিজকে হযরতের সমীপে সর্ম্পন করেন এবং তাঁর অসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন এবং মনে মনে এ নিয়্যাত করে যে, যদি আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই তাহলে হযরতের খেদমতে নিজকে সপে দেব।

আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত এ চিন্তা করতেই তার মৃত্যু ছকরাত শুরু হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তার চারপাশে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে রইল। প্রায় ঘন্টাখানেরক পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দুচোখ খোলে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠেন, মাওলানা মুনিরুল্লাহ সাহেব যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন উত্তরে তিনি বলেন আমি হযরতকে স্বরণ করতেই আামর তন্ময় ভাব চলে আসে আমি দেখলাম এক ভয়ানক ব্যক্তি উম্মুক্ত তলোয়ার হাতে আমাকে জবেহ করার জন্য আমার বুকে চেপে বসে আমাকে জবেহ করতে প্রস্তুত হয় যা আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। এমতবস্থায় আমি দেখলাম যে, এক নূরানী সুরতের বৃদ্ধ লোক বিদ্যুৎগতিতে এসে ভয়ানক আকৃতির লোকটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে লোকটি দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন আমি দেখলাম বিদ্যুৎগতি আসা নূরানী বান্দাহটি স্বয়ং হযরত কেবলা। তিনি আমাকে অভয় বাণী শুনালেন যে, তুমি ভালো হয়ে যাবে ও আরো ৬০ বছর বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তবে আাগামী সপ্তাহে তোমার বাবা মারা যাবে। তুমি সুস্থ হয়ে ওয়াদা মত আমার সাথে দেখা করবে। আমি তোমার জন্য যেয়াফতের খাবার রেখেছি বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এখন আমি সুস্থতা অনুভব করছি। পরবর্তীতে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে হযরত আকদসের সমীপে নিজকে সোর্পদ করে আরো ৬০ বৎর সুন্দর ভাবে জীবন-যাপন করেন যা হযরত কেবলা (কঃ) আধ্যাত্তিক প্রভাব ও কারামত।

আধ্যাত্মিক প্রভাবে অল্প খাদ্যে বরকতঃ

(ক) একদা এক ভক্ত হযরত কেবলার জন্য কিছু লিচু হাদিয়া আনেন। তখন হযরত খুবই জজবাত অবস্থায় ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন। পরে শাহজাদা হযরতের সামনে লিচুগুলো রেখে আগত লোকটির কথা বললে তখন হযরত নিজ হাত মোবারকে লিচুগুলো বন্টন করতেছিলেন। এমতাবস্থায় লিচু অল্প, মানুষ বেশি রয়ে গেলে হযরত নিজ মুষ্টিতে লিচুগুলি নিয়ে একমুষ্টি লিচু ১৫-২০ জন মানুষকে দিয়ে একটা লিচু হযরত নিজেই ভক্ষণ করলেন। এ কারামত দেখে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে গেল যে এটা কীভাবে সম্ভব! এক মুষ্টিতে ৪/৫ টার বেশি লিচু ধরবে না সেখানে হযরত ১৫/২০ জনকে খাওয়ালেন। আবার নিজেও খেলেন। আল্লাহু আকবার!

(খ) একরাত্রিতে হযরতের মুসাফির খানায় ১৬ লোকের জন্য খাদ্য পাকানো হয়েছে। এমন সময় মীরসরাই থেকে ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী সাহেব প্রায় ২৪-২৫ জন লোক সহ উপস্থিত হলে বার্বুচি গিয়ে হযরতকে বলেন- রাত ও অনেক এখন কী করি! হযরত কেবলা বলেন তুমি পাকানো খাদ্যগুলো আমার সামনে নিয়ে আস। আমি আদেশমত অল্প খাদ্যগুলো হযরত খেদমতে রাখলে তিনি তা নাড়াচাড়া করে দেখেন এবং বলেন যে আল্লাহর রহমতে এগুলো যথেষ্ট হবে তুমি বিসমিল্লাহ বলে দিতে থাক। অতপর খাদেম হুকুম মোতাবেক ১৬ জনের খাদ্য ৪০ জন ব্যক্তিকে পেট ভরে খাওয়ালেন এবং আরো ৩/৪ জনের খাদ্য বেঁচে রইল। আল্লাহু আকবার।

হযরতের বেলায়তি প্রভাবে সন্তান লাভঃ

(ক) চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত সাব রেজিস্টার জনাব আব্দুল লতিফ খান নিঃসন্তান ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও ফল না পাওয়ায় একদা খুব আশা করে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজি জানালে হযরত তাকে তিন খানা তাবারুক দিয়ে বললেন আমি তোমাকে তিনটি ফুল দিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলার দয়ায় আর হযরতের বেলায়তি ক্ষমতায় তার পরপর তিনজন ছেলে জনাব এ. কে খান, জনাব এম আর খান ও জনাব এম এইস খান জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার অর্ন্তগত হাইদকান্দি গ্রামের জনাব আকরাম আলী চৌধুরীর ঘরে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর পরই মারা যাওয়ায় তিনি একেবারই হতাশ হয়ে গেলেন। অনেক চেষ্টার পরও কোনরুপ ফল না হওয়ায় তিনি মাইজভান্ডার শরীফের হযরত কেবলার (রহঃ) শরনাপন্ন হয়ে দোয়ার প্রার্থী হলেন। যাওয়ার সময় তিনি হযরতের জন্য আখ হাদিয়া স্বরুপ নিয়ে যান। হযরত কেবলা তার আখ খানা নিয়ে পা মোবারকের

নিচে দিয়ে তা তিন টুকরা করে মধ্যের টুকরাটা জনাব আকরাম আলীকে দেন এবং বলেন "মিয়া আপনাকে মধ্যের টুকরাটি দিলাম খেয়ে ফেলুন, আমি দোয়া করলাম" বলে আমাকে বিদায় দিলেন। বাড়ী এসে আমি আমার বেগমকে হযরতের তাবারুক বলে খেতে দিলাম যথাসময়ে আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করল। ছেলের নাম রাখা হল ইসমাঈল, তবে আমি আগের মত সন্তান হারার ভয়ে শংকিত। কিন্তু হযরত কেবলার (রহঃ) দোয়া ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে আমার সন্তান সুস্থ ও বেঁচে রয়েছে। অথচ এর পরপর আরো দু'সন্তান জন্ম গ্রহণের পর পরই মারা যায় তখন আমার একথা বুঝে আসে যে, হযরত কেবলা (কঃ) আমাকে কেন বললেন 'আপনাকে মধ্যের টুকরাটা দিলাম" আল্লাহু আকবার আল্লাহ ওয়ালাদের কথা বুঝাও কষ্ট সাধ্য।

বিপদ থেকে ভক্ত উদ্ধারঃ

রাঙ্গুনিয়ার অধিবাসী জনাব আছমত আলী এই খেয়ালে রাঙ্গুনিয়া থেকে ৪২ মাইল দূরে কোদালা পাহাড়ে কাঠ সংগ্রহের জন্য গেল যে, তা বাজারে বিক্রি করে হযরতের জন্য নাস্তা হাদিয়া আনবে। কাঠ সংগ্রহ করে যে মাত্র আঁটি বাধার প্রস্তুতি নিলেন এমন সময় হঠাৎ বিরাট এক বাঘ এসে উপস্থিত। উপায় না দেখে 'ইয়া গাউছুল আজম' বলে চিৎকার দিলেন, আর অন্যদিকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী জালালি হালতে পুকুর পারে ওজু করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলে উঠলেন, "হারামজাদা তুই এখান থেকে দূর হয় নাই!" বলেই হাত মোবারকের লোটা বা পিতলের বদনাটি জোরে পুকুরে নিক্ষেপ করেন। উপস্থিত সকলেই পুকুরে নেমে অনেক খোজা খুজির পরও বদনাটি পেলো না। ঘটনার ২ দিন পর উক্ত ব্যক্তিটি বদনাটি নিয়ে এসে উপস্থিত হলে তার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটি শুনে সবাই বিস্মিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, ৪২ মাইল দূরে বদনা নিক্ষেপ করে বাঘের হাত থেকে ভক্তের প্রাণ উদ্ধার করা এটা হযরত কেবলার প্রকাশ্য কারামত।

ইন্তিকালের পর প্রকাশিত অলৌকিক কার্যাবলিঃ

হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (রহ:) আল-মাইজভান্ডারী ইন্তেকালের ৬ মাস পরের ঘটনা। তাঁর মুরিদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া খাতুন তার মৃত সন্তানের জন্য হযরতের মাযার শরীফে গিয়ে খুব কান্না কাটি করতে করতে বিভোর হয়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি হযরতকে দেখতে পান। হযরত কেবলা তাকে বললেন, "হে রাবেয়া! তোমার ছেলে সুলতানকে দেখালে তুমি কান্না বন্ধ করবে?" রাবেয়া বললেন, জ্বী হুজুর আর কাঁদবো না। সাথে সাথে তার সামনে সুগন্ধি নহরাদি প্রবাহিত, ফুলে ফলা ভরা একটা বাগান দেখতে পান যাতে তার ছেলে সুলতান আহমদকে অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলা করতে দেখেন। এবং হযরত তাকে আরো বলেন,

"হে রাবেয়া! তুমি আমার দেলা ময়নাকে (হযরতের দৌহিত্র শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন। যাকে আদর করে হযরত দেলা ময়না বলে ডাকতেন) যত্ন করিও"।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সকল কারামত হযরত শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন (রহ:) আল-মাইজভান্ডারী কর্তৃক লিখিত 'গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত' থেকে সংগৃহীত।

'তাঁর হাত গায়েবের হাত সোজা কথা নয়

তাঁর হাত কুদরতের হাতের অংশও নয়'[২৬০]

বান্দা যখন আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণের মধ্যে নিজের জীবনকে বিলীন করে তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দাকে তার নৈকট্যভাজন করেন এবং তাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদানে ধন্য করেন, যাকে কারামাত বলে আমরা জানি। "এমন কর্ম যা মানুষের অভ্যাসের পরিপন্থী এবং যাতে প্রতিযোগীতা ও নবুয়্যাতের দাবী মিশ্রিত নয়"।[২৬১] এ বিষয়ে শরহে আক্বীদাতুত তাহাভীয়্যাহতে বর্ণিত হয়েছে- ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم- "আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সর্ম্পকে যা বর্ণিত হয়েছে আমরা তার প্রতি ঈমান রাখি এবং বর্ণণাগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণণাকারীদের থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে"।[২৬২] এ বিষয়ে অলীকুল সম্রাট হযরত শায়খ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন- "তুমি যদি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহকে খোঁজ, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এমন এক আয়না দান করবেন যাতে তুমি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহ স্বচক্ষে দেখতে পাবে"।[২৬৩]

অনুরুপভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী (রহ.) সুন্দর মন্তব্য করেন, "মানুষি বিজ্ঞতার উর্ধ্বে অন্য একটি পথ রয়েছে। সেই পথে অন্য ধরনের অন্তর্চক্ষু খুলে যায়, যার মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের অনেক কিছু অনুধাবন করতে পারে। সেই চক্ষু দিয়ে ভবিষ্যত-ঘটমান এবং বিবেক-উর্ধ্ব অনেক কিছু দেখতে সক্ষম হয়"।[২৬৪] এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) এর ২৬ পারার হাদীস প্রণিধানযোগ্য- "নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার

---

[২৬০]. এ এফএম আব্দুল মাজীদ রুশদী (রহ), *হযরত কেবলা*; পৃ. ৬১।

[২৬১]. আব্দুল মালেক, *কামুসুল মুসতালাহাত*, পৃ.১৮৩।

[২৬২]. আল্লামা ছদরুদ্দীন আলী বিন আলী (৭৩১-৭৯২), *শরহু আক্বীদাহ ত্বহাভীয়্যাহ*, [দারু উলুন নাহী, রিয়াদ ১৯৯৩], পৃ.২৭৭।

[২৬৩]. ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*, পৃ.২১।

[২৬৪]. ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*, পৃ.২৩।

বান্দা আমার এতো নিকটতম হতে থাকে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। তখন আমি তার শোনার কান, দেখার চোখ, কাজের হাত, চলার কদম হয়ে যাই। আমি তার যে কোন বাসনাই পূরণ করি এবং সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় দেই"।[২৬৫]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে কাদীমের অসংখ্য স্থানে তাঁর আউলিয়াদের কারামাতের কথা বর্ণনা করেন। যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মাজান হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম কর্তৃক মৃত খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর প্রাপ্ত হওয়া।[২৬৬] অনুরুপভাবে হযরত মরিয়াম (আ.) এর বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানের সময় মেহরাবে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর বে-মৌসুমী ফল বা রিযিক দেখতে পাওয়া।[২৬৭] হযরত সুলাইমান (আ.) এর উম্মতের অলী আসিফ বিন বরখিয়া (রহ.) কর্তৃক রানী বিলকিসের সিংহাসন ৫.৫ কিলোমিটার দূর থেকে রাণী আসার পূর্বে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থাপন করানো।[২৬৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম সাহাবা হযরত উসাইদ বিন হাদীর ও হযরত আব্বাদ বিন রাশির (রা.) এর হাতের লাঠি রাতের অন্ধকারে জ্বলে উঠা এবং তাঁদের রাস্তা দেখানো।[২৬৯]

অনুরুপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম আযাদকৃত গোলাম হযরত সফীনা (রা.) এর জন্য রোম সফরে বনের বাঘ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাকে গহীন জঙ্গলে পথ প্রদর্শন করা।[২৭০] এবং আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে জুমার খোতবা প্রদানের সময় নাহাওয়ান্দ নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী প্রধান হযরত সারিয়া (রা.) কে "يا سارية الجبل" অর্থ্যাৎ "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে দেখ" বলে শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাচাঁনো।[২৭১] এরকম নানা ধরণের কারামাত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়ভাজনদের ধন্য করেন। হযরত শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল-মাইজ ভান্ডারী (রহ.) এর পবিত্র জীবনে ঘটিত অসংখ্য কারামতের কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

---

[২৬৫]. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, পৃ.৯৬৩।
[২৬৬]. কুরআন (১৯:২৫)
[২৬৭]. কুরআন (৩:৩৭)
[২৬৮]. কুরআন (২৭:৪০)
[২৬৯]. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খতীব (৭৪১ হি:), *মিশকাতুল মাসাবীহ* [মাকতাবাতুল তাউফিকিয়্যাহ, মিসর- ২০১৬], খ.৩, পৃ.২৯১
[২৭০]. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৯২।
[২৭১]. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৯৩-২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পৃথিবীর বুকে নবী -রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ আল্লাহর প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবে তাঁর নিরংকুশ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে আপন আপন কর্তব্য সমাপন করে ইন্তিকাল করে গেছেন। তাঁদের অব্যহতিপরে কিয়ামত অবধি তাঁদেরই রেখে যাওয়া দাওয়াতী কার্যক্রমকে জগতে জাগরুক-চলমান রাখার জন্য আল্লাহপাক যুগে যুগে সত্যিকারের 'আলিম-এ দ্বীন- মুজাদ্দিদ, গাউছ, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, নুকাবা, নুজাবা হরেক পদধারী নেক বান্দা প্রেরণ করেন; যাঁদের অদম্য ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম' চির ভাস্বর হয়ে মানব জাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরনীয় হয়ে আছে। আর এঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার সত্যিকারের প্রিয় বান্দা; যাঁদেরকে আমরা আউলিয়া কিরাম নামে চিনি-জানি। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আল্লাহর অলীগণ তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পথহারা-দিশাহারা মানজাতিকে সিরাতে মুস্তাকিমের প্রতি দাওয়াত দিয়ে মানবজাতির মানজিলে মাকসুদ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের মাদীনাতুল আউলিয়া খ্যাত ইসলামের প্রবেশদ্বার বৃহত্তর চট্টগ্রাম (তৎকালীন ইসলামাবাদ) অঞ্চলে যেসকল সূফী-সাধক তাঁদের খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে 'মুসাররিফাল ক্বুলূব' (অন্তরে প্রতিক্রিয়াকারী) হয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁরই কুদরতের কদমে ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন- তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিলায়াতে মুতলাকার ধারক-বাহক, নবী কারীম (ﷺ)-এর আওলাদ, ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, মহান ইসলাম প্রচারক শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল মাইজাভারী (রহঃ) শীর্ষস্থানীয়। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন মুহাক্কিক 'আলিম, অন্যদিকে ছিলেন মহান ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক, মানবহিতৈষী, সর্বজনের আদর্শ এক মহান অলী ও শায়খ।

ইসলাম প্রচারে এবং মানুষকে সুপথ প্রদর্শনে তার অমূল্য অবদান বিশ্ববিশ্রুত। এ উপমহাদেশে যার আদর্শের উপর ভিত্তি করে পথ হারা মানুষ আজও ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে এরই সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে চির অমর হতে সক্ষম তিনি হলেন শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী (রহ.)। মানব কল্যাণ ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান পৃথিবীবাসীর কাছে চির-স্বরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সপ্তনীতি (ফানায়ে ছালাছা এবং মাউতে আরবা'আ) এবং অনিদ্য সুন্দর চরিত্রের অনুসরণ-অনুকরণ সুনিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য ইহকাল-পরকালে কল্যাণ ও মুক্তি বয়ে আনবে। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে তিনি ইসলামের মৌলিকত্ব, মহানত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় ব্যয় করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা-মেধা, চিন্তা-গবেষণা, শৃঙ্খলা-সংগঠন,

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থিরতা-সুদৃঢ়তা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, আক্বীদা-আমল, ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করে থাকে। তিনি দ্বীনের খিদমত ও জাতির সংশোধনের নিমিত্তে যে বাতি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা থেকে অসংখ্য লোক প্রভা হাসিল করেছে।

তিনি এসব খিদমাতের মাধ্যমে প্রিয় নবী (ﷺ), সাহাবা-অলী-উলামদের প্রকৃত শান-মানকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়ে সত্যিকারের নবী ওয়ারীছের পরিচয় দিয়েছেন। এত বড় মাপের আলিম-সাধক হওয়া সত্বেও সাধারণ জীবনাচার তাঁকে মানুষের অতি নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে, সাধারণের চাহিদা বুঝে তিনি ইসলামের সেবায় ব্রতী হন। একজন আদর্শ সন্তান, ছাত্র, শিক্ষক, স্বামী, পিতা-অভিভাবক, বক্তা, তার্কিক, খানেক্বার পীর, সহযাত্রী, সুবিজ্ঞ দা'য়ী যে চরিত্র দিয়েই তাঁকে বিবেচনা করা হউক না কেন; তিনি সর্বক্ষেত্রে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রতিবিম্ব ছিলেন। আল্লাহপাক এই মহান শাইখকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর অনূসৃত পথের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক তার উপর আমল করার তাওফীক্ব নাসীব করুন। আমীন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন(ﷺ)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আল-কুরআন আল কারীম ও তাফসীরঃ

১। আল কুরআনুল কারীম

২। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী রহ. (১২১৪-১২৭৩ হি.), *আল-জামি'উ লি-আহকামিল কুরআন* (প্রসিদ্ধ তাফসীরে কুরতুবী), [মাকবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, মিসর, ২০০৮ খ্রিঃ]

৩। আহমাদ মুহাম্মদ আস-সাভী রহ. (ইন্তেকাল-১২৪১ হি.), *হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, [দারুল গাদিল জাদীদ, মিসর, ২০১০ খ্রি.]

৪। আবুল ফরজ জামাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আলী রহ. (৫১০-৫৯৭), *জাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসীর*, [দারু গাদিল জাদীদ. মিসর, ১৯৮৭ খ্রি.]

৫। আল ইমাম, আশ শেখ ইসমাঈল হক্কি বিন মোস্তফা হানাফী রহ. (১৬৫৩-১৭২৫ খ্রি.), *রুহুল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন*, [দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ২০১৩ খ্রি.]

৬। হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর রহ. (৭০১-৭০২ হি.), *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, [মাকতাবা শামেলা, ৩য় সংস্করণ]

৭। আবু মুহাম্মদ সাহল বিন আব্দিল্লাহ (২০৩-২৮৩ হি.), *তাফসীরে তুসতারী*, [আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ]

৮। ইমাম আহমাদ রিদ্বা খান বেরেলভী রহ. (১২৮২-১৩৪০ হি.), *কানযুল ঈমান (বঙ্গানুবাদ)*, [গুলশান-ই-হাবিব ইসলামী কম্প্লেক্স, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.]

হাদীস শরীফ ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থঃ

৯। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ), *আল-জামে' আস-সহীহ*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১]

১০। মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (২০২-২৫৭ হি.), *আস-সহীহ*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১ খ্রি.]

১১। আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিজি, *আস-সুনান লিত-তিরমিজি*, [(২০৯-২৭৯ হিজরী), [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১ খ্রি.]

Dhaka University Institutional Repository

১২। হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ (২০৯-২৭৩ হি.), *সুনানে ইবনে মাযাহ*, [দারু ইবনে জাওযী, মিসর, ২০১১ খ্রি.]

১৩। আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাস'উদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাররা' আল-বাগাভী (৪৩৩-৫১৬ হি.), *শরহুস সুন্নাহ*, [মাকতাবায়ে শামেলা (সফটওয়্যার), ৩য় সংস্করণ]

১৪। ইমাম আবু বকর আহমদ আল-বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), *শুয়াবুল ইমান*, [মাকতাবায়ে শামেলা, ৩য় সংস্করণ]

১৫। আল-ইমাম আল-হাফিয মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাখাভী (৮৩৯-৯০২ হি.), *আল-ক্বওলুল বদী'*, [দারুল য়ুসর, মদীনা মোনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, ২০০২]

১৬। আল-ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর আল-হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪ হি.) , *আদ-দুর্‌রুল মানদ্বুদ*, [দারুল মিনহাজ, লেবানন, ২০০৫]

আক্বিদাঃ

১৫। আল্লামা ছদর উদ্দীন আলী বিন আলী, (৭৩১- ৭৯২হিঃ), *শরহে আক্বীদাতুত তাহাভীয়া*, [দারু উলিন নাহার, রিয়াদ, সৌদী আরব, ১৯৯৩ খ্রি.]

১৬। মাসউদ বিন ওমর বিন আব্দুলাহ (৭১২-৭৯৬), *শরহে আকাইদে নাসফী*, [কুতুবখানা আমজাদিয়াহ, দিল্লী, ভারত, ২০১২ খ্রি.]

তাসাউফঃ

১৭। আল ইমাম, আল আরেফ বিল্লাহ শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. (৪৭০-৫৬১ হি.), *সিররুল আসরার ওয়া মাজহারুল আনওয়ার ফীমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল আবরার*, [মাকতাবাতু উম্মুল কুরা,সৌদী আরব, ২০১৩ খ্রি.]

১৮। সৈয়দ আলী আল-হাজভেরী প্রকাশ দাতা গন্‌জ বখশ লাহুরী রহ. (জন্ম-৪০০ হিজরী), *কাশফুল মাহজুব*, [মুহাম্মদী বুক ডিপো, মেটিয়ামহল জামে মসজিদ, দিল্লী-২০১৬ খ্রি.]

১৯। হযরত শেখ আব্দুর রহমান চিশতী, *মেরাতুল আসরার*, [মাকতাবাতে রযভিয়্যাহ, মেটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, ২০০৫ খ্রি.]

Dhaka University Institutional Repository

২০। আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন আশ-শামী (১১৯৮-১২৫২ হি.), *ইজাবাতুল গাউস বি-বায়ানি হালিন-নুক্বাবা ওয়ান নুজাবা ওয়াল আবদাল ওয়াল আওতাদ ওয়াল গাউস*, [মাকবাতুল কাহেরা, মিসর, প্রকাশ কাল-২০০৬ খ্রি.]

২১। শেখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রি:), *ফতুহাতে মাক্কীয়াহ*, [আজম পাবলিকেশন্স, মেটিয়া মহল জামে মসজিদ, দিল্লী, জানুয়ারী, ২০১৬ খ্রি.]

২২। শেখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (১১৬৫-১২৪০ খ্রি.), *ফুসূসুল হেকাম ফচ্ছে শীসিয়া*, [মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ আত-তোরাছ, মিসর, ২০০৩ খ্রি.]

২৩। খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (রহ:) আল মাইজভান্ডারী (১৮৯৩-১৯৮৩ খ্রি.), *বেলায়তে মোতলাক্বা*, [আলহাজ্ব শাহসূফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক, কৃতী প্রোডাকশন, চট্টগ্রাম, সাল বিহীন, দ্বাদশ সংস্করণ]

২৪। আল্লামা নূরুদ্দীন আবুল হাসান আশ-শাত্বনূফী আশশাফেঈ (৬৪৪-৭১৩ হি.), *বাহজাতুল আসরার ওয়া' মা'দানুল আনওয়ার*, [দারুল কুতুব ইলমীয়া, বৈরুত, লেবানন, ২০০৫]

২৫। ইমাম গাযযালী রহ. (৪৫০-৫০৫), *মিনহাজুল আবেদিন* (অনুবাদ- আক্তার ফারুক), [রশীদ বুকহাউস, ত্রয়োদশ মুদ্রণ-২০১১ খ্রি.]

২৬। ইমাম আবুল কাসেম আব্দুল কারীম বিন হাওযান কুশাইরি রহ. (৩৭৬-৪৬৫ হি:), *রিসালায়ে কুশাইরিয়া*, [দারুস সালাম,মিশর, ২০১০ খ্রি.]

২৭। ড. আব্দুল মুনঈম খফনী, *মু'জামু মুসতালাহিত সূফীয়্যাহ*, [দারুল মাসিরা, বৈরুত, সাল বিহীন]

২৮। খাদেমুল হাসনাইন, *অমৃত ধারা*, [আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী মাইজভান্ডর শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, আগস্ট- ২০০৫ খ্রি.]

২৯। শিব প্রসাদ শূর, *সূফী জীবন দর্শন: চট্টগ্রামে অঞ্চল ভিত্তিক এ দর্শনের প্রভাব পর্যবেক্ষন*, [এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, সেশন: ২০০২-২০০৩ খ্রি:]

৩০। ড. মুহাম্মদ শেহবুল হুদা, অনুবাদ- শাহাব উদ্দীন নীপু, *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ*, [মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অন্বেষা প্রকাশন বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, অমর একুশে বইমেলা, ২০১৯ খ্রি.]

৩১। ডা: বরুন কুমার আচার্য, *সুফিসাধকের জীবন গাঁথা তাসাউফের মর্মকথা*, [সূর্যগিরি আশ্রম, হাইদচকিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৮]

৩২। ড. তাহের আল কাদেরী, *তাসাউফের আসল রুপ*; [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০১২ খ্রি.]

৩৩। ড: আব্দুল আযীয, *মা'আলেম ফিস সুলুক*, [আল মাকতবাতুশ শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ]

৩৪। শায়খ মুহাম্মদ হাসান, *তাযকিয়াতুন নাফস*, [www tajkia com.]

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাল নভেম্বর-২০০৩ খ্রি.]

৩৬। ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম*, [আদ-দারুল আলমিয়া, মিসর, ২০১৩ খ্রি.]

৩৭। ড: আব্দুল্লাহ ইবনে আলী, *তাযকিয়াতুর নাফস*, [দারু নুরুল মাকতাবাত, সৌদী আরব, ২০০৫ খ্রি.]

৩৮। ইবনুল ক্বাইয়্যুম জাওজিয়্যাহ, *ইগাছাতুল লাহফান*, [দারু বিন বায, সৌদী আরব, ২০০৫ খ্রি.]

৩৯। ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী, *সূলুক ওয়া তাসাউফ কা আমলী দাসতুর*, [মিনহজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, জুন- ২০০৯ খ্রি.]

৪০। মাও: আশরাফ ও আব্দুল মালেক, *তাসাউফ তত্ব ও বিশ্লেষণ*, [মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলা বাজার, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২৮]

৪১। *মসনবী জালাল উদ্দীন রুমী (রহ:) আধ্যাত্বিকতা ও ইসলাম*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ প্রকাশিত প্রথম প্রকাশ ২০০১ খ্রি.]

৪২। শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফল হক, *আল কুরআন ও মাইজভান্ডারী ত্বরীকার আলোকে আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশনা*, [গ্রন্থকারের পুত্র ও কন্যাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, ৫ এপ্রিল, ২০০৪ খ্রি.]

৪৩। সৈয়দ মুহাম্মদ বিন জদু, *তাযকিয়ায়ে নাফস*, [https // mawdoo3.com]

৪৪। মীর সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহিদ বালগারামী রহ (৯১২-১০১৭ হি.), *সবয়ে সানাবীল শরীফ*, [রজভীয়া কিতাবঘর, ভারত]

৪৫। অধ্যাপক জহুরুল আলম, *তাওহীদে আদয়ান*, [সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান, গাউছিয়া হক মনজিল, মাইজ ভান্ডার শরীফ, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮]

৪৬। হযরত মাওলানা আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী, *আয়নায়ে বারী*, [শাহসূফী সৈয়দ মাওলানা মদাদুল হক (মু: জি:), মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম, ২০০৭]

৪৭। শেরে বাংলা আজীজুল হক আলকাদেরী রহ., *দেওয়ানে আজীজ*, [ইসলামীয়া প্রেস, চট্টগ্রাম, সাল বিহীন]

৪৮। প্রফেসর ইউসূফ সেলিম চিশতী, *তারীখে তাসাউফ*, [দারুল কিতাব, উর্দু বাজার, লাহোর, সালবিহীন]

৪৯। *تزكية النفس معه احكمها الخ: خواطر دعوية* (https *ll* wwwislam web net)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :

৫০। খাদেমুল হাসনাইন, *মাইজভান্ডার শরীফ ও প্রসঙ্গ কথা*, [আঞ্জুমানে মোত্তাবীয়েনে গাউছে মাইজভান্ডারী, মাইজভান্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর-১৯৯০]

৫১। মাহবুবা ইয়াসমিন, *মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (রা:) জীবন ও দর্শন*, [এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, সেশন: ২০০১-২০০২ খ্রি.]

৫২। *আব্দুল হক চৌধুরী রচনাবলী*, [অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-২০১৩ খ্রি.]

৫৩। শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী রহ., *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত*, [আলহাজ্ব শাহসূফী ডা: সৈয়দ দিদারুল হক (মুঃ জিঃ), জানু ২০০৭ খ্রি.]

৫৪। ড. সেলিম জাহাঙ্গির, *মাইজভান্ডার সন্দর্শন*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন-১৯৯৯ খ্রি.]

৫৫। এ এফ এম আব্দুল মজীদ রুশদী রহ., *হযরত কেবলা*, [আওলাদে রুশদী, আহমাদিয়া প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, মতিঝিল, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৬০ খ্রি.]

৫৬। সংকলন, *মুর্শীদী গান*, [বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.]

৫৭। ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শতবর্ষের আলোকে*, [আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী, মাইজভান্ডার শরীফ, জানু. ২০০৭ খ্রি.]

৫৮। ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *মাইজভান্ডারী দর্শন*, [সৈয়দ শহিদুল হক, মাইজভান্ডার শরীফ, জানুয়ারি, ২০০২ খ্রি.]

৫৯। ড. মো: শাহজাহান কবীর, *সাবির সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ* [মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা,২০১৬]

৬০। সৈয়দ সহিদুল হক ও ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী ওফাত শত বার্ষিকী* ১৯০৬-২০০৬, [আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী, নভেম্বর- ২০০৫ খ্রি.]

৬১। শাহ সূফী সৈয়্যদ মাওলানা আব্দুস সালাম ইছাপুরী (র:), *বাবাজান কেবলা কাবার জীবন চরিত*, [গাউছিয়া রহমান মন্‌জিল, গহিরা আর্ট প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, সাল বিহীন]

অভিধান ও সাময়িকী:

৬২। আব্দুল মালেক, *কামূসুল মুসত্বলহাত*, [সালাম লাইব্রেরী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.]

৬৩। ড. রাওয়াস কাল আজী ও ড: হামিদ সাদিক, *আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আলাম*, [দারুল মাশরিক, বৈরুত, ১৯৯৬ খ্রি]

Dhaka University Institutional Repository

৬৪। *মাজাল্লাতুল বায়ান*, [আল-মুনতাদাহ আল-ইসলামী, আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ, ৩য় সংস্করণ]

৬৫। *মুজামুল ওয়াসীত*, [হোসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ, ইউপি, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬ খ্রি.] পৃ. ৩৯৬

৬৬। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, [রিয়াদ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, জানুয়ারি-২০১৪ খ্রি.]

৬৭। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রি.]

৬৮। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুলাই- সেপ্টেঃ ২০১৭ খ্রি.]

৬৯। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ বর্ষ, এপ্রিল-জুন, ২০১৭ খ্রি.]

৭০। *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন*

৭১। *মাসিক জীবন বাতি*, [ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, ১৯৮২ খ্রি.]

৭২। *মাসিক জীবন বাতি*, [ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, জুলাই-আগষ্ট ২০০৮ খ্রি.]

৭৩। *মাসিক জীবন বাতি*, [ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, মে-জুলাই,২০১৫ খ্রি.]

৭৪। *মাসিক জীবন বাতি*, [ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.